মনের দাগ

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩৩০

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিউ সরস্বতী প্রেস,
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মনের দাগ

(১)

কলিকাতার উপকণ্ঠে খাল পারে রেলের ধারে একখানি সুদৃশ্য বাঙ্গলায় জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুবিমল পূর্ব্বদিকে চাহিয়াছিল। বৈশাখের সুপ্রভাত। বাঙ্গলার পশ্চাতে ও পূর্ব্বে ফুলবাগান—বাগানের পার্শ্বে রেলের মাটি কাটা অগভীর খাতে হায়াসিন্থ পানা যেন সবুজ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে এবং পরপারের একটা আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়া নবারুণ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের পিচকারী ছুড়িতেছে। সুবিমল সেই দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ মধুর কণ্ঠে মৃদু গীতধ্বনি আসিল—

"তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!"

সুবিমল চাহিয়া দেখিল অদূরে একটী চারা বেলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া একটী বালিকা বিল্বপত্র সংগ্রহের আশায় গাছটীর ডাল ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় লাফাইতে লাফাইতে তালে তালে গাহিতেছে—

মনের দাগ

"তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!"

বালিকার দেহলতা প্রতি উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে যেন তরঙ্গায়িত হইতেছে—তাহার গাছ-কোমর বাঁধা ময়ূরকণ্ঠি চেলীর কাপড়খানি চঞ্চল আলোকছায়া সম্পাতে তাহার লাবণ্য উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে।

এমন সময় একটী গাভী খোঁটা খুলিয়া আসিয়া, বালিকা যে ফুলে ভরা সাজির উপর পূর্ব্বে সংগৃহীত বিল্বপত্র রাখিয়াছিল, সেই সাজিতে মুখ দিল। বালিকা ক্ষিপ্রহস্তে সাজি তুলিয়া স্থবিমল যে খোলা খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইয়াছিল তাহার পার্শ্বেই বারান্দার সিঁড়ি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে এক ঝাড় বেল গাছে পা লাগিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া গেল, কিন্তু তাহার হাতের সাজি পড়িয়া গেল। গাভী লোলুপ দৃষ্টিতে ছুটিয়া আসিয়া সাজির ফুল ও দূর্ব্বাদল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু স্থবিমল খড়খড়ি ডিঙ্গাইয়া যষ্টি হস্তে তাড়া দিতেই গাভী বেগে প্রস্থান করিল। বালিকা ছুটিয়া গিয়া সাজি তুলিয়া লইল। স্থবিমল সাজি হইতে পতিত কয়েকটী বিল্বপত্র ও জবা কুড়াইয়া লইয়া বালিকাকে দিতে যাইতেই বালিকা সাজি সরাইয়া লইল।

স্থবিমল বাধা পাইয়া সবিস্ময়ে কহিল, কেন? নাও না?

বালিকা কহিল, না—মাটিতে পড়ে গেছে যে—ওতে আর পূজো হবে না।

সুবিমল উত্তর দিল, তাতে কি হয়েছে? সাজিটাও ত মাটীতে পড়ে গিয়েছিল।

প্রত্যুত্তরে বালিকা কহিল, আপনি ছুঁয়েছেন যে।

সুবিমল তাহার হ্যাট কোট নেকটাই সমন্বিত সাহেবী পোষাকের দিকে চাহিয়া কহিল, আমি সাহেব নই—বাঙ্গালী।

বালিকার মুখের উপর মন্দানিল সঞ্চালিত ফুটন্ত যূঁই ঝাড়ে জ্যোৎস্না পাতের মত হাসি রাশি ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল, তা ত দেখতে পাচ্ছি—কথাতেও বুঝছি। আপনার পায়ে জুতো রয়েছে কিনা।

সুবিমল অপ্রতিভভাবে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ওঃ—তাই! তুমি ঠিক বলেছো বটে।

বালিকার মুখের উপর দিয়া আবার একটা মৃদু হাসির তড়িৎ খেলিয়া গেল। আর কোনও কথা না বলিয়া বালিকা শৈশব-স্মৃতির সুখ-স্বপ্নের মত ছুটিয়া পলাইল।

সুবিমল নিকট দৃষ্টিতে দেখিয়া বুঝিল বালিকার বাল্য কৈশোর অতীত হইয়া গিয়াছে।

সে ক্ষণকাল স্বপ্নাবিষ্টের মত তরুণী যে পথে গিয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বারান্দা দিয়া যে গৃহে পূর্ব্বে দাঁড়াইয়াছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ পার্শ্বের

মনের দাগ

কক্ষের খড়খড়ির ভিতর দিয়া একজন ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া সুবিমলের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতেছিল—সুবিমল তাহা জানিতে পারিল না।

সুবিমল একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত একখানি হস্তীদন্তের কাগজ-কাটা লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছে এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে যে ব্যক্তি এতক্ষণ অলক্ষ্যে তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল সেই ব্যক্তি আসিয়া কহিল, গুড্ মর্ণিং মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি—আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—কিছু মনে করবেন না—আমি কামাচ্ছিলুম।

সুবিমল সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, তাতে আর হয়েছে কি? আসুন, বসুন।

গৃহকর্ত্তা কালীতারা হালদার গৃহের মধ্যস্থলে স্থিত ল্যাজারাসের বাটীর মেহগেণী কাষ্ঠের সুপরিসর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে স্থাপিত মরক্কো কুশন্ আঁটা রিভল্‌ভিং চেয়ারে তাহার নাতিস্থূল দেহভার রক্ষা করিয়া কহিল, আপনি যে এখানে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা রেখেছেন সে জন্যে ধন্যবাদ।

সুবিমল—তার জন্যে আর ধন্যবাদ কেন?

কালীতারা—সেদিন মাইনিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যানের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে অবধি আপনার সঙ্গে আলাপটা

ভাল করে করবার জন্যে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল—আপনি সে সুযোগ দিয়ে আজ আমাকে যথার্থই সুখী করেছেন।

সুবিমল—সেটা উভয় পক্ষেই। আপনি কয়লার কাজে একজন বহুদর্শী লোক—আমাকে কোলিয়ারী চালাতে হচ্ছে—আপনার কাছে সে বিষয়ে সাহায্য পাবার আমিও আশা রাখি।

কালীতারা—সে ত পাবেনই—সামান্য কথা। আমি যে সে হিসাবে আপনার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার ঢের বেশী আশা করছি। আপনি গ্লাসের এক্স্‌পার্ট হয়ে এসেছেন, আবার দেশলাইএর কাজও দেশ বিদেশ থেকে শিখে এসেছেন। আমার ঐ রকম একটা কিছু নতুন ইণ্ডাষ্ট্রীতে লেগে—যাতে দেশের উপকার হয়—এমন একটা কাজ করবার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে—কেবল এক্সপার্টএর পরামর্শ পাইনি বলে এতদিন কিছু করে উঠতে পারিনি—এইবার আপনাকে পেয়ে সে আশা পূরবে বলে মনে হচ্ছে।

সুবিমল—সে ত ভাল কথা—আপনি যদি ক্যাপিটালিষ্ট যোগাড় করতে পারেন—আমার কাছে ইণ্ডাষ্ট্রী অরগানাইজ করবার আর চালাবার যা কিছু **expert advice** (ওস্তাদের পরামর্শ) দরকার তা পাবেন। কিন্তু ঐ 'যদি' টাকে আমি খুব বড় করেই দেখছি। এদেশে কোনও নতুন শিল্প চালাবার ক্যাপিটাল যোগাড় করা সহজ কথা বলে মনে হয় না। যাদের

টাকা আছে তারা **experiment**এর **risk** (পরীক্ষার দায়িত্ব) নিতে চায় না।

যুদ্ধের সময় মিউনিশন বোর্ডের কল্যাণে যাহারা সরকারকে ঠকাইয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার সুযোগ পাইয়াছিল—অনেকে কালীতারাকে সেই দলে ফেলিত। সুবিমল সে সময়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় শিল্পশিক্ষায় নিযুক্ত ছিল। সাত বৎসর পরে কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে সে দেশে ফিরিয়াছিল। সুতরাং কালীতারার সেই সুনাম বা দুর্নামের কথা সুবিমল জানিত না—সে কালীতারাকে একজন কোলিয়ারীর বিচক্ষণ ম্যানেজিং এজেন্ট বলিয়াই জানিত।

কালীতারা কহিল, মূলধন সংগ্রহ করবার ভার আমার ওপর রইল—আসুন কাচের কাজেই লাগা যাক্।

সুবিমল—সে অনেক টাকার কথা, আর কাজটাও খুব শক্ত—বললেই সে কাজে লাগা যায় না।

কালীতারা—কেন কাচের কারখানা ত এদেশে অনেক হয়েছে ?

সুবিমল—সে সব শিশি, চিম্‌নী এই সব তৈরীর কারখানা। ভাল কাচ—প্লেট গ্লাস—তৈরী করতে হলে, প্রথমে এদেশে কোথায় **raw material** (মাল মসলা) পাওয়া যায় তার তদন্ত করতে হবে—তার পরে কলকারখানার **plant** (যন্ত্র) নিজে ইউরোপে গিয়ে বেছে—যাতে এদেশের কাজে ঠিক্ লাগে—

তার যোগাড় করে আসতে হবে। কারখানা চালাবার লোক ইউরোপে পাঠিয়ে শিখিয়ে আন্‌তে হবে—আমি একলা ত আর সব কাজ নিজে করে উঠতে পারবো না? কাজেই সে কাজ বললেই এদেশে পত্তন করা চলে না—spade work (গোড়ার যোগাড়) করতে সময় যাবে।

কালীতারা—তা হলে না হয় দেশলাই তৈরীর একটা বড় গোছ কারখানা খোলা যাক্ না?

স্ববিমল—তাতেও বাধা আছে। একটা বড় কারখানা খোলবার আগে কাঠের যোগাড় করতে হবে। জ্বালানি কাঠে—গেঙ্গো, খলসে—এসব কাঠে ভাল দেশলাই হয় না। ওসব কাঠ রদ্দুরে বদরং হয়ে যায়—আর একটা বড় কারখানার জন্যে যত কাঠ দরকার তত পাওয়াও যায় না। সরকারের শিল্প-বিভাগ আর বনবিভাগ কাঠের জন্যে বন জঙ্গল সার্ভে করে কাঠ পাবার বন্দোবস্ত আর কাঠের পরীক্ষা না করে দিলে—দেশলাইএর বড় কারখানা চলবে না। তা ছাড়া দেশলাইএর বারুদ যাতে সেঁত সেঁতে না হয়—আর বারুদের মাল মশলা যাতে এদেশেই পাওয়া যায়, তারও তদন্ত—research (অনুসন্ধান ও পরীক্ষা) দরকার। বিদেশ থেকে ওসব আনালে দেশলাইএর দাম বেড়ে যাবে—বিদেশী দেশলাইএর সঙ্গে competitionএ (প্রতিদ্বন্দ্বীতায়) পেরে ওঠা যাবে না।

কালীতারা—এও ত বড় মুস্কিলের কথা! আপনি যে এত সব

শিখে এলেন, তা খাটাবার উপায় নেই—আপনার শেখাটাই পণ্ড তাহলে বলুন।

স্ুবিমল—না—তা ঠিক নয়—আমি চুপ করে বসে নেই—সরকার থেকে কাচ আর দেশলাই দুটো শিল্পই পত্তনের জন্যে যে সব তদন্ত আর যোগাড়ের দরকার তার বন্দোবস্ত শিল্পবিভাগ থেকে হচ্ছে। দুএক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

কালীতারা—তা হলে—ততদিন চুপ করে বসে থাকতে হবে?

স্ুবিমল—বসে কেন থাকতে হবে? আমাদের কয়লার খনি আছে ত? সে গুলোর যাতে উন্নতি হয় সে চেষ্টা করা যাক না?

কালীতারা—সে ত আছেই—চল্‌তি কাজ—চলে যাবেই। একটা কিছু নতুন শিল্প পত্তন কর্‌তে পারলেই ভাল হোত।

স্ুবিমল—তাহলে এক কাজ করুন না কেন—আসুন সিনেমা ফিল্‌ম্ তৈরীর একটা কারখানা খুলি? আমি সেই কাজটা অ্যামেরিকায় থাকতে অনেক দিন শিখেছি—আর সেই কাজটাই এদেশে পত্তন করবার জন্যে আমার বিশেষ ঝোঁক—তবে মূলধনের যোগাড় হচ্ছিল না ব'লে কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি।

কালীতারা—তা বেশ সেই কারখানাই খুলুন—কিন্তু সে

কাজটা কম্পিটিশনে করতে হবে—ফিল্ম্ তৈরীর কারখানা এখানে হয়েছে কিনা।

সুবিমল—তা হোক্—তাতে আমার কাজের কিছু ক্ষতি হবে না। যে সব ফিল্ম্ এখানে তৈরী হচ্ছে আমি সে রকম ফিল্ম্ তৈরী করবো না। ইউরোপ আমেরিকায় যে সব ফার্ষ্ট ক্লাস ফিল্ম্ তৈরী হচ্ছে—আমি সেই রকম ফিল্ম্ তৈরী করতে চাই। তার জন্যে ষ্টুডিও তৈরী করতে কিন্তু অনেক টাকার দরকার। তা ছাড়া আর্টিষ্টও তৈরী করে নিতে হবে—আমি থিয়েটারের এক্টর এক্ট্রেস দিয়ে সিনেমার ড্রামা তৈরী করতে চাই না।

কালীতারা—তা ছাড়া অন্য লোক এ কাজে পাবেন কোথা থেকে—আর তারা পারবেই বা কেন ?

সুবিমল—ভাল লোক হলে শিখিয়ে নিলেই পারবে। থিয়েটারের একটরেরা একাজে এলে যেমন সুবিধেও আছে—অসুবিধেও আছে। লেখা কথা মুখে বলার আর্টটার সঙ্গে—মুখভঙ্গী—অঙ্গভঙ্গীর আর্টটাও জড়ান বটে—কিন্তু এদেশে প্রথমটার চর্চ্চা আর উন্নতিই বেশী হয়েছে—দ্বিতীয়টার দিকে তত নজর ছিল না। চলৎচিত্রে দ্বিতীয় আর্টটাই সর্ব্বস্ব—সেটা এদেশে নতুন জিনিষ—শিখতে শেখাতে হবে। পছন্দসই লোক পেলে—নতুন করে শেখানই ভাল। প্রতিভাটা অনেক সময়ে

environmentএই (আবেষ্টনীতেই) সৃষ্টি করে—সেই environment (আবেষ্টনী) তৈরী করে নিতে হবে।

কালীতারা—সে রকম নতুন লোক এ কাজে পাবেন কোথায় ?

সুবিমল—পুরুষ অভিনেতা খুঁজে পেতে দেরী হবে না—তবে স্ত্রীলোক পাওয়া শক্ত বটে—আমি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের নিয়ে প্লে করাতে চাই। সেই জন্যেই থিয়েটারের একটু সদের বাদ দিতে হবে—নৈলে ভদ্রঘরের মেয়েরা আসবেন কেন ? চরিত্রবান্, শিক্ষিত, ভদ্রসন্তানদের দিয়ে প্লে করালে—ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মহিলারা একাজে নামতে পারেন।

কালীতারা—সেটা বড় সহজ বলে বোধ হচ্ছে না। ভদ্র মহিলারা সখের প্লে করতে পারেন—কোনও একটা সৎকাজে টাকা তোলবার জন্যে প্লে করতে পারেন। কিন্তু ব্যবসা হিসেবে যে ষ্টেজে বেরুবেন তা বলে বোধ হয় না।

সুবিমল—ষ্টেজে বেরুতে ঠিক্ হবে না—সেটা নেপথ্যে থাকবে—তাঁদের ছবিটা বেরুবে। অবশ্য যাঁরা স্ত্রীলোকদের সৎপথে থেকে উপার্জ্জন করাটা দোষের বলে বিবেচনা করেন না—সেই রকম enlightened ঘরের স্ত্রীলোক সংগ্রহ করতে হবে।

কালীতারা—আমার সেরকম গোঁড়ামো নেই। আর সেরকম মনের ভাবটাকে আমি কুসংস্কার বলেই মনে করি—কিন্তু তবু কাজটা সহজ বলে বোধ হচ্ছে না।

সুবিমল ক্ষণকাল কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আপনার নিজের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—যদি কিছু মনে না করেন ?

কালীতারা—বলুন না—স্বচ্ছন্দে বলুন।

সুবিমল—আপনার ফুলবাগানে যিনি ফুল তুলছিলেন—তিনি কি আপনার আত্মীয়া ?

কালীতারা—চেলীর কাপড় পরে ? হ্যাঁ ওটী আমার কন্যা।

সুবিমল—আপনি তা হলে ব্রাহ্ম নন—তিনি পূজার ফুল তুলছিলেন কিনা—

কালীতারা—সে তার মায়ের শিবপূজার জন্যে। আমার পরিবার একটু সেকেলে ধরণের—মেয়েকে আমি খুব enlightened (শিক্ষিতা) ভাবেই শিক্ষা দিয়েছি—পড়াশুনো গান বাজনা সকল দিকেই চৌকোস।

সুবিমল—ওঁকে সিনেমা একটিং করতে দিতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

কালীতারা বারেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, একটুও না—কেন বলুন দেখি ?

সুবিমল—ওঁর সেদিকে parts (স্বাভাবিক শক্তি) আছে বলে বোধ হয়। আমি একবার দেখেছি কিন্তু ওঁর কথা বলার সময় facial expression (মুখভঙ্গী) দেখে—pose (অঙ্গভঙ্গী)

দেখে আমার ধারণা—সিনেমা লাইনে সুবিধে পেলে উনি নাম কিনতে পারবেন। ওঁর বিবাহ হয়নি ত?

কালীতারা সচকিতে সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেন বলুন দেখি?

সুবিমল—তাহলে ওঁর স্বামীর মত নেওয়ার দরকার হোত।

কালীতারা যেন একটা সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া সহাস্য-বদনে কহিল, না না—সে ভয় নেই। ওর বিয়ে দিইনি। আমি নাম লেখান ব্রাহ্ম নই বটে—কিন্তু কাজে তাঁদের follow (অনুসরণ) করি। অল্পবয়সে মেয়েছেলের বিয়ে দেওয়া আমি criminal (দণ্ডনীয়) বলে মনে করি। বাঙ্গালী যে আজ dying race—মরণের পথে চলেছে—তার গোড়াই হচ্ছে ঐ বাল্যবিবাহ। স্বরাজ পেতে হলে ঐ বাল্য-বিবাহটা আগে বন্ধ করতে হবে। নইলে আমাদের দেশভক্তিটা কথার কথা।

কালীতারার দেশভক্তির উচ্চ আদর্শ ও তাহার ব্যাপকতা দেখিয়া সুবিমলের মন তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে কহিল, তাহলে কথাটা ভেবে দেখবেন?

কালীতারা—নিশ্চয়ই। আপনি অবসর মত এবার যেদিন এখানে আসবেন—আমি আপনাকে পাকা কথা দেবো।

সুবিমল—তা হলে আসি এখন। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি আজ আপনাকে যথার্থই ভাগ্যবান বলে মনে করছি।

কালীতারা সবিনয়ে কহিল, বিলক্ষণ! আপনার মত শিক্ষিত লোকের সংস্রবে এসে আমারই সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। যাক্—একটু চা টা খেয়ে যান—বেয়ারা!

স্থবিমল—মাপ করবেন—আজ আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি। তার জন্যে আর কি হয়েছে? এই বারে যে দিন আসবো খেয়ে যাবো। আপনার সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হোলো—তখন আপনার বাড়ী আমি নিজের বাড়ীর মতনই মনে করবো। আসি তাহলে।

কালীতারার সহিত করমর্দ্দন করিয়া স্থবিমল সেদিন বিদায় লইল। বাটী হইতে বাহির হইয়া মোটরে উঠিবার সময় স্থবিমলের চক্ষু যেন কাহার সন্ধানে ফিরিতেছিল। কালীতারা তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিল এবং তাহার মুখে একটা সন্তোষের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

(২)

কালীতারা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার গৃহিণী অনুপমা শিবপূজায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছে। অনুপমাকে দেখিলে তাহার বয়স ঠিক করা যায় না—সে যেন অল্পবয়সে বৃদ্ধা হইতে বসিয়াছে—তাহার গৌরবর্ণ দেহ-যষ্টি যেন নত হইয়া পড়িয়াছে। তবু তাহার কেশের তরঙ্গায়িত গতি, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকার বিদ্যুৎদীপ্তি তাহার পূর্ব্ব সুষমার আভাস দিতেছে। তাহার মুখে একটা বিষণ্ণভাব যেন নিরন্তর বাসা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

কালীতারা কহিল, বিনতিকে বায়স্কোপের ছবি তোলার জন্যে প্লে করবার বন্দোবস্ত করেছি—শেখাবার একজন ভাল লোক পেয়েছি।

অনুপমা নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করিল, সে শিখে কি হবে?

কালীতারা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, হবে আবার কি? তুমি যে

কেত্তন গাইতে শিখেছিলে—তাতে হয়েছিল কি ? একটা নতুন আর্ট শিখবে—যেমন গান বাজনা—ছবি আঁকা শিখেছে—সেই রকম আর কি। তোমার দিনকের দিন যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে।

কালীতারার কাছে তাড়া খাইয়া অনুপমা যেন কঠোর স্পর্শে লজ্জাবতী লতার মত নত হইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না—সে সমিনতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনুপমা কালীতারার বিবাহিতা পত্নী নহে। কিন্তু পতি-পত্নী ভাবেই উভয়ে প্রায় দুই যুগ জীবনযাত্রা চালাইয়া আসিয়াছে। কালীতারার শ্বশুর বাটীর পার্শ্বেই দশম বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়া আসিয়া অনুপমা তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছিল। নবজামাতা কালীতারা শ্বশুর বাড়ীতে যাইলে কালীতারার নববধুর সখীভাবে যাইয়া অনুপমা কালীতারার সহিত তাস খেলিত। প্রায় পাঁচ বৎসর সেইভাবে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পর কালীতারার সহিত তাস খেলাই শেষে অনুপমার কাল হইল—কালীতারা তাহাকে কুলত্যাগ করাইয়া পল্লীগৃহ হইতে কলিকাতায় আনিয়া পত্নীভাবে বাস করাইল এবং তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর সংস্রব ত্যাগ করিল—তাহার পুত্র কন্যা হইয়াছিল—তাহাদেরও সংবাদ লইত না। অনুপমাকে সে বিধবা বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা

করিল না। অনুপমা সন্তান-সম্ভবা হইলে একবার সেই কথা জোর করিয়া তুলিয়াছিল। তখন তাহার রূপযৌবনের মোহে কালীতারা আক্রান্ত। সে হিন্দুসমাজে তাহার বিধবাবিবাহের সুবিধা না দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাহার পত্নীবর্ত্তমানে সেই দুর্নীতিকর প্রস্তাবের প্রশ্রয় দেয় নাই। শেষে অনুপমার কামনা আকাশকুসুমেই মিলাইয়া যায়। তাহার পরে সময়ের গতিতে ও মনের অবসাদের তাড়নায় যখন অনুপমার রূপের প্রভাব দ্রুতগতিতে কমিতে থাকে—তখন হইতে অনুপমার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা অনুরোধই—'কেবল ব'লে মুখ নষ্ট'র দশা প্রাপ্ত হয়। আঘাতের পর আঘাতে শেষে অনুপমার অভিমান উদাসীনতায় পরিণত হইয়াছিল। সে আর নিজের জন্য কোনও কথা কালীতারাকে বলিত না, কিন্তু যাহাতে কালীতারাকে জন্মজন্মান্তরে স্বামী ভাবে পায় সেই কামনায় প্রত্যহ ভক্তিভরে শিব পূজা করিত। কালীতারাকে পাইতে গৃহত্যাগ করিয়া সে যে কোনও পাপ করিয়াছে সে ধারণা কখনও ভ্রমেও তাহার মনে উদিত হইতনা—সে জানিত সমাজে না মানিলেও তাহার ইষ্টদেব মহাদেবের চক্ষে সে কালীতারার ধর্ম্মপত্নী। আর কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপও তাহার মনে কখনও স্পর্শ করিত না—সে কালীতারাকে এতই একান্ত মনে ভালবাসিত। সে ভালবাসা প্রতিদানের অভাবে কোনও দিন পরিম্লান হয় নাই।

অনুপমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কালীতারা কহিল, বিনতিকে বোলো—যে শেখাতে আসবে সে যা বলে তা যেন শোনে।

অনুপমা—কে শেখাবে ?

কালীতারা—আজ সকালে যে বিলেতফেরত লোকটী এসেছিল—সেই সুবিমল বাবু।

অনুপমা—বিনতির ওরকম বয়সের অচেনা লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করা কি ভাল হবে ?

কালীতারা—হ্যাঁ হ্যাঁ—তা হবে। ও লোক ভাল—বিনতি ত আর কচি খুকীটী নয়—সাবধানে চলবে। লোকটার যদি কিছু বেচাল দেখে—তখন আমাকে বললে—আমি যেমন ভাল বুঝি তা কোরবো।

অনুপমা সংশয়চালিত চিত্তে সভয়ে প্রতিবাদ করিল—বিনতি যদি রাজি না হয় ?

কালীতারা সদর্পে কহিল, রাজি হবেনা কি হতেই হবে। ঐ লোকটাকে আমি হাতে রাখতে চাই—আমাদের যে কয়লার জমি আছে—তার পাশের জমিটা ও কিনেছে—আর সেই জমিটাতেই ভাল কয়লা আছে—সে খবর আমি পেয়েছি—সে হয়ত জানেনা। ও জমিটা পেলে আমাদের জমির দর দশগুণ বেড়ে যাবে। ওর মাথায় গেছে বায়স্কোপের ছবি তোলার কারখানা খুলবে—আর বিনতিকে শেখালে—সেকাজ ভালই পারবে। সেই সুযোগে যদি ওকে হাতে

রাখতে পারি—শেষে ওর জমিটার দখল পাকে প্রকারে হাতে আনা শক্ত হবে না। এই যে বিনতি এসেছে।

বিনতি প্রশ্ন করিল, কি বলছেন ?

কালীতারা—সিনেমাতে প্লে করা শিখবে ? শেখাবার একজন ভাল লোক পেয়েছি।

বিনতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, না—ষ্টেজে বেরিয়ে সকলের সামনে না দাঁড়ালে ত শেখা হবে না ?

কালীতারা—না সকলের সুমুখে বেরুতে হবেনা—ষ্টুডিওতে শিখবে। সকলে খালি ছবিটা দেখবে—তোমাকে ত দেখতে পাবে না। শিখতে পারলে এর পরে অনেক টাকাও পেতে পারবে।

বিনতি—টাকা নিয়ে আমার কি হবে ? আমি যা চাচ্ছি—তা কি আপনি দিচ্ছেন না ?

কালীতারা—তা যেন দিচ্ছি—তবু স্বাধীন ভাবে—সৎপথে থেকে উপার্জ্জন করার একটা আনন্দ আছে ত ?

বিনতি পুনরায় পিতার মুখের দিকে খর দৃষ্টিতে চাহিল—কিন্তু কালীতারার মুখে তাহার মনের কথার কোনও ইঙ্গিত পাইল না। বিনতি ঠেকে শিখিয়াছে। সে পিতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাহার মাতা অনুপমার মত কালীতারার উপর তাহার স্নেহশ্রদ্ধা কিছুই ছিল না। বিনতির সুরদৃষ্ট তাহার

মাতার অপেক্ষাও অনেক অধিক। বিনতি রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সমস্তই অসাধারণ ভাবে পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্মগত দোষ সমস্তই বিফল করিয়া দিয়াছিল—তাহার জননীর ব্যাভিচারের সামাজিক শাস্তির বোঝা দুর্ব্বহ্ গুরুভারে তাহারই নিরীহ শিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর তাহার পিতা কালীতারা স্বেচ্ছায় শয়তানকে ডাকিয়া আত্মাবিক্রয়ের যে প্রলয় ঝঞ্ঝা তুলিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য কালীতারা যদি বিনতিকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে ধরিয়া নিজে পশ্চাতে না দাঁড়াইত—তাহাহইলে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে নিরয়ে উড়িয়া যাইত—সেই ঝঞ্ঝার রক্তার্ত্ত জ্বালা ইহজীবনের সাথী করিয়া বিনতিকে সংসারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল।

কালীতারা বর্দ্ধিষ্টবংশে জন্মিয়াছিল—পৈত্রিক জমিদারীর আয়ে তাহাদের সংসার সচ্ছলে চলিয়া যাইত—এম, এ বি, এল্ পাশ করিয়া সে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার উপর চিত্রবিদ্যায় তাহার সহজাত প্রতিভা ছিল—সুপথে চলিলে সে চিত্রকলার প্রসাধনেই আপনাকে স্মরণীয় করিতে পারিত—কিন্তু দুরাকাঙ্খা তাহাকে বিপথে টানিয়াছিল। সোপান শ্রেণী একে একে অতিক্রম করিবার বিলম্বে অধীর হইয়া সে বিমানে চড়িয়া এক লহমায় সাংসারিক সাফল্যের ঊর্দ্ধতম নভে আরোহণ করিতে গিয়াছিল। সে নোট জাল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং সেই কর্ম্মে এমন অসামান্য

কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল যে বিশেষজ্ঞেরা তাহাদের গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যেও তাহার জাল নোটে সহজে কোনও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কালীতারা নোট ছাপাইবার নূতনতম যন্ত্র ও সরঞ্জাম এবং সরকারের নোটের কাগজ প্রস্তুতকারীর নিকট হইতে ঠিক সেই কাগজই ইণ্ডেণ্ট করিয়া আনাইয়াছিল—কেবল যাহাদের হাত দিয়া সে সেই জাল নোট চালাইত তাহাদেরই একজনের দুর্বুদ্ধিতায় তাহার সেই কীর্ত্তি অল্পদিনেই ধরা পড়িয়া যায়। অনন্যোপায় হইয়া কালীতারা তাহার প্রধান সহকারী কারিকরকে সেই দুষ্কৃতির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ফলভোগ করিতে সম্মত করাইয়া নিজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল—কিন্তু মূল্যস্বরূপ তাহাকে বিনতিকে বলি দিতে হয়। অন্যমনস্ক অবস্থায় বিনতির ললাটে ভ্রুকুটি দেখিলেই কালীতারার মানস রঙ্গমঞ্চে সেই ট্র্যাজিডির পুনরাভিনয় প্রত্যক্ষবৎ সংঘটিত হইত। সেদিন তাহার জালিয়াতী কীর্ত্তির বাটী সার্চ করিতে আসিয়া পুলিস তাহার বহুমূল্য যন্ত্রাদি বাহির করিয়াছে। কালীতারা তাহার কোটের দুই পকেটে দুইটী গুলিভরা ছ'ঘরা রিভলভার দুই মুষ্টিতে ধরিয়া বালীগঞ্জের একটী পোড়ো বাড়ীতে উৎকণ্ঠিত ভাবে পদচারণা করিতেছে—সে স্থির করিয়াছিল যদি ধরা পড়িতে হয় তাহা হইলে আগে নিজের প্রাণ লইয়া তবে সে তাহার দেহ পুলিসকে স্পর্শ করিতে দিবে। এমন সময় তাহার

দুষ্কৃতির দক্ষিণ হস্ত জটাধর আসিয়া তাহাকে বলিল, 'বাবু আমার একটা কথা রাখবেন ? তাহলে এখনো আপনাকে রক্ষে করতে পারি।'

জটাধর শুধু একজন অদ্বিতীয় সিদ্ধহস্ত কারিকর ছিল না—সে কালীতারার সহযোগী ভৃত্য—ব্লোপাইপের মত অন্তর্ভেদী—ক্ষুরধারের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি—ইস্পাতের মত অটল বিশ্বাসী। কালীতারা সেই ভগ্নকক্ষের বিরল আলোকে বিড়ালের মত চক্ষু জ্বালাইয়া জটাধরের মনের কথা টানিয়া বাহির করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে উন্মত্তবৎ হইয়া প্রশ্ন করিল, কি কথা ?

জটাধর উত্তর দিল, বাবু বেশী কথার সময় নেই—সোজা বলছি—বিনতিকে আমায় দিন—আমি সব ঘাড় পেতে নেবো—আপনার গায়ে আঁচড়টী লাগতে দেবো না। নইলে ধরা না পড়লেও হয় মরতে হবে নয়ত চিরকালটা লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে মরে থাকতে হবে।

কালীতারার জ্বলন্ত চক্ষুর্দ্বয় কোটর হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পকেটের মধ্যে তাহার বৃদ্ধমুষ্টি নড়িয়া উঠিতেই সতর্ক-দৃষ্টি জটাধর বলিয়া উঠিল, এতকাল বুদ্ধি বেচে খেয়ে শেষটা বেকুব হবেন না। বিনতিকে আমি বিয়ে করতে চাইছি।

কালীতারা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তুই বেটা কামারের ছেলে—বামুনের মেয়েকে বিয়ে করবি !

জটাধর বিনা সঙ্কোচে উত্তর দিল, বামুনের মেয়ে কে বাবু! অন্ধকার পক্ষে কি জাতবিচার আছে?

কথাটা কালীতারার অন্তরে হান্টিং চাবুকের জ্বালা টানিয়া গেল। তাহার স্মরণে আসিল বিনতি বয়ঃস্থা হইলেও কালীতারা যে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার প্রধান কারণ—পাছে ঘটকেরা তাহার সহিত অনুপমার অবৈধ সম্বন্ধের কথা বাহির করিয়া সেই 'পুরাণ কাসুন্দী ঘাঁটিয়া' তাহার বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট করে। বিশ্বাসী অনুচর জটাধরের কাছে কালীতারা নিজেই সেই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করিয়া একদিন বিনতিকে পার করিবার দুর্ভাবনার ভার লাঘব করিয়াছিল। অনুপমা একদিন তাহাকে বলিয়াছিল—জটাধর আপনার-জনের মত বাটীতে আসে বটে, কিন্তু বিনতির দিকে তার নজরটা ভাল বলে বোধ হয় না—অনুপমা সাবধান করিয়া দিলেও কিন্তু জটাধরকে বাটীতে আসিতে নিষেধ করিবার সাহস কালীতারার হয় নাই—সে এতই জটাধরের মুষ্টির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। সে কথাও চকিতে কালীতারার মনে পড়িয়া গেল—অনুশোচনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল—ক্রোধে তাহার মুখে কথা বাহির হইল না।

জটাধর বলিল, প্রাণের চেয়ে আর কিছু বড় আছে ওস্তাদ?

সে কথা স্বার্থসর্বস্ব কালীতারার প্রাণের তারে সাড়া তুলিল।

তাহার বিচলিত ভাব—মনের উত্তেজনা—উচ্চগ্রাম হইতে নামিয়া আসিল—সে ডুবিবার সময় তৃণ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তুইত জেলে যাবি—বিয়ে করে কি হবে?

জটাধর উত্তর দিল—যে কদিন তাকে নিজের বলে পাই—তাতেই খুসী। আমার কথার নড়চড় নেই তা জানেন ত? যদি রাজি হন ত এখনি সে কাজ সারতে হবে। আমার সব যোগাড় ঠিক্ আছে।

কালীতারা মরিয়া হইয়া বলিল, চল্।

সন্ধ্যার অন্ধকারে উভয়ে বাহির হইয়া—সুঁড়ার একটী কুটীরে—যেখানে কালীতারা অনুপমা ও বিনতিকে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল—সেই খানে যাইল। জটাধর অল্পক্ষণ পরেই কোথা হইতে একজন অন্ধ ব্রাহ্মণকে সেইখানে আনিয়া হাজির করিল। কালীতারা প্রথমে তাহাদের অভিপ্রায় গোপনে অনুপমার কাছে প্রকাশ করিল। অনুপমা প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কালীতারার পায়ে ধরিল। কিন্তু কালীতারা যখন বলিল—'তাহলে মেয়েকে নিয়ে তুমি যেখানে দুচোক চায় যাও—আমি ধরা দিয়ে দীপান্তরে যাবো না—আমার ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে,—এই বলিয়া তাহার পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিল। অনুপমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া—'তোমার যা ইচ্ছে করগে' বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত মুখে সেই খোলার ঘরের মাটির মেঝেয়

উপুড় হইয়া পড়িল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। পাশের চালা ঘরে বিনতি ঘুমাইতেছিল। জটাধর ও অন্ধ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কালীতারা সেই চালাঘরে গিয়া বিনতিকে উঠাইল এবং সেই অন্ধের সাহায্যে জটাধরের সহিত বিনতির উদ্বাহ প্রহসন অভিনয় করাইল।

বিনতি সবিস্ময়ে উঠিয়া পিতার চিন্তাক্লিষ্ট ত্রস্তভাবে শঙ্কিত হইয়া বিনা বাক্যে পিতার আদেশ পালন করিল। তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিলেও সে তখনও মন্ত্রপাঠের গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পিতা যে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত এবং সেই বিপদের সঙ্গে জটাধরের সহিত তাহার একত্রে বসিয়া অন্ধ ব্রাহ্মণের মন্ত্র বা মন্ত্রের অপভ্রংশ উচ্চারণের কি একটা বিভীষিকাময় সংযোগ আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কেবল পিতার সশঙ্ক কঠোর অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। সে তখনও অনুপমার দুর্ভাগ্যের কথা—সে যে কালীতারার জারজ সন্তান—তাহা জানিত না। কালীতারা তাহাকে স্নেহ যত্ন আন্তরিক ভাবে করে কিনা তাহা না জানিলেও, কালীতারা যে তাহার ভরণ পোষণে, বসন ভূষণে, শিক্ষায় ও আনন্দ বিধানে, অকাতরে ধনীর মত ব্যয় করিয়া আসিয়াছে—তাহা বিনতির অগোচর ছিল না। সেজন্যও সে কালীতারাকে পিতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিত—ভয় করিত। পিতাকে সদাই কর্ম্মে ব্যস্ত—অবসর অভাবে তাহাকে আদর যত্ন দেখাইতে পারে না—ইহাই

জানিত, কিন্তু সে যে তাহার জননীর কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং নিজে যে একজন নীতি-ধর্ম্ম-ন্যায় বিবর্জ্জিত বেপরোয়া লোক তাহা জানিত না। সেই জন্য পিতা যে আত্মরক্ষার জন্য কন্যার ইহ-পরলোক জলাঞ্জলি দিতে পারে এ সন্দেহ বিনতির মনে উঠে নাই। কিন্তু যখন জটাধর তাহার হাত ধরিয়া অন্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া গাড়িতে উঠিতে বলিল, এবং সে সময়ে তাহার মাতা নিকটে আসিল না তখন সে আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল। কালী-তারা ছুটিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল 'চুপ্ চুপ্—যেখানে নিয়ে যাচ্ছে যাও—কথা না শুনলে—আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে—তোমাকে নিয়ে তোমার মাকে নয় ভিক্ষে করে খেতে হবে—নয় পথে বেরুতে হবে। আমি কি বিপদে পড়েছি তা বুঝতে পারছ না? ১৫ দিন বাদে আবার ফিরে আসবে—যাও গোল কোরো না।' পিতার ভীতিকাতর কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া বিনতি তাহার মনের শঙ্কা ক্ষোভ মনেই চাপিয়া, সেকালের ইফিজিনিয়ার মত আত্মবলি দিতে বুক বাঁধিয়া আঁধারে রক্ষিত ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিল। সেই গাড়ীতেই অন্ধ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া জটাধর আসিয়াছিল।

জটাধর কালীতারার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিল ১৫ দিন পরে সে বিনতিকে সেইখানে ফিরাইয়া দিয়া গিয়া নিজেই পুলিশে ধরা দিবে। সেই কয়দিন কালীতারাকে সাবধানে লুকাইয়া থাকিতে হইবে।

তাহাই হইল। পনর দিন পরে বিনতিকে পিতামাতার কাছে রাখিয়া গিয়া জটাধর কৌশলে আপনাকে ধৃত করাইল ও নিজের স্কন্ধেই সমস্ত দোষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এবং তাহার প্রমাণ দিয়া আদালতের বিচারে সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাস ভোগ করিতে যাইল।

বিনতি সেই পনর দিনে পনর বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেন আর এক বিনতি হইয়া আসিল। জটাধর মাতাল ছিল না কিন্তু সেই পনর দিন সে মদে ডুবিয়া দানবত্ব পাইয়া বিনতিকে অসহ্য যাতনাময় নরকবাস করাইয়াছিল—বিনতি সেই যাতনার অপমানের ছাপ ইহজীবনের জন্য মনে গাঁথিয়া আনিল, আর সেই সঙ্গে দানব প্রদত্ত অবাধ্যতার শাস্তির স্থায়ী চিহ্ন—তপ্ত কলিকার ছেঁকা—অঙ্গে দাগিয়া আনিল।

মদের ঝোঁকে ও বিনতির অবাধ্যতায় রাগের মুখে জটাধর বিনতিকে তাহার জন্মের ইতিহাস শুনাইয়া দিয়াছিল।

বিনতি আর তাহার মাতা ও পিতাকে পূর্ব্বের চক্ষে দেখিল না। মাতার দুর্ব্বলতায় সে লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য সহানুভূতিতে ও করুণায় তাহার নারী-হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল—দুঃখিনী মাতাকে সে কৃপার চক্ষে দেখিতে লাগিল। কিন্তু পিতাকে সে তাহার মাতার অধোগতির ও নিজের জন্মগত দুরদৃষ্টের মূল এবং দুর্গতির কারণ জানিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নিঃশেষে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া-

ছিল। পিতার ঋণ সে সুদশুদ্ধ পরিশোধ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং আর তাহার স্নেহ কৃতজ্ঞতার উপর পিতার তিলমাত্র দাবী নাই। পক্ষান্তরে পিতাই তাহার সকল দাবী পূরণ করিতে সাধ্যমত বাধ্য ইহা স্থির করিয়া সে দাবী আদায় করিতে সে অতঃপর কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। অন্ততঃ সাত বৎসরের জন্য সে নিশ্চিন্ত। এই সাত বৎসর সে অবাধে জগতের দেয় সুখ সম্পদ আনন্দ উৎসব নির্ভাবনায় ভোগ করিবে, তাহার পরে জটাধর জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি তাহার উপর প্রভুত্বের দাবী করে, সে দাবী পূরণ করিতে সে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ কিছুতেই বাধ্য নহে—সে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে সে তাহার ইহজীবনের জন্ম-বিড়ম্বনা হইতে আপনাকে নিঃসঙ্কোচে মুক্ত করিবে—সে জন্য যদি কোনও পাপ হয়, সে পাপ হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে তাহার ভাগ্য-বিধাতাই বাধ্য। বিধাতার যদি সে ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে হয়ত সে সমস্যা উপস্থিতই হইবে না—তাহার সহিত জটাধরের পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে একজন হয়ত ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে—সাত বৎসর অনেক দিনের কথা।

মনকে এইভাবে প্রবোধ দিয়া বিনতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিয়া নূতন ভাবে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিল। কালীতারা তাহার দুষ্কৃতি-লব্ধ অর্থে ব্যবসায় করিয়া বৈধ ও অবৈধ সকল বিধ উপায় নির্ব্বিকারে গ্রহণ করিয়া, ধন-

বানের অবস্থা গড়িয়া লইল এবং সেই ধন-সম্পদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনুপমা ও বিনতির সহিত বণ্টন করিয়া উপভোগ করিতে কার্পণ্য করিল না। ফলে বিনতি ধনী-কন্যার মতই লালিতা পালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছিল—সে তাহার মনের শক্তিতে পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয় হইতে প্রায় নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া আবার যেন সেই বালিকা বয়সের সরল আনন্দ ফিরিয়া পাইয়াছিল এবং জগৎকে আবার সত্য-শিব-সুন্দরের স্বপ্নরাজ্য বলিয়া হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটাইবার পর যখন সে পূর্ব্ব কথা সুদূর অতীতের দুঃস্বপ্ন বলিয়া প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছিল সেই সময়ে তাহার সুবিমলের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

(৩)

বিনতি কালীতারার সেই প্রস্তাবের গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধভাবে কহিল, না বাবা টাকা রোজগারের জন্যে ও কাজ শিখে আমার দরকার নেই—টাকা নিয়ে আমি কি করবো—আপনি যা দিচ্ছেন তাই ঢের।

টাকার কথা উঠাতে একটী অপ্রীতিকর স্মৃতি কালীতারার মনে আসিল। জটাধরের জেল হইলে—সরকার তাহার নোট জালের মূল্যবান প্রেস ও সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করিয়া নিলামে বিক্রয় করিয়াছিল। কালীতারা জটাধরের পক্ষে আবেদন করিয়া সরকার পক্ষের আইনের ভুল বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল—যে ধারায় জটাধর অভিযুক্ত হইয়াছিল সে ধারায় তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার সরকারের কোনও অধিকার নাই। ফলে আইনের কূটতর্কে সরকার পক্ষকে পরাস্ত করিয়া কালীতারা সেই নীলামের টাকা জটাধরের স্ত্রীর নামে আদায় করিয়া লইয়াছিল। বিনতির নামে সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখিবার প্রস্তাব করিলে বিনতি বলিয়াছিল—'ও টাকা নিতে হয় আপনি নিনগে—আমার নামে রাখবেন না—আমি না খেতে পেয়ে মরে গেলেও

ও টাকার একটা পয়সাও কখনো নেবো না।' অগত্যা কালী-তারা সেই অর্থ নিজেই লইয়াছিল।

সে দিন বিনতির উত্তরে কালীতারার সেই পূর্ব্ব কথা মনে আসিল। সে কথা ঘুরাইয়া লইয়া কালীতারা কহিল, তা না হোক একটা নতুন আর্ট শেখা ত হবে? শকুন্তলার **tableau vivant** (মূক অভিনয়) দেখে সেবার সুখ্যেত করেছিলে—এতে তার চেয়ে ঢের ভাল আর্ট দেখাতে পারবে, অথচ সকলের সুমুখে বেরিয়ে প্লে করতে হবে না—লোকে কেবল ছবি দেখেই তারিফ্ করবে।

কি উদ্দেশ্যে কালীতারার সেই অনুরোধ তাহা বিনতি বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটা যে অন্য উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে বিনতির সন্দেহ ঘুচিল না। সে জেরা করিল—সিনেমার প্লে করার ত আমি কিছুই জানি না—পারবো কি না তারও ঠিক নেই—তখন শুধু শুধু খেটে কি হবে?

কালীতারা—যিনি শেখাবেন তিনি বলেছেন তুমি পারবে। তাঁরা ওস্তাদ্—একবার দেখলেই বুঝতে পারেন।

বিনতি—তিনি আমাকে দেখলেন কি করে?

কালীতারা—যাঁর সঙ্গে তুমি সকালে কথা কচ্ছিলে—

বিনতি সচকিতে কহিল, যিনি হ্যাটকোট পরে এসেছিলেন?

কালীতারা—হাঁ তিনিই—সুবিমল বাবু—বিলেতে ৭।৮ বছর ছিলেন—অ্যামেরিকা, জার্ম্মাণি সব ঘুরে এসেছেন।

বিনতি—তিনি কি এই সিনেমা ফিল্ম্ তোলা শিখতেই গিয়েছিলেন না কি ?

কালীতারা—না ফিল্ম্ এক্সপার্ট ছাড়া কাচের কাজের, দেশলাই তৈরীর আরও অনেক রকম ইণ্ডাষ্ট্রীর এক্সপার্ট হয়ে এসেছেন। তবে বায়স্কোপের ছবি তোলার ওপরই তাঁর এখন বেশী ঝোঁক দেখছি। বলেন তুমি খুব ভাল প্লে করতে পারবে।

বিনতি—শেখাবেন কোথায় ?

কালীতারা—এর পরে ষ্টুডিও তৈরী করবেন—এখন কি করে শেখাবেন—কোথায় শেখাবেন তার কিছু ঠিক্ হয় নি। তুমি রাজি আছ কি না সেই-টে জানলে তার পরে তাঁকে সে সব ঠিক করতে বলবো। তুমিই না হয় জিজ্ঞেস কোরো। লোকটী এদিকে খুব ভাল বলেই শুনেছি—তাই মেশামিশি করতে দিচ্ছি। নিজে সাবধানে থাকবে—আর যদি কিছু বেচাল দেখো আমাকে বোলো। তবে লোকটী যাতে সন্তুষ্ট থাকে আমি এই চাই। ওকে আপনার-জনের মত—যাতে আমাদের বন্ধু বলে ভাবে—তাই করতে চাই।

বিনতি সন্দিগ্ধ-নয়নে কালীতারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কালীতারা তাহার উদ্দেশ্য ভাঙ্গিল না—পরন্তু প্রশ্ন করিল, কি বলো—রাজি আছ ? আজ কালের মধ্যেই আবার আসবেন—আমাকে পাকা কথা দিতে হবে।

বিনতি মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা।

কালীতারা—বেশ, তা হলে একটা কথা বলে রাখি—আমি ওঁকে বলে ফেলেছি তোমার বিয়ে হয়নি—তুমি যেন অন্য কিছু বোলো না।

বিনতি অপ্রীতির স্বরে কহিল—ও কথা উঠলো কেন?

বিনতির মুখ সহসা লাল হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা লক্ষ্য করিয়া কালীতারা কহিল, নইলে শেখাতে রাজি হতেন না—বলতেন স্বামীর মত চাই। আর তুমি সিঁদুর পর না—অথচ ব্রাহ্মও নও—কাজেই তিনি নিজেই ঠিক করেছিলেন তুমি আইবুড় আছ।

সিন্দুরের কথায় বিনতির মুখে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিল—সে 'আচ্ছা' বলিয়া কক্ষান্তরে যাইল।

কালীতারা নিজেই স্থবিমলকে বলিয়া আসিল—তাহার কন্যাকে সিনেমা প্লে শেখাতে দিতে সে সম্মত আছে—কন্যাকে সে কথা বলিয়া রাখিয়াছে।

পর সপ্তাহে এক রবিবারে আহারাদির পরে আসিয়া স্থবিমল বিনতিকে সংবাদ পাঠাইল, সে তাহার সহিত দেখা করিতে চাহে। কালীতারা তখন বাটীতে ছিল না।

বিনতি আসিতেই স্থবিমল চেয়ার হইতে উঠিয়া কৈফিয়ৎ দিল, কালীতারা বাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন, যেদিন যখন আমার স্থবিধে হবে, আপনার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারি—আজ আর কোনো বিশেষ কাজ ছিল না তাই এলুম—কিন্তু

এমন সময় এসে আপনার কাজের কিছু ব্যাঘাত করলুম না ত? কালীতারাবাবুও ত শুনলুম বাড়ীতে নেই।

বিনতি সহাস্যবদনে তাহাকে আশ্বস্ত করিল, না না—আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না—আমি এখন ফ্রী—আপনি বসুন।

সুবিমল চাহিয়া দেখিল বিনতির পরিধানে একখানি গিলা দিয়া চুনট করা মিহি কালাপাড় শাটী—গায়ে সরুচিকনের পাড় দেওয়া টাইট হাফ্-হাতা আদ্দির ব্লাউজ্—পায়ে বার্ণিজ শ্লীপার—কুঞ্চিত কেশরাশি আলুলায়িত—সম্মুখে ঈষৎ বাঁকা সীঁথে কাটা। মনিবন্ধে গিনি সোণার সূক্ষ্মতারের গথরি চুড়ী—কাণে দুইটী উজ্জ্বল পান্নার টাপ—চটীর ব্যাণ্ডের প্লাশ্ কাপড়ের সবুজ রংএর সঙ্গে যেন রং মিলান। কণ্ঠে একগাছি সরু মুক্তারকণ্ঠি ও সরু পালিস করা গার্ড চেন। সেই সাদাসিধা বেশও এমন পরিপাটীভাবে সে পরিয়াছে—যে তাহাতেই যেন তাহাকে কত সুসজ্জিতা দেখাইতেছিল। সে সদ্যস্নাতা হইয়া আসিয়াছিল—তাহার কেশ তৈলের মৃদু সৌরভে কক্ষ আমোদিত হইতেছিল।

সুবিমল চেয়ারে বসিয়া বিনতিকে কহিল, আপনিও বসুন।

বিনতি স্মিতাননে বলিল, আমাকে আপনি না বলে তুমি বলতে পারেন।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, বয়সে বড় হোলেই কি মান্য করে

কথা কইতে হয়? আপনি নারী—মর্য্যাদায় বড়—আমাকে 'আপনি' বলেই কথা বলতে দেবেন।

বিনতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—সে চকিতে প্রকৃতিস্থা হইয়া উত্তর দিল, আচ্ছা সেই ভাল—আপনি আমাকে 'আপনি' বলে ডাকবেন আর আমি সেই মান্যটা নারীজাতির প্রতিভূ হয়ে গ্রহণ করবো! তবে 'তুমি' বলে ডাকলেই বোধ হয় ঠিক হোত। সে যাক—আপনার হাতে ও বইখানা কি?

সুবিমল—যা আপনাকে শিখ্‌তে হবে তারই একখানা প্রথম শিক্ষার বই। আপনি পড়েছেন কত দূর?

বিনতি—তা—বেথুন কলেজে বিএ ক্লাশ অবধি পড়েছি।

সুবিমল—তা হলে বইখানা রাখুন—পড়লে নিজেই বুঝতে পারবেন।

বিনতি—নিজে পড়ে শিখতে গেলে দেরী লাগবে যে ঢের—আর ঠিক শেখাও কি হবে? আমাকে প্রথমে যিনি গান বাজনা শেখাতে এসেছিলেন—তিনি একখানা স্বরলিপির বই এনে তাই দেখে অভ্যাস করতে বলে ছিলেন। তাঁর কাছে কিন্তু আমার শেখা হয়নি। তিনি ছমাসে যা শিখিয়ে ছিলেন অন্য একজন মাষ্টার ছদিনে তার চেয়ে বেশী শিখিয়ে ছিলেন।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, আমাকে গোড়া থেকেই তাড়িয়ে দেবার বোধ হয় দরকার হবে না। শেখাবার আগে—যতদিন না ছবি তোলবার ষ্টুডিও হয়—সরঞ্জাম লোক জন এই সব

যোগাড় হয়—আর সে কাজটা যে খুব তাড়াতাড়ি হবে তার সম্ভাবনা খুব অল্প—ততদিন অন্ততঃ আপনাকে গড়ে তোলবার গোড়া পত্তনটা করে রাখি। ফিল্ম্ productionএর (তৈরীর) খানকতক elementary (প্রাথমিক) বই এনে পড়তে দি, আর কতকগুলো ভাল ভাল সিনেমা একটর একট্রেসদের character actingএর (চরিত্র অভিনয়ের) কায়দা study (শিক্ষা) করিয়ে আনি। একখানা ভাল ড্রামার প্লে আছে দেখতে যাবেন? কালীতারা বাবু আমাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন বলেই বলছি।

বিনতি—কোন থিয়েটারে—আমাদের বাঙ্গালী টোলায় ?

সুবিমল—না বাঙ্গালী পাড়ায় যে সব ফিল্ম্ দেখান হয় তার বেশীভাগই জন মজুরদের, ছেলে ছোকরাদের আর অশিক্ষিত লোকেদের জন্যে—serialএর জিমনাষ্টিক, আজ্গুবি কাণ্ড, speetacular (জমকাল দৃশ্য), ফষ্টি নষ্টি—এই সব। ভাল ভাল character acting (চরিত্র অভিনয়) দেখতে হলে সাহেব পাড়ায় যেতে হবে। যে ফিল্ম্টা দেখবার কথা বলছি সেটা পিক্চার প্যালেসে হচ্ছে। বেলা থাকতে দেখে আসতে চান ত তিনটের সময় যেতে পারেন। তবে সে সময়টায় মাঝে মাঝে দরজা খুলে আলো এসে দেখবার কিছু অসুবিধা হতে পারে। ছটার সময় গেলে ভাল দেখবেন—কিন্তু বাড়ী ফিরতে ৮টা—৮॥টা রাত্রি হয়ে যাবে।

বিনতি—তা আপনি যখন বলেন যেতে পারি—ছটার সময়ই না হয় যাওয়া যাবে। সরকার মশায়কে সঙ্গে করে না হয় যাবো—আপনি সেখানে থাকবেন ত?

সুবিমল—বলেন ত আমি যাবার সময় আমার মোটরেই আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি—রেখেও যেতে পারি।

বিনতি—আচ্ছা আপনার অসুবিধে যদি না হয়, তাই করবেন।

সুবিমল—কাল ৫॥টার সময় আসবো, এখন আসি তা হলে।

যথা সময়ে পরদিন সুবিমল আসিয়া বিনতিকে বায়স্কোপ দেখাইয়া আনিল। তাহার পরে পিকচার হাউস, পিকচার প্যালেস, অপেরা হাউস, এম্পায়ার থিয়েটার—যেখানে কোনও নূতন ও প্রশংসিত ফিল্ম্ দেখান হইত সুবিমল তাহা বিনতিকে দেখাইয়া আনিত। এইরূপে ছয়মাস ধরিয়া প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন আসিয়া সুবিমল বিনতিকে চলৎচিত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটকের মূক অভিনয় দেখাইয়া দিল। সেই উপায়ে বিনতি ষড়রিপুর প্রত্যেকটীর বশীভূত কোনও না কোনও সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীর চরম অভিনয় দেখিয়া আসিল—হর্ষ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, ভয়, ভক্তি, প্রেম, প্রতিহিংসা, আশা, নিরাশা, উৎসাহ, অবসাদ প্রভৃতির ভাব ব্যঞ্জনা কোনও কোনও নির্ব্বাক-অভিনয় শিল্পি এরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া তুলিত যে বিনতি ভুলিয়া যাইত উহা বাস্তব নহে—

অভিনয়। মুখ-ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যে, চলাফেরার বিশেষত্বে, অঙ্গ-চালনার খুটিনাটিতে মানবমনের অব্যক্ত ক্রিয়া কলাপ, গভীরতম আলোড়ন বিলোড়ন, সূক্ষ্মতম ব্যতিক্রম—কিরূপ স্বাভাবিক অথচ সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে তাহার রহস্য কোনও কোনও দিন সুবিমল বিনতিকে বুঝাইয়া দিত এবং বিনতিও এক একদিন কোনও দুরূহ ভূমিকার অভিনয় হুবহু নকল করিয়া সুবিমলকে চমৎকৃত করিত। বস্তুতঃ বিনতির অভিনয় শিল্পের গূঢ় রহস্য আয়ত্ব করিবার অসামান্য শক্তি দেখিয়া সুবিমল তাহার প্রস্তাবিত চলৎচিত্র প্রস্তুতের কারখানার সাফল্য বিষয়ে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দৈনন্দিন সাহচর্যে বিনতি যখন বুঝিল সুবিমলের ভদ্রতা অকৃত্রিম—জন্মগত এবং তাহার মনের নৈতিক আদর্শ উচ্চতম গ্রামে বাঁধা, তখন বিনতির ব্যবহারের কৃত্রিমতা, কথা বার্ত্তার পোষাকি আড়ষ্ট ভাব—স্বতঃই সরিয়া গেল। বিনতি সরলশ্রদ্ধার সহিত অবাধে সুবিমলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। পিতার প্রকাশ্য আদেশের পশ্চাতে যে কুটিল বিভীষিকাময় কঙ্কাল লুক্কায়িত আছে, তাহা অন্তরে বুঝিয়া সে কখনও কখনও ত্রস্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু সুবিমলের কোনও অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিলেই সে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবে—তাহার এই দৃঢ় সংকল্প সুবিমলের সহিত ব্যবহারের কোনও ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে নাই।

এক একদিন বিনতি অনুরোধ করিয়া সুবিমলকে আহার করাইত—টেবিলেই খাইতে দিত। বাটীর পাচক ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচী ভাজা তরকারি—দৈবাৎ কোনও দিন মাছের কালিয়া বা মাংসের কারি, চপ, কাটলেট্ প্রস্তুত থাকিত—তাহাই দিত। সে একদিন সুবিমলকে ঐরূপভাবে আহার করাইবার সময় বলিল, দেখুন নিজে রেঁধে খাওয়াতে পারিনি বলে কিছু মনে করেবেন না। এখনকার উপন্যাসে দেখি সেইটাই চলন—ষ্টোভে রেঁধে হঠাৎ খাওয়ান। কিন্তু ষ্টোভে রান্না—অন্য কোনে উপায় থাকলে নিজেরা খাইনা—কাজেই আপনাকে খাওয়াতে চাই না। তারপর উনুন ধরাতে, ময়দা মাখতে বেলতে, বাটনা বাটতে হবে। এক একদিন উনুন ধরাতে—বিশেষ বর্ষারদিনে—ঝিকে যে নাকের জলে চোকের জলে হতে হয় তাই দেখে মনে হয়—ঔপন্যাসিক মশায়দের সেইটি দেখিয়ে দিয়ে তাঁদের নায়িকাকে দিয়ে কথায় কথায় রান্না করে খাওয়ানর ভুল ভাঙ্গিয়ে দিই।

সুবিমল হাসিয়া উত্তর দিল, আপনাকে রাঁধতে হবে না—পরিবেশন করছেন নিজের হাতে—তাইতেই ঠাকুরের রান্না মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

বিনতির মুখে সে কথায় ভাবান্তর আসিল—সে বলিল দেখুন—মিছে compliment (স্তুতিবাদ) দেবেন না।

রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিলেও স্বরবৈচিত্র্যে চকিত হইয়া

বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া সুবিমল গম্ভীর ভাবে কহিল, মাপ করবেন।

সেদিন আর গল্প জমিল না। আহার শেষ করিয়া সুবিমল বিদায় লইল।

(৪)

অনাহূতভাবে মধ্যে মধ্যে সুবিমল তাহার বাটীতে আহার করিয়া যায় শুনিয়া, সেই ঘনিষ্টতায় প্রীত হইয়া একদিন কালী-তারা তাহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, কিন্তু নিজে যথা সময়ে আহার করিয়া কোনও জরুরী কাজের ওজর করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে দিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল—বেলা দশটার পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ঠিক কখন আহার প্রস্তুত হইবে তাহা সুবিমলকে বলা হয় নাই, সেই হেতু দশটার পর প্রতিক্ষণে তাহার আগমনের প্রতীক্ষায়—তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—বিনতি ড্রয়িং রুমে বসিয়াছিল। ঘণ্টাধিক কাল একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলে রক্ষিত এল্‌বামে দেশ বিদেশের জল প্রপাতের ফটো দেখিতে দেখিতে সে টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন সে একখানি রক্তজবা-বর্ণের লাল পাড় ক্রীম রংয়ের রেশমী সাড়ী ও সেই কাপড়েরই জ্যাকেট পিসের বডি পরিয়াছিল। তাহার মনিবন্ধের চুণী-মুক্তার চুড়িতে ও কণ্ঠের মুক্তাহারে সংলগ্ন মুক্তা-

পাতি বেষ্টিত পদ্মরাগ মণির লকেটে এবং মুক্ত চরণ যুগলে অলক্তক রাগের সহিত কাপড় ও জামার রঙে পাড়ে মিলিয়া পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহার এলো খোঁপা বাঁধা ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম হইতে বিচ্যুত কয়েক গুচ্ছ চূর্ণকুন্তল বর্ষাবায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া, তাহার কপোলে প্রস্ফুটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাবিন্দুর মত স্বেদ কণাগুলি মুছাইয়া দিতেছিল। তন্দ্রাবেশে দৃষ্ট সুস্বপ্নের মৃদুহাসি তাহার বিম্বাধরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সহসা ভীতা চকিতা হইয়া ক্রন্দনের স্বর তুলিয়া সে জাগিয়া উঠিল।

চক্ষু মেলিতেই সে দেখিল, সম্মুখের চেয়ার হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুবিমল ব্যগ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি হয়েছে—স্বপ্নে ভয় পেয়েছেন নাকি ?

বিনতি ক্ষণকাল বিমূঢ়ার মত বিহ্বল-দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টি নত করিল। পরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?

—আধঘণ্টা হবে—ঘুমের ঘোরে প্রথমটা চিনতেই পারেননি বুঝি ?

—বেশ বদলেছেন যে।

—কেন বিশ্রী দেখাচ্ছে বুঝি ?

সেদিন সুবিমল গরদের সরু কল্কাপাড় ধুতি, গরদের গাউন

পিসের পাঞ্জাবী ও চাদর এবং রুপালি জরির কাজকরা সাদা সাটিন চামড়ার লপেটা জুতা পরিয়া আসিয়াছিল।

বিনতি উত্তর দিল, বিশ্রী কেন হবে? ভালই দেখাচ্ছে—ব্রাহ্মরা ত ঐ পোষাক বরের বেশ বলে পছন্দ করে নিয়েছেন।

বাক্য-স্রোত অন্য খাতে বহাইবার জন্যই যেন সুবিমল কহিল, অন্যদিন চুনোগলির টাঁ্যাসের পোষাকে দেখেন, আজ জাতীয় বেশে দেখছেন—অন্যরকম দেখাবারই কথা। আপনারও যে আজ পট্টবস্ত্র নগ্নপদ দেখছি।

বিনতি হাসিয়া বলিল, আজ ভাত খাবেন যে—তাই রাঁধুনী সেজেছি।

সুবিমল ক্ষণকাল বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া বাধ বাধ কণ্ঠে কহিল, আপনি যে সত্যি কথা বল্‌লে সময়ে সময়ে রাগ করেন—নইলে একটা কথা বলতুম।

বিনতি নিরুৎসাহ ভাবে কহিল, কি বলতে চান বলুন না।

সুবিমল মৃদুস্বরে যেন মনের চিন্তা মুখে আনিয়া কহিল, আপনার পছন্দ চমৎকার—বেনারসী, ঢাকাই, পার্শী, মাদ্রাজী হরেক রকম কাপড়ে লেশ, জরি, কাঁচ-কাটি দেওয়া রেশমী, সুতী, পশমী—বাহারী, সাদাসিদে—নানারকম পোষাকে আপনাকে দেখলুম। আপনি যা পরেন তাতেই আপনাকে মানায়। কিন্তু—কিন্তু—কথাটা বলে ফেলি—মাপ করবেন—সেই প্রথম যে দিন আপনাকে চেলীর কাপড় পরে ফুল তুলতে দেখেছিলুম—আর

আজ এই যা দেখছি—এত সুন্দর বুঝি আপনাকে আর কোনো বেশে মানায়নি। হয়ত এটা আমার জন্মগত কুসংস্কার—ব্রাহ্মণ কন্যার কৌলিক বেশ বলেই হয়ত আমার চোখে এ রকম লাগছে। আমি নিজে একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কুসন্তান সেটা আপনি জানেন না বোধ হয়?

ব্রাহ্মণ কন্যার কুলের কথা উঠিতেই বিনতির গণ্ডদ্বয়ের স্বাভাবিক লালিমা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—সুবিমল নিজের কথা পাড়িতে বিনতি আত্মসম্বৃতা হইয়া মৃদু অনুযোগের সুরে কহিল. কুসন্তান বলে আত্মগ্লানি করছেন কেন?

—অনাচারী কুলত্যাগী—এই আর কি।

—কেন আপনি কি নাম লিখিয়ে ব্রাহ্ম হয়েছেন, না খ্রীষ্টান হয়েছেন? তা ত হননি—তবে অমন কথা বলছেন কেন?

—তা হইনি বটে, কিন্তু শিক্ষার জন্যে বিদেশে গিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছি—সাহেব সেজেছি।

—তাতে কি এতই দোষ?

—সেটা না হয় আপনি বুঝলেন—আমি বুঝলুম—যে যথেচ্ছাচারী হবার জন্যে—কি শিক্ষা সভ্যতার গর্ব্বে আমি এ সব করিনি। সাহেব না সাজলে কাজ কর্ম্মের সুবিধে হয় না—বিদেশে গিয়ে শিক্ষাই বিফল হয়ে যায়—তাই সাহেব সাজি—আর এখানে এসে নেহাৎ বাধ্য না হলে আমি মাংসই খাই না তা অখাদ্য! নিরামিষই আমি ভালবাসি—সেটাও আমার বোধ হয় জন্মগত

দোষ বা গুণ—যাই হোক। কিন্তু আমার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! তিনি আমার বিলাত যাওয়ার দোষটা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না—তাঁর ত্যজ্য হয়েই বোধ হয় আমাকে চিরকালটা থাকতে হবে। তবে মা আমার ভগবতীর মত ক্ষমাশীলা—তাঁর চোখে আমি যত দোষই করি না—সেই সুবিমলই আছি। বাবার অবাধ্য হতে চান না বলেই তিনি আমাকে ঘরে নিতে—কোলে টানতে পারছেন না।

—আপনি এমন শিক্ষিত হয়ে এসেছেন—কত রোজগার করবেন—বাপের কত বড় সহায় হতে পারবেন—এটাও কি তিনি উপেক্ষা করেন?

—তা করেন বৈ কি। তাঁর আমি কি উপকারে আসতে পারি? যিনি একবেলা হবিষ্যান্ন গঙ্গাজল খেয়ে থাকেন—গোয়াল পাতার ঘরে—মাদুরে শুয়ে যাঁর সন্তোষের সীমা নেই—যাঁর অভাবই নেই—টাকা দিয়ে আমি তাঁর কি কাজে আসতে পারি—আর তিনি আমার টাকা নেবেনই বা কেন? রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের কথা শোনেননি? বুনো রামনাথ? রাজা সেধে দান দিতে এলেন—পণ্ডিত ব্রাহ্মনীর কাছে তাঁকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণী বললেন—ঘরে মাদুর, গাছে তেঁতুলপাতা আছে—তাঁর হাতে লাল সুতো আছে—তাতেই তাঁদের স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়—রাজার দান নিয়ে তাঁরা কি করবেন? আমার বাবা সেই দলের লোক—সেই নবদ্বীপেই তাঁর জন্ম। আমি ঢের ভেবে দেখেছি তাঁর

স্নেহ ফিরে পাবার আশা আমার খুবই কম—যখন সদাচারী হতে পারছি না তখন কোন মুখ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যাবো ?

—তবে সদাচারীই হন না কেন ?

—চেষ্টা করছি—পারছি না। আপনি সে দিন মাংস খেতে দিলেন—না খেলে আপনার মনে কষ্ট হবে, ফেলতে পারলুম না। এই রকম সব বাধা আর কি।

বিনতি ম্লান মুখে ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, ইঃ এত বেলা হয়ে গেছে! যাই আপনার খাবার দিতে বলি—একটু বসুন।

কয়েক মিনিট পরে বিনতি আসিয়া সুবিমলকে আহার করিতে বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরে লইয়া গেল। সুবিমল দেখিল গালিচার আসনে ঠাঁই হইয়াছে—শ্বেত পাথরের পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন জল।

সুবিমল প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে কহিল, আজ আর টেবিলে নয় বুঝি ?

বিনতি উত্তর দিল, ধুতি পরে এসেছেন—আজ আর টেবিলে দিতে যাব কেন ?

সুবিমল ভোজনে বসিয়া হঠাৎ চকিতভাবে কহিল, কই—আপনি বসলেন না ?

অদূরে ভূমিতলে উপবিষ্টা বিনতি উত্তর দিল, না—আমার ক্ষিধে নেই—পরে খাবো—আপনি খান না।

অন্য দিনের মত বিনতি সে দিন পরিবেশন করিল না—

যজ্ঞোপবীতধারী পাচক ব্রাহ্মণই পরিবেশন করিল। সুবিমল জল চাহিল—তাহাও বিনতি ব্রাহ্মণকে দিয়া দেওয়াইল—হাতের কাছে কুঁজা ভরা পানীয় জল থাকিতেও সে উহা স্পর্শ করিল না।

আহারান্তে সুবিমলকে বিদায় দিবার সময় হঠাৎ বিনতি কহিল, দেখুন—আমিও মনে করছি আর জুতোটুতো পোরবো না।

সুবিমল সবিস্ময়ে কহিল, সে কি? আপনি পরবেন না কেন? আপনি শিক্ষিতা—আর যে বিদ্যা শিখতে চাইছেন—তাতে সকল রকম পোষাকই পরা দরকার।

বিনতি—আপনি বিলাত ফেরত হয়ে সদাচারী হতে চাইছেন—আর হিঁদুর ঘরের মেয়ে হয়ে আমার সে রকম ইচ্ছে হওয়াটা কি আশ্চর্য্য?

সুবিমল—তা নয় তবে সাহেবী পোষাক পরাটাই যে দোষের বা জাত বিচার করে খাওয়া দাওয়া না করা যে দোষের তা আমি মানি না। আমি ওসব ছাড়তে চাইছি কেবল আমার বাবার মন রাখবার জন্যে। কিন্তু আপনার পিতার যখন সে সব কুসংস্কার নেই—আপনারা যখন enlightened (পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিত) তখন আপনি কি জন্যে সে সব ছাড়তে যাবেন? যেটা যথার্থ অন্যায় সেটা ত্যাগ করতে পারেন—স্বদেশী ছেড়ে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করাটা বরং যত পারেন ত্যাগ করতে

পারেন। যাক আপনি যে এখনো খাননি, সেটা নিজের পেটটা বেজায় ভরেছে বলে একেবারেই ভুলে গেছি। যান আর দেরি করবেন না—আর একদিন তখন এ সব কথা হবে—এখন আসি।

(৫)

সুবিমল তাহার কোলিয়ারীর তত্ত্বাবধানে যাইয়া সেখানে পক্ষাধিক কাল বিলম্বের পর পুনরায় যে দিন কালীতারার বাটীতে আসিয়া বিনতির সহিত দেখা করিল সে দিন বিনতি বলিল, একটা ভাল ফিল্মের বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম—আপনি ছিলেন না বলে দেখা হয় নি ।

সুবিমল হাসিয়া বলিল, বিজ্ঞাপন দেখে ফিল্ম্ ভাল কি মন্দ তা ঠিক্ করা শক্ত কথা—সব ফিল্মই যখন নতুন আসে তখন বিজ্ঞাপনে লেখে তার চেয়ে ভাল ফিল্ম্ আর কখনো আসেনি। কাজেই সেজন্যে আপশোস করাটা মিথ্যে হতে পারে। হয়ত ফিল্মটাতে তেমন কিছু নেই।

বিনতি—তা হলে নতুন ফিল্ম্ ভাল কি মন্দ তা ঠিক করবেন কি করে ?

সুবিমল—যারা বোঝে তাদের মুখে না শুনলে ঠিক্ করা যায় না। লোকের ভিড় হচ্ছে শুনেও বোঝবার জো নেই—কাটাকাটি মারামারি দুঃসাহসিক কাণ্ড গুলা ফিল্ম গুলোতে কিম্বা সাত আট রীল লম্বা ফিল্ম গুলোতে লোকের ভিড় হয়েই থাকে—আর

সিরিয়াল গুলোতে, ছেলে ছোকরাদের, অশিক্ষিত লোকেদের ঠেলাঠেলি হবেই। আবার যদি অনেক খরচ করা ফিল্ম্ হয়—যেমন জাহাজ ডোবান, বাড়ী পোড়ান, রেল ভাঙ্গা, কি পাঁচ দশ হাজার লোক জড় করা ফিল্ম্—তাহলে ত লোকের ভিড়ের কথাই নেই। কিন্তু সে সব ফিল্ম্এ হয়ত আপনি আমি যা দেখতে চাই তার তেমন কিছু থাকে না। তবে যদি কোনও ভাল একটর একট্রেস্ ফিল্ম্টাতে থাকে, তাহলে তারা যে রকম ড্রামাই হোক—তার ভেতরেই তাদের গুণপনা কিছু দেখাবেই। সে ফিল্ম্টাতে নামজাদা একট্রর একট্রেস কারুর নাম ছিল ?

বিনতি—তা বোধ হয় ছিল না।

সুবিমল—তা হলে আজ না হয় চলুন না—একটা ভাল ড্রামা হচ্ছে—দেখে আসবেন।

বিনতি—আচ্ছা যাবো—তা এখনো ত প্রায় ঘণ্টা দু' দেরী আছে—আপনি কি আবার আসবেন ?

সুবিমল—আজ আমি সব কাজ সেরে এসেছি। যদি আপত্তি না থাকেত দু চারটে গান শোনান না—ভাল শিখেছিলেন ত শুনেছি আপনার বাবার মুখে।

বিনতি করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, সিনেমা অভিনয়ে ত সে সব কিছু কাজে লাগ্বে না।

সুবিমল—তা না লাগুক—যখন শিখেছেন তখন চর্চ্চা রাখা উচিত—নইলে ভুলে যাবেন যে ?

বিনতির মুখে সে কথায় যেন বিষাদের কালমেঘ ছাইয়া আসিল। পরক্ষণেই সে মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নাহসিত আকাশের মত মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিল—ভুল্‌তে ত অনেক জিনিসই হবে। যে ফিল্ম্ একুটিং দেখাচ্ছেন মনে রাখবার জন্যে—তারই কি অনেক জিনিস ভুলতে হবে না ? আমাদের এ দেশে কি ওসব খাট্‌বে ? যেমন ওদের নৃত্যকলা, স্নেহ ভালবাসা, মিলন উচ্ছ্বাস দেখাবার বাহ্যিক ব্যবহার—সে সব কি এ দেশে চলে ?

সুবিমল—তা ঠিক্—ওদের নৃত্যকলায় যে ভাব-ব্যঞ্জনা ফিল্মে ওঠে—আমাদের এ দেশে ঠিক্ সে রকম কিছু নেই। বাইজিদের ভাও বাৎলান সে ধাঁজের নয়—আর থিয়েটারের নাচ—সে ত ওদেরই অনুকরণ। ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখাবার ব্যবহারটাও এ দেশে অনেক স্থলে চলে না।

বিনতি—অনেক স্থলে কেন—সকল স্থলেই বাদ দিতে হবে—যদি কুল-মহিলা নিয়ে প্লে করতে হয়। বলিতে বলিতে বিনতির মুখের একটা সঙ্কোচের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া সুবিমল প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কহিল, তা ঠিক্। সে যাক্—এখন গান শোনাবার কথা যা বলছিলুম তার কি ঠিক্ করলেন বলুন ?

বিনতি নিরুৎসাহভাবে কহিল, বসুন তাহলে এস্রাজটা নিয়ে আসি।

বিনতি এস্রাজ আনিয়া সুর বাঁধিয়া এস্রাজের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মূর্চ্ছনা ভরা মৃদু মধুর কণ্ঠে গাহিল—

"হেসে নাও দুদিন বৈত নয়,
কার কে জানে কখন সন্ধ্যা হয়" ইত্যাদি—

প্রথমে বিলম্ব লয়ে, পরে কণ্ঠের কারুকার্য্য অক্ষুন্ন রাখিয়া দ্রুত হইতে দ্রুততর লয়ে গানটা আদ্যোপান্ত একাধিক বার গাহিয়া বিনতি এস্রাজটা টেবিলের উপর রাখিল।

সুবিমল কহিল, ওকি! থেমে গেলেন যে—আর একটা গান?

বিনতি বিষন্নভাবে এস্রাজটা পুনরায় উঠাইয়া লইয়া যেন হৃদয় ঢালিয়া গাহিল—

"আসি বলে সে যে চলে গেল" ইত্যাদি—

সুবিমল অনিমেষ নয়নে বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া তন্ময় চিত্তে সেই গীতসুধা পান করিল। গীত শেষে সে বলিল, বড়ই করুণ—বিনতি! বলিয়াই যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আর একটা কিছু গান—মন যেন বরফের মতন জমে এল যে!

বিনতি ম্লানমুখে উত্তর দিল, আজ আর থাক্—আমার নিজেরই আর ভাল লাগে না বলে গাই না—আপনার ত ভাল না লাগবারই কথা।

সুবিমল প্রতিবাদ করিল, না না সেজন্যে নয়—তবে গানটার কথাগুলো আর সুরটা দুইই যেন কেঁদে কাঁদাবার গান। তা আজ না হয় আর থাক—যা গেয়েছেন তাই ভাল—ইংরেজ কবি যে বলেছেন বিষাদ মাখা গানগুলোই সব চেয়ে মিষ্টি—তার আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম।

বিনতি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া যেন জোর করিয়া প্রফুল্লভাব দেখাইবার চেষ্টায় কহিল, এদিকেও যে সময় হয়ে এসেছে—বসুন চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—আর আমিও কাপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে আসছি।

সেদিন প্রফুল্লতার দৈন্য পরিচ্ছদের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকিবার জন্যই যেন বিনতি বিদ্যুৎবরণী সাজে সজ্জিত হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে ঢালা জরীর সূক্ষ্ম বেণারসী শাটী ও জ্যাকেট, মস্তকের সম্মুখভাগে হীরা ও পান্নার কেশবন্ধনী, কণ্ঠে হীরক ও মরকত খচিত কলার ও নেকলেস্—মণিবন্ধেও সেই ধরণের ব্রেস্‌লেট্—কর্ণে হীরকের ফুলে পান্নার দুল—পদদ্বয়ে জরির লপেটা—দিল্লী হইতে আনিত। হেনা ও মতিয়ার আতরে সুবাসিত হইয়া সে যখন কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিল, আসুন তাহ'লে—সুবিমল দিবাস্বপ্ন ভঙ্গে চকিত চক্ষে সেই রূপ দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্ময় বিহ্বল নয়নে চাহিয়া রহিল। মার্কিণ দেশের এক দেশ-বিখ্যাত সুন্দরীকে সে একদিন চলৎচিত্রে সেইরূপ বেশে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। এযে সজীব মূর্ত্তি—বুঝি বা সে মূর্ত্তির চেয়েও সুন্দর!

বিনতি কহিল, কি ভাবছেন, আসুন।

সুবিমল সুপ্তোত্থিতের মত চেয়ার হইতে উঠিয়া কহিল, চলুন।

বায়স্কোপে সেদিন তত ভিড় হয় নাই। সুবিমল ও বিনতি যে বক্সে বসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকের বক্স হইতে একজন সাহেব-বেশী বাঙ্গালী বারে বারে তাহাদের দিকে—বিশেষতঃ বিনতির দিকে কটাক্ষপাত করিতেছিল। বায়স্কোপ ভাঙ্গিলে সে ঝড়ের মত তাহাদের বক্সের প্রবেশ পথে আসিয়া সুবিমলকে সম্ভাষণ করিল, হ্যালো মিষ্টার চ্যাটার্জি! We have not met for ages it seems. But let me congratulate you first. (তোমার সঙ্গে যেন কত যুগ দেখা হয় নি—যা হোক আগে তোমার সৌভাগ্যে আনন্দ জানাতে দাও।)

সুবিমল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, For what? (কি জন্যে?)

আগন্তুক উত্তর দিল, For your divinely beautiful wife—of course. What a lucky dog you are! Introduce me to Mrs. Chatterjee please. (তোমার অপ্সরীর মত রূপসী স্ত্রীলাভের জন্যে—আবার কি জন্যে। খুব কপাল জোরটা তোমার যা হোক। মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার পরিচয়টা করে দাও দয়া করে।)

সুবিমল সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত ব্যথিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চকিতে দেখিল বিনতি আগন্তুকের উক্তি শুনিয়াছে—তাহার আকর্ণ আনন লাল হইয়া উঠিয়াছে। সুবিমল ব্যস্তভাবে

আগন্তুককে কহিল, **Miss Haldar please !** (কুমারী হালদার বলো দয়া করে) উনি আমার বিশেষ বন্ধু কালীতারা বাবুর কন্যা।

এই কথা বলিয়া আগন্তুকের দিকে আর না চাহিয়াই সুবিমল বিনতিকে ডাকিল, আসুন।

আগন্তুক ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া কহিল, **Excuse me please—beg thousand pardons.** (দয়া করে ক্ষমা কর—হাজার বার মাপ চাইছি।)

উক্ত কথাগুলি পাখী পড়ার মত বলিয়া, বিনতির দিকে বারেক বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া, আগন্তুক উভয়কে অভিবাদন করিয়া সেখান হইতে অপ্রসন্ন মুখে সরিয়া গেল।

সুবিমল ও বিনতি নীরবে আসিয়া মোটরে উঠিল। মোটরের সিঙ্গার ফুৎকার ও ঘর্ঘর শব্দ উভয়ের নির্ব্বাক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উভয়কে প্রকৃতিস্থ হইবার সহায় হইল।

মোটর মোড় ফিরিতেই সুবিমল শফারকে ময়দানের উপর দিয়া ইডেন গার্ডেন বেষ্টন করিয়া যাইতে আদেশ দিল। চৌরঙ্গী রোডের ধারে তখন বৈদ্যুতিক আলোকের গোলকমালা যেন কৌমুদীস্নাত তরুরাজি-সৌষ্ঠবা ময়দানলক্ষ্মীকে চন্দ্রহার পরাইয়া দিয়াছিল। মাঠের উপর মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছিল। মোটর অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ইডেনউদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত ঘুরিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িল। দক্ষিণে ব্যাণ্ড্‌ষ্টাণ্ড্‌ তখন অভিনয়ান্তে নাট্যশালার মত জনশূন্য—নিস্তব্ধ, বামে কুঞ্জকুঞ্জ

বীচিমালা-বিক্ষুব্ধ ভাগীরথী বক্ষে মেঘমুক্ত চন্দ্র একএকবার যেন অযুতরজত চক্র ছড়াইয়া দিতেছিল। গঙ্গাজল-চুম্বিত সুশীতল বায়ুস্পর্শে উভয়ের মন সুশান্ত হইয়া আসিল। সুবিমলই প্রথমে তাহাদের পীড়াদায়ক নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বায়স্কোপ ভাঙ্গিবার পরের ঘটনারই সূত্র ধরিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—লোকটার বাড়ী আমাদেরই নবদ্বীপে—বারিষ্টার সুনীল বাঁড়ুয্যে—একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে!

বিনতি ধীরে ধীরে উত্তর দিল, উনি যখন ভুল করেছেন বলে মাপ চাইলেন, তখন ওঁর সঙ্গে কথা না বলে আসাটা বোধ হয় আপনার ঠিক্ হয় নি।

সুবিমল উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিল, ভুল কি! আহাম্মকি করে খামকা আপনাকে অপমান করলে—ওর সেই পা মাড়িয়ে নমস্কার করা গোছ মাপ চাওয়া আমি শুনতে চাইনে।

বিনতি মৃদুস্বরে কহিল, ভুল বুঝে আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন—নইলে আমাকে আর কি অপমান—বলিতে বলিতে বিনতি থামিয়া গেল।

সুবিমল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন?

বিনতি সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, রাত্তির হয়ে গেছে সোজা রাস্তায় বাড়ী নিয়ে যেতে বলুন।

সুবিমল মোটর চালককে সেই আদেশই দিল—উভয়ের আর কোনও কথা হইল না।

(৬)

উক্ত ঘটনার পর কয়লার খনির কাজের ঝঞ্ঝাটে সুবিমলকে দুই সপ্তাহ অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হইল। সে কয়লা সরবরাহ করিবার একটা বড় কণ্ট্রাক্ট যোগাড় করিয়াছিল। সেই সূত্রে তাহাকে কোলিয়ারীতে একাধিকবার যাতায়াত করিতে হইল এবং কয়লা বহিয়া আনিবার রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে তাহাকে রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের আপিসে ও কোল ট্রান্সপোর্টেশন অফিসারের আপিসে বহুবার যাইতে হইয়াছিল। সেই হেতু ব্যস্ত থাকায় সে বিনতির সহিত দেখা করিবার অবসর পায় নাই।

বিনতি কয়েক দিন তাহার আসিবার আশায় তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু যখন সে আসিল না—তখন বুঝিল সুবিমল সম্ভবতঃ কলিকাতায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া সে একদিন অপরাহ্নে তাহাদের ড্রয়িং রুমের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় আরাম কেদারায় একাকী বসিয়াছিল এবং অন্যমনে রেল লাইনের পশ্চাৎভাগে নারিকেল গাছের চূড়ায় অস্তমান তপনের বিদায় নিশান দেখিতেছিল। তদূর্দ্ধে নীল আকাশে বলাকা শ্রেণী কোন দূর দূরান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছিল—তাহাদের শ্বেতপক্ষে এক একবার সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া

জলিতে নিবিতেছিল—বিনতির দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইতেই সে সেই দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না—যতক্ষণ দেখা গেল সেই দিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। যখন সেই দৃশ্য নয়নপথ হইতে অপসৃত হইল তখনও সে তাহার কল্পনা চক্ষে সেই বলাকাশ্রেণীর সঙ্গে সুদূর দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল। এদিকে তরুশির হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্যাস্তের শেষ গরিমা মুছিয়া গেল—আর সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক চিল উড়িয়া আসিয়া তরুশিরে আশ্রয় লইতে লাগিল। বিনতির সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। শেষে কয়েকটা চিলের তীব্র চীৎকার ধ্বনিতে তাহার দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু সে উঠিল না—সন্ধ্যার বিরল আলোকে সেই বারান্দাতেই বসিয়া রহিল। অদূরে রাস্তায় গ্যাস জ্বালিয়া দিয়া গেল—রেলের পর-পারের ঝাউ গাছ শ্রেণীর মধ্য দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল—বিনতি আকাশে কালো মেঘের ছুটাছুটী ও ক্ষণপ্রভার চমক দেখিয়া বুঝিল ঝড় উঠিতেছে। এমন সময় সুবিমলের মোটরের সুপরিচিত হর্ণের শব্দ তাহার কাণে গেল। তবুও সে উঠিল না—তাহার মনে তখন কি এক ঘোর অবসাদ এবং দেহে নিবিড় নিশ্চেষ্টতা বাসা বাঁধিয়া ছিল। কয়েক মিনিট পরেই সুবিমল এঘর ওঘর খুঁজিয়া শেষে বেহারার নিকট খবর লইয়া সেইখানে আসিয়া বলিল, আপনি আজ এখানে অন্ধকারে বসে আছেন কেন?

পশ্চিমে ভারি মেঘ করেছে—এখনি বৃষ্টি আসবে—ঘরের ভেতরে এসে বসুন। আমি মোটরখানা গ্যারেজে রাখতে বলে এসেছি—আসুন।

বিনতি নিরুদ্যমের সুরে কহিল—যাচ্ছি—এখানেই একটু বসুন না—ঐ যে চেয়ার—আলো আঁধারে দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি ?

সুবিমল—পেয়েছি—কিন্তু বৃষ্টি আস্‌ছে যে ?

বিনতি—আসুক না—আপনার গায়ে জল লাগবে না।

সুবিমল—আপনি যেখানে বসেছেন ওখানে ছাট আসবে যে ?

বিনতি—না। লাগে উঠবো তখন—ততক্ষণ আপনি বসুন।

অগত্যা সুবিমল বিনতির নির্দ্দেশিত বেতের সুপরিসর আরাম চেয়ারে বসিল এবং বিনতিকে মৌন দেখিয়া প্রশ্ন করিল, সে দিন বায়স্কোপে যে Bishop's Emeralds দেখে এলেন—কেমন লাগ্‌ল তা ত কিছু বল্লেন না ?

বিনতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, কই আপনি ত জিজ্ঞাসা করেন নি—কিছু বলে বুঝিয়েও ত দেন নি ?

সুবিমল—বুঝিয়ে আর কি দোব ? এখন ত আপনিই সব বুঝতে পারেন। তাছাড়া বায়স্কোপে গিয়ে প্লে দেখতে দেখতে কথা বলা—চেঁচিয়ে আর্ট টাইটেল্ পড়া, কি পাশের আনাড়ি লোককে বোঝাতে যাওয়া যে কি বিড়ম্বনা—কত অন্যায়—তা যারা কথা কয় তারা হয়ত নিজে বুঝতে পারে না—কিন্তু যারা প্লে

উপভোগ করতে যায় তারা হাড়ে হাড়ে বোঝে—রসভঙ্গ হয়ে শেষে দেখায় তন্ময়তার আনন্দ একেবারে মাটি হয়ে যায়। সেই জন্যে আপনার দেখার আর উপভোগের ব্যাঘাত হবে বলে দেখতে দেখতে কোনও কথা কই না।

বিনতি—দেখে ফিরে এসেও ত জিজ্ঞাসা করেন—আলোচনা করেন। এবারে যে তাও করেন নি—তাই বলছিলুম।

সুবিমল—এবারে তার অবসর পেলুম কই? সেই উত্তরে সুনীল বাঁড়ুয্যের ভ্রমের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া বিনতি কথাটা চাপা দিয়া কহিল, আমার ত সে দিন বিশপের স্ত্রীর ভূমিকায় ক্লারা কিম্বাল্ ইয়ং যে emotional (আবেগময়) একটিং দেখিয়েছিল—সেটা চমৎকার বলে বোধ হয়েছিল—কিন্তু বিশপস্ এমারেল্ডস্ নাটকের প্লট্‌টা বড়ই কষ্টকর—অসহ্য বলে বোধ হয়েছিল।

সুবিমল—তা হোক—নাটকটা খুব powerful (শক্তিশালী) —বিশপের স্ত্রীর একটা past (অতীত) ছিল—একটা চোর বদমাইসের সঙ্গে তার আগে যে বিয়ে হয়েছিল সেইটে ঢেকে ছিল—এই যা দোষের।

বিনতি ধীরে ধীরে অনুচ্চ স্বরে কহিল, দুঃখিনী কিরকম অবস্থায় পড়ে সেই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিল—সেটা একবার ভেবে দেখবেন। দেবতুল্য মনিব বিশপের মত বড় লোক প্রাণ দিয়ে ভালবেসে তার মত দুঃখিনী দাসীকে বিয়ে করতে

চাইলেন—আর তখন তার চোর স্বামী বেঁচে নেই এইটাই সে বিশ্বাস করত—সে অবস্থায় বেচারীর অত বড় ভালবাসার temptation (প্রলোভন) ছাড়িয়ে ওঠা কি সামান্য কথা ?

সুবিমল—কিন্তু ছাড়িয়ে উঠতে পারলে ত্যাগের মহত্ত্বে সে ভালবাসাটা কত বড় হয়ে উঠতো ?

বিনতি মৃদু কণ্ঠে যেন আপনার মনেই কহিল, বিশপ কিন্তু জন্ম-দুঃখিনীর দুর্ভাগ্যটা বুঝে তার সে প্রতারণাটা ক্ষমা করেছিল ।

সুবিমল—তাই বিশপের ভালবাসাটা অত grand (মহান্) করে দেখাতে পেরেছে । সে ভালবাসার কাছে স্ত্রীর ভালবাসাটা কত স্বার্থপর ছোট দাঁড়িয়ে গেছে । সে যা হোক যে sceneএ (দৃশ্যে) সেই চোর স্বামীটা বিশপের বাড়ীতে এমারেল্ড্ (মরকত মণির হার) চুরী করতে এসে তার স্ত্রীকেই আগের বিয়ের কথা প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে সেই চুরীর accomplice (সহায়) হতে বাধ্য করেছিল—সে sceneএর (দৃশ্যের) situation টা (অবস্থাটা) স্ত্রীর পক্ষে কি সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল ?

বিনতি—স্ত্রীর একটিংও সেখানে চূড়ান্ত হয়েছিল । আমি ত চোখের জল সামলাতে পারিনি । সে যে প্লে করছে—সত্যিকার নয়—তা সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম ।

সুবিমল—ঐটাই হচ্ছে একটর একট্রেসদের জীবনের

করুণতম tragedy (শোকাত্মক ব্যাপার)। ঐ রকম দেবত্ব—মহত্ত্ব ষ্টেজের ওপর অত স্বাভাবিক ভাবে realise (প্রত্যক্ষ দেখিয়ে) করে ষ্টেজের বাইরে এসেই নিজের বাস্তব জীবনের ধূলো মাটিতে মিশে যাওয়ার চেয়ে করুণ-রসাত্মক ঘটনা জীবনে আর কি হতে পারে ?

বিনতি নীরবে সেই উক্তি শুনিয়া যাইল—কোনও উত্তর দিল না।

এ দিকে বাহিরে তখন ঝটিকা দানবী বিদ্যুৎ-জিহ্বায় কাল মেঘের বুক চিরিয়া বজ্র-মুখর হাস্যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল। রেলের পরপারের নারিকেল ও তালগাছ গুলা জটাধারী কাল ভৈরবের রূপ ধরিয়া মাথা ঠুকিয়া পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য ভীম আস্ফালন করিতেছিল—পর্জ্জন্য দেব তাহাদের প্রমত্ত শিরে শত সহস্র পিচকারীতে অবিরত শীতল বারির ঝাপটা দিয়াও সে উত্তেজনা ঠাণ্ডা করিতে পারিতেছিল না।

বিনতির সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সুবিমলও যে কাল্পনিক চলৎচিত্রের সমালোচনায় বাস্তব জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল সে জন্য লজ্জিত—ব্যথিত—হইয়া বলিয়া উঠিল—সরে আসুন, সরে আসুন—নেয়ে গেলেন—অসুখ করবে যে ?

বিনতি তখনও বৃষ্টির ঝাপটা শান্তি বারির মত সর্ব্বাঙ্গে গ্রহণ করিতেছিল। সে করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, আমার অসুখ করে না।

সুবিমল সে হাসির রহস্য বুঝিতে পারিল না এবং বিনতির সিল্কের সেমিজ ও বসন্তী রংএর টাঙ্গাইল শাটী যে জলে ভিজিয়া তাহার সর্বাঙ্গে জড়াইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে মাইলোর ভেনাস্‌এর জীবন্ত আদর্শে পরিণত করিতেছিল—অন্ধকারে সুবিমল তাহা লক্ষ্য না করিলেও, বিনতি নিজে তাহা উপলব্ধি করিয়া, সরমে জড়িত চঞ্চল-চরণে, সিক্ত বসনে যথা সম্ভব আত্মসম্বৃতা হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

কাল বৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি অল্পক্ষণেই তৃষা-কাতর ধরণীকে শীতল করিয়া—ধূলি ধূসর তরুলতাকে শুদ্ধি স্নান করাইয়া—বিদায় লইল। বিনতির জন্য প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, সে ফিরিল না দেখিয়া, সুবিমল তাহার শফারকে ডাকিয়া গ্যারেজ হইতে মোটর বাহির করাইয়া বাসায় ফিরিল।

(৭)

পরদিন সুবিমল বেলা দুইটার সময় বিনতির সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখের ভাব বিমর্ষ—চিন্তাক্লিষ্ট। সে আসিয়া শ্রান্তভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া বিনতি তখনই আসিয়া সুবিমলের ম্লান মুখ দেখিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার কি কিছু অসুখ করেছে না কি ?

সুবিমল বিশুষ্ক বদনে কহিল, না আমার অসুখ করেনি—আপনারও অসুখ করেনি ত ? কাল যে ভিজেছিলেন !

বিনতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন ? আমায় দেখলে অসুখ করেছে বোধ হয় না কি ?

সুবিমলের আসিবার পূর্ব্বে অন্য দিন বিনতি একটু ফিট্‌ফাট্ হইয়া থাকিত। সে দিন অসময়ে হঠাৎ আসিয়াছিল বলিয়া বিনতি সেরূপ প্রসাধনের অবসর পায় নাই—যেমন ছিল ঠিক্ তেমনিই আসিয়াছিল। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা তাহার স্বভাব বলিয়া—সে যে একখানি ধোপদস্ত লাল পাড় শাড়ী—সাদা চিকণ কাজের কাপড়ের সেমিজের উপর পরিয়াছিল এবং বেণীবদ্ধ কেশ পাশ হইতে বিস্রস্ত কুঞ্চিত অলক গুচ্ছে অর্দ্ধ আবরিত ললাট ও গণ্ডদ্বয়ে সে যে অতর্কিত অবস্থায় আসিয়াছিল—তাহাতেই তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। সুবিমল তাহার

দিকে চাহিয়া দেখিল—স্বাস্থ্য ও লালিত্যের প্রতিমূর্ত্তি!

তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া বিনতি জিজ্ঞাসা করিল, এমন অসময়ে এসেছেন দেখে আমি ছুটে এলুম—অসুখ করে নি—তবে মুখ অমন শুকিয়ে গিয়েছে কেন ?

সুবিমল—আমাকে আজই রাত্রে এখান থেকে যেতে হবে—ফিরতে দেরী হবে ?

বিনতি—ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন ?

সুবিমল—মামার বাড়ীতে মার সঙ্গে দেখা করতে যেতে মা লিখেছেন। মার সঙ্গে বিলেত থেকে এসে একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল—আর দেখা হয় নি—কাজেই যেতে হবে ?

বিনতি কহিল—নিশ্চয়ই যাবেন—তার জন্যে ভাবনা কেন ?

সুবিমল—মাকে দেখবার জন্তে খুবই ব্যগ্র হয়ে রয়েছি—তবু কেমন এখান থেকে এখন যেতে ইচ্ছে করছে না ? এখানে কাজও রয়েছে।

বিনতি—কি কাজ ?

সুবিমল—সিনেমার ষ্টুডিও করবার একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি—সেটা দেখে এলে হোত। আর আপনার সঙ্গে প্লে করতে পারে এমনতর দুচারজন ভদ্রলোকের যোগাড় হয় সে চেষ্টাও করতে হবে।

বিনতি—সে জন্যে তাড়া কি—সেখান থেকে এসে করবেন। কতদিন দেরী হবে বোধ হয়?

সুবিমল—কি জানি—দশ বার দিন হতে পারে।

বিনতি—তবে? আপনি কোলিয়ারীতে গিয়ে মাঝে মাঝে ত তার চেয়ে বেশী দিন থেকে আসেন।

সুবিমল—সে বাধ্য হয়ে থাকি—এখন আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

বিনতি—কেন?

সুবিমল—কি জানি—এই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবেনা—

বিনতি এতক্ষণ সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া জেরা করিতেছিল। হঠাৎ সুবিমলের মুখের ভাবে কি একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে যেন তাহার জেরায় নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—আপনার মার সঙ্গে এতদিন দেখাই বা করেন নি কেন?

সুবিমল—বাবার ভয়ে। বাবা ত আমার মুখদর্শন করবেন না—আমার বাড়ীতে যাবার জো নেই। মা লুকিয়ে একলা মামার বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন—এবারও বাবাকে বলে মামার বাড়ী এসেছেন। আমার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছেন—তা বাবা জানেন না—জানলে তিনি মাকে আসতে দিতেন না।

বিনতি—তা এরকম ভাবে কতদিন থাকবেন? আপনার

বাবার যাতে আপনার ওপর রাগ পড়ে যায় সেই চেষ্টাই ভাল করে করুন না ?

সুবিমল—সেই চেষ্টাতেইত মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। মা লিখে পাঠিয়েছেন প্রায়শ্চিত্ত করলে বাবা সন্তুষ্ট হতে পারেন।

বিনতি—প্রায়শ্চিত্ত ! প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?

সুবিমল—বিলাত গিয়ে ম্লেচ্ছাচারী হয়েছি—সাহেবদের হাতে তাদের খানা খেয়েছি—সেই পাপের ! অবশ্য বাবার মনে সেটা পাপ—আমি সেটাকে দোষের বলেই ধরিনা। আমার পাপ হচ্ছে বাবার মনে কষ্ট দিয়ে বিলেত যাওয়া—আমি সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কোরবো। মা বলছেন প্রায়শ্চিত্ত করলে, আর কিছু হোক আর না হোক, বাবা বুঝবেন যে আমি আমার কৃতকর্মের জন্যে দুঃখিত—তা হলেই তাঁর মন নরম হয়ে আসবে। সেটা ঠিক্ হবে কিনা সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে—তিনি আমাকে ছেলেবেলা যেমনি ভাল বাসতেন—এখন তেমনি হাড়ে চটে গেছেন।

বিনতি—তাঁকে না বলে বিলাত গিয়েছিলেনই বা কেন ? তাঁকে বুঝিয়ে—মত করে গেলেই ত হোত।

সুবিমল—সে উপায় ছিল না—থাকলে কি আর করতুম না। তিনি আমাকে কলকাতায় ইংরেজী পড়তে আসতে দিতেই চান নি। আমার মামার বাড়ীর কাছে একজন সংস্কৃত কলেজের

পণ্ডিত আছেন—আমরা তাঁকে মেসো মশায় বলি—বাবা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি কত বুঝিয়ে তবে বাবার মত করান। তার পরে আমার যখন বিলাত যাবার ইচ্ছে হয়—তখন মা কথায় কথায় বাবাকে সে কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে যদি আমার এমন দুর্মতি হয়—তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকবে না—তিনি আমার মুখ দর্শন করবেন না—জাত হারানর চেয়ে মৃত্যু ভাল—এই সব। তখন আমার বিলাত যাবার কোনও উপায় বা আশা কিছুই ছিল না। —তার পরে যখন সেই সৌভাগ্য আপনা হতে এলো—তখন তাঁকে বলে মত করানর বৃথা চেষ্টা করবার সময়ও ছিল না।

বিনতি—তাহলে আপনার বিলাত যাবার খরচ দিলেন কে?

সুবিমল—খরচটা বিধাতা জুটিয়ে দিলেন। আমাদের কলেজের একজন মিশনারী প্রফেসর সাহেব আমাকে ভাল বাসতেন—তিনিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান—সেখানে পড়বার খরচের প্রথমটা যোগাড় করে দেন। তার পরে আমি কাজ শিখে কাজ করে সেই টাকায় জার্ম্মাণী, অ্যামেরিকা এসব দেশে যাই। সেখানে পৌঁছে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে মিনতি করে চিঠি লিখি—তিনি সে চিঠির জবাবও দেন নি। মা চিঠি লিখিয়ে জানিয়েছিলেন—বাবা এতই চটে গিয়েছিলেন—যে বলেছিলেন—তিনি ঠিক্ করে নিয়েছেন আমার মৃত্যু

হয়েছে। এখনো সেই একই ভাব। মা মনে করছেন বটে যে প্রায়শ্চিত্ত করলে তিনি সদয় হতে পারেন—আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। তবে আমার উদ্দেশ্য মাকে সন্তুষ্ট করা—অন্ততঃ তাঁর মনে কষ্ট না থাকে যে তাঁর কথা শুনিনি বলেই আমি ঘরে স্থান পেলুম না। তাঁর সেই সন্দেহটা মিটিয়ে দিতেই যাচ্ছি।

বিনতি—ভালই ঠিক্ করেছেন।

সুবিমল—কিন্তু সেখানে যাবার আগে একবার আমাকে কোলিয়ারী হয়ে যেতে হবে—সেখানে একটা বড় কাজ চলেছে। সব বন্দোবস্ত আমি করে দিয়েছি—খালি ম্যানেজারকে ভাল করে মুখে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে—আমার অনুপস্থিতিতে কোনো গোলযোগ না হয়।

বিনতি—তা যান না—সেখানে আর কত দেরী হবে।

সুবিমল—একদিন দুদিন। কিন্তু হরিপুরে আমার মামার বাড়ীতে কত দেরী হবে তার ত ঠিক নেই—প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলেও—মা যে কদিন বাবাকে লুকিয়ে সেখানে থাকতে পারবেন্ থাকবেন কিনা—আমি তাহলে তাঁকে ছেড়ে কি করে আসি? এরকম সুবিধে ত আর সহজে হবে না—বাবা যখন টের পাবেন যে আমার সঙ্গে দেখা করবার মতলবেই তিনি মামার বাড়ী এসেছেন—তখন হয়ত আর তাঁকে মামার বাড়ী আসতেই দেবেন না। বার বার দুবার মা বাবাকে না জানিয়ে আমার

সঙ্গে দেখা করছেন কিনা! তাই ঠিক বুঝতে পারছি না কদিন সেখানে থাকতে হবে। আপনি চিঠি দেবেন ত?

বিনতি সচকিতে বলিয়া উঠিল—চিঠি!

সুবিমল—কেন চিঠি দিতে কিছু আপত্তি আছে কি? বুঝেছি—আপনি অবিবাহিতা—আমার মত নিঃসম্পর্কীয় লোককে চিঠি দেওয়াটা বোধ হয় সঙ্গত হবেনা মনে করছেন—আপনার বাবা সেটা পছন্দ না করতে পারেন।

বিনতি—না সেজন্যে নয়—বাবা কিছু বলবেন না। এই কদিনের জন্যে যাবেন—তাতে আর চিঠি কেন—

সুবিমল—আপনার মনে হচ্ছে কদিন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ক বছর।

সুবিমলের বাক্যস্রোত অন্য খাতে গিয়া পড়িতেছে বুঝিয়া বিনতি যেন তাহাতে বাধা দিবার জন্যই কহিল, আচ্ছা যদি আপনার দেরীই হয়—তাহলে চিঠি দেবো।

সুবিমল—ঠিকানা আমি লিখে পাঠাবো—এই কথা রইল তাহলে—

উক্ত কথা বলিয়া সুবিমল বিদায় লইবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিয়াছে—এমন সময় কালীতারা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে কখন বাটীতে আসিয়াছে—তাহা সুবিমল বা বিনতি উভয়েই জানিতে পারে নাই এবং সে যে এতক্ষণ পার্শ্বের কক্ষের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উভয়কে

দেখিতেছিল ও তাহাদের শেষ কথোপকথন সমস্তই শুনিতেছিল —তাহাও উভয়ে জানিতে পারে নাই।

কালীতারা কহিল, হ্যালো মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি—কতক্ষণ এসেছেন ?

সুবিমল—ঘণ্টা খানেক হবে—আপনি কখন এলেন ?

কালীতারা—এই আসছি—আপনি এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম। বসুন বসুন—অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি—সিনেমা ষ্টুডিওর সে জায়গাটার কি হোলো ?

সুবিমল চেয়ারে পুনরায় বসিতেই বিনতি তাহার পিতাকে তাহার চেয়ার খানি ছাড়িয়া দিয়া বাটীর ভিতরে যাইল।

সুবিমল—সে জায়গাটা সহজে পাওয়া যাবে বলে বোধ হয় না। একজন সরিকদার আমাদের গরজ বুঝে বেঁকে বসেছে— বিক্রীও করবে না—লীজও দেবে না। দেখছি শেষে গবর্ণমেণ্টকে বলে ল্যাণ্ড্ একুইজিশন্ এক্টের সাহায্য না নিলে ও জমি পাওয়া যাবে না। একটা নতুন ইণ্ডাষ্ট্রীর দেশে পত্তন হবে—এই সব বলে কয়ে ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সুপারিশ নিতে হবে। আমি একবার দিন কতকের জন্যে দেশে যাচ্ছি— ফিরে এসেই ল্যাণ্ড্ একুইজিশন্ কলেক্টরের সঙ্গে আর ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সঙ্গে দেখা করবো।

কালীতারা—দেশে যাবেন—কবে ?

সুবিমল—আজই রাত্রে এখান থেকে যেতে হবে—সেই

কথাই মিস হালদারকে বলতে এসেছিলুম—কোলিয়ারী হয়ে তার পরে যাবো।

কালীতারা—হ্যাঁ—ভাল কথা, আপনি নাকি একটা বড় কণ্ট্রাক্ট যোগাড় করেছেন—অত কয়লা সাপ্লাই করতে পারবেন?

সুবিমল—তা পারবো।

কালীতারা—অত গাড়ি পাবেন?

সুবিমল—সে সব ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সুপারিশ নিয়ে কোল ট্রান্সপোর্টেশন অফিসারের sanction (হুকুম) বার করে নিয়েছি। সেই জন্যেই এ কদিন একবার বা রেলের ট্রাফিক সুপারিণটেন্‌ডেণ্টের অফিসে, একবার বা কোল ট্রান্সপোর্টেশন অফিসে—ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীর অফিসে—অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তাই কদিন আপনার অফিসে যেতে পারিনি।

কালীতারা—তা বেশ—শুনে সুখী হলুম—কিন্তু আমাদের কোলিয়ারীটারও ঐ রকম একটা কিছু সুবিধে করে দিন না। এতে আপনার কতগুলো টাকা ছাড়তে হোলো—বকশিস্?

সুবিমল—এক পয়সাও নয়—সে সব আমা হতে হবে না। আমার বিশ্বাস ব্যবসায়ে honesty (সততা) সব দিকে বজায় রাখলে শেষে সুবিধে হবেই।

কালীতারা—সে যাক্—আমাদের কোলিয়ারীটাও এক

ম্যানেজমেণ্টে করে নিন না? আপনার সঙ্গে পাশাপাশিই ত—তা হলে কাজের ঢের সুবিধে হয়। আমি ত মনে করছি আমার জমিটা বিনতির নামে লিখে দেবো। অন্য পাঁচরকম riskএর (দায়িত্বের) কাজ করছি—কোলিয়ারীটা অন্য নামে থাকলে সেফ থাকবে। আপনার জমিটার সঙ্গে যদি ম্যানেজমেণ্টটা এক করে নেন—এক নামে—না হয় আপনারই নামে—

সুবিমল—সে কেন—বলেন ত আমিও মিস্ হালদারের নামেই করে দিতে পারি—

কালীতারা—Right (সত্ব) সব আপনারই থাকবে—তবে যদি আপনার আপত্তি না থাকে ত বিনতির নামে দুটো-কোলিয়ারী এক করে নিয়ে চালালে বোধ হয় কাজের সুবিধে হোতে পারে। আপনিই দেখবেন শুনবেন।

সুবিমল—আচ্ছা—দেশ থেকে এসে তাই করা যাবে। এখন আসি তাহলে—আমার আর সময় নেই—মাপ করবেন।

সুবিমলকে সাদর সম্ভাষণে বিদায় দিয়া কালীতারা প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুপমার নিকটে গিয়া কহিল, যাক্—আর বেশী দিন তোমার মেয়েকে সুবিমলের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে হবে না—কাজ হাসিল হয়ে এসেছে।

অনুপমা তাহার শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে বসিয়া কাশীরাম

দাসের মহাভারত পড়িতেছিল। সে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

কালীতারা—সুবিমল তার সেই কয়লার জমিটা বিনতির নামে লিখে দেবে বলেছে। এত শীগগির যে কথাটা পাড়তে পারবো—আর সেও রাজি হবে, তা আমি ভাবিনি। ভালই হয়েছে—বিনতিকে আর বেশীদিন ওর মন যোগাতে হবে না। তবে এটা বিনতির জন্যেই হয়েছে—তা বলতে হবে। ও যদি বেগারে কাজ বলে গাফিলি করত, তা হলে এটা হোত না। লোকটাকে খুব হাতই করেছে—নইলে আর ফস্ করে রাজী হয়? বিনতিও খুব চালাক কিনা—সে যে আমার কথায় ওকে গাধা চরিয়ে বেড়াচ্ছে—তা ও একটুও বুঝতে পারে নি।

মনের উল্লাসে কালীতারা এত কথা বলিয়া গেল—কিন্তু অনুপমা মহাভারতের পৃষ্ঠাতেই তাহার দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছিল—সে কোনও কথা কহিল না দেখিয়া কালীতারা কহিল, সুবিমল দেশে যাবে—যাতে শীগগির ফিরে আসে তা করতে হবে। নইলে ওর সে কোলিয়ারীটার যে গোপন রিপোর্ট আমি পেয়েছি—সে খবরটা ও জেনে যাবে। ওতে যে খুব দামী কয়লা আছে—সে খবর সুবিমল এখনো জানে না—সে খবর পাবার আগেই লেখা পড়াটা করে নিতে

হবে—নইলে শেষে পেছিয়ে যেতে পারে। বিনতিকে সেইটে বুঝিয়ে বলে দিও।

অনুপমা অপ্রসন্নমুখে কহিল, কি বলে দেবো?

কালীতারা—সুবিমলকে এমন করে চিঠি লিখ্‌তে—যাতে সে চট করে কলকাতায় ফিরে আসে।

অনুপমা—সে কথা বলতে হয় তুমি বুঝিয়ে বোলো—আমি পারবো না। তোমার মতলব যদি টের পেত তাহলে ঐ ভদ্দর লোকের ছেলের সঙ্গে সে কখ্‌খনো এত মেশামিশি করতো না—আমি তাকে তুমি যা বলেছিলে তার কিছুই বলিনি। না বল্‌লে যদি চলে ত—তুমিও কিছু বোলো না।

কালীতারা—আচ্ছা সেই ভাল—বিনতিকে কিছু বলবার দরকার নেই—ও তাকে নিজেই বলেছে চিঠি লিখবে। সে নিজের চাড়েই যত শীগগির পারে ফিরে আসবে। বিনতি আপনা থেকেই যখন তাকে অমন করে বশ করেছে—তখন আর তাকে কিছু বলবার দরকার নেই।

কালীতারা যখন অনুপমার নিকটে আসিয়াছিল—ঠিক্ সেই সময়ে বিনতিও তাহার মাতার কাছে আসিতেছিল। কালীতারাকে দেখিয়া সে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করে এবং সেই সময়ে পিতার মুখে সুবিমলের নাম শুনিয়াই সে সচকিতে সেইখানে দাঁড়াইয়া পিতার সকল কথাই শুনিতে পায়। পিতার কথা শুনিয়া তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে—আত্মগ্লানিতে তাহার

নিজের উপর বিতৃষ্ণা আসে। পিতার উদ্দেশ্য কি জানিবার জন্য প্রথমে তাহার যে কৌতূহল জন্মিয়াছিল—শেষে সুবিমলের সহিত পরিচয় ঘনিষ্টতায় পরিণত হইলে সে বিষয়ে আর তাহার বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ পিতার উদ্দেশ্য যাহাই হৌক—সুবিমলের সাহচর্য্য তখন তাহার উপেক্ষার বিষয় ছিল না। এক্ষণে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার পিতা সুবিমলকে কিরূপ ভাবে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছে—তাহা বুঝিয়া বিনতি সরমে এতটুকু হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, সে যখন সুবিমলের কোনও অনিষ্ট করিবে না ইহা নিশ্চিত, তখন পিতা তাহাকে দিয়া সুবিমলের কোনও ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলে সে পাকে প্রকারে সুবিমলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বরং তাহার উপকারই করিবে—তাহার পিতার বা তাহার নিজের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া—সুবিমলের চক্ষে আপনাকে হেয় করিতে হইবে না। কিন্তু পিতার কূটবুদ্ধি যে তাহাকে এরূপ ভাবে সুবিমলের স্বার্থহানির উপায় স্বরূপ করিবে তাহা বিনতি বুঝিতে পারে নাই। পিতার উদ্দেশ্য সুবিমলকে জানাইয়া দিলেই সুবিমলের অনিষ্টের প্রতীকার হইতে পারে—কিন্তু তাহা হইলে সুবিমলের সহিত সেই দণ্ড হইতে তাহার চিরবিচ্ছেদ ও পিতার সহিত মনান্তর ও হয়ত পিতার নিকট তাহার ও তাহার মাতার নির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বিনতি সে উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না—সুবিমলের স্বার্থহানীর

যাহাতে অন্য উপায়ে প্রতীকার হয় বিনতিকে তাহাই করিতে হইবে। উপস্থিত যাহাতে পিতার উদ্দেশ্য শীঘ্র সফল না হয় বিনতিকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা চাহে— যাহাতে সুবিমল শীঘ্র ফিরিয়া আসে—তাহাকে দিয়া সুবিমলকে সেইরূপ চিঠি লিখাইতে। সে সুবিমলকে কোনও চিঠিই লিখিবে না। অবশ্য সুবিমল সে কারণে ক্ষুব্ধ হইতে পারে— কিন্তু তবু বিনতি পত্র লিখিয়া তাহার অনিষ্টের ও পিতার স্বার্থ-সিদ্ধির সহায়তা করিবে না। সুবিমল হয়ত সেই হেতু মনঃ-ক্লেশ পাইবে—আশায় নিরাশ হইয়া বিনতিকে হৃদয়-হীনা স্থির করিবে এবং ইচ্ছা করিয়া তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি দারুণ অসন্তুষ্ট হইবে। হউক—তবু সে সুবিমলকে চিঠি লিখিবে না।

সুবিমলের চিঠির পর চিঠি আসিল। বিনতি তাহার সংকল্প স্থির রাখিল। সুবিমলের পত্রের উত্তর দিল না।

(৮)

সুবিমলের মাতুলালয় নবদ্বীপ হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাতীরেই একটী গণ্ডগ্রামে—গ্রামখানিকে হরিপুর বলিব। হরিপুরের এখন আর প্রাচীন শ্রী নাই—তবু নাম মাহাত্ম্য আছে। সেই খানে আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কয়েকদিন হরিনাম কীর্ত্তনে মাতাইয়া গিয়াছিলেন। কাটোয়া লাইন খুলিবার পর হরিপুরে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। সুবিমলের মাতুলালয়ে তাহার কনিষ্ঠ মাতুল বংশীবদন ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। বংশী যজমান রাখিয়া সংসার পালন করিত। তাহার স্ত্রী ও অপোগণ্ড পুত্র কন্যা লইয়া কায় ক্লেশেই দিন চলিত—পৈত্রিক ভিটাও তাহার ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল—দুইখানি কোটাঘর, গোয়াল ও রান্নাঘরের চালা ব্যতীত সেই বাটীতে বাস করিবার অন্যস্থান ছিল না। সেই হেতু সুবিমলের মাতা নারায়ণী সুবিমলের বসবাসের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তাহার বাসের জন্য প্রতিবেশী ও পরমাত্মীয় নবীন তর্করত্নের বাটীতে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

নবীন পূর্ব্বে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। এক্ষণে পেন্সনের ও সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে

স্বচ্ছন্দে তাহার ক্ষুদ্র সংসার চালাইতেন—অধ্যাপক বিদায়ের ও শিষ্য কয়েকজনের সাহায্যে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের অনাটন ছিল না। সংসারে তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী ও একমাত্র অনূঢ়া কন্যা আনন্দধারা ওরফে ধারা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। নবীনের স্ত্রী সরস্বতী নারায়ণীকে পল্লী-সম্পর্কে দিদি বলিত। সেই সুবাদে ধারা নারায়ণীকে মাসীমা বলিত। নবীনের বাটীখানি দ্বিতল সুপরিসর—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখভাগে মেহেদীগাছের বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র ফুলবাগান—উপরে দুইখানি ঘর ও প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে ও ঘরের জানালা দিয়া গঙ্গাদর্শন হয়।

সুবিমল গাড়ী করিয়া প্রথমে মাতুলালয়ে আসিয়া বংশীর এক বালক পুত্রের মুখে শুনিল নবীন পণ্ডিতের বাড়ীতে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার জননী আছেন। নবীনের বাটী তাহার মাতুলালয়ের নিকটেই—বালক সেই বাটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। সুবিমল সেইখানেই গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া নিজেই তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগটী হাতে লইয়া নবীনের বাটীর দিকে চলিল। সেই বাটীতে বালককালে সুবিমল কয়েকবার তাহার মাতার সহিত আসিয়া থাকিয়া গিয়াছিল—সেই বাটী তাহার অপরিচিত ছিল না।

সেই বাটীতে প্রবেশের পথে নবীনের কন্যা ধারা গাড়ীর

শব্দ শুনিয়া আসিয়া সুবিমলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সুবিমলকে ব্যাগ হস্তে আসিতে দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে দিল, কিন্তু পরে তাহাকে তাহাদের বাটীর মেহেদীগাছের বেড়া দেওয়া ফুলবাগানের পথে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বারেক সুবিমলকে দূর হইতে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল। শেষে উপলখণ্ডবাহিনী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর রজত স্রোতধারার মত হাসিয়া তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—তুমিই সুবিমল দা' ?

সুবিমল সানন্দ-বিস্ময়ে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ আমিই সুবিমল—তুমি কে ?

—আমি ধারা—তুমি আমাকে খুব ছোট দেখেছিলে—মনে নাই বোধ হয়।

সুবিমল সহাস্যবদনে প্রশ্ন করিল, আমাকে দেখে কি তোমার সন্দেহ হয়েছিল নাকি—আমি সুবিমল কি না ?

—তা ত হবেই—তুমি বিলেত থেকে এসেছ—তোমার হ্যাট্ কোট্ কই ?

—ওঃ তাই—চিনতে পারনি ! সেগুলো বাসায় রেখে এসেছি—এখানে যে সে পোষাকের আদর করবার লোক আছে তা ত জানতুম না—তাই পরে আসিনি। এ পোষাকে খেতে দেবে ত ?

—খাবার ত তৈরী করে—মা—মাসিমা বসে আছেন—তুমি কখন আসবে সেই আশায়। আমি ত এর মধ্যে পাঁচবার পথ দেখে গিয়ে তাঁদের খবর দিয়ে এলুম তুমি আসনি। এসো—বাড়ীর ভেতরে এসো—ব্যাগটা আমাকে দাও।

—ওটা—ভারি আছে—তুমি পারবে না।

—পারি কি না দেখ ত—এই কথা বলিয়া সুবিমলের হাত হইতে ব্যাগটী লইয়া ধারা অগ্রে অগ্রে চলিল এবং ব্যাগের ভারে একপাশে নত হইয়া যাইতে যাইতে কহিল—হ্যা একটু ভারি আছে বটে—কিছু খাবার দাবার এনেছো না কি? পুনরায় সেই রজত ধারার মত আনন্দের হাসি।

সুবিমল অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, তোমরা আমার ছোঁয়া খাবে কি না তা ত জানতুম না—আর তোমার দেখা পাবো সেটাও জানা ছিল না—কাজেই আনিনি—খাও ত কাল আনিয়ে দেবো।

—খাবোনা কেন? তোমাকে নিয়ে কেউ যেন ছুঁই ছুঁই না করে—মা তা সকলকে বারণ করে দিয়েছেন—বাবা বলেছেন তোমার ছোঁয়া খেতে কোনো দোষ নেই।

উক্ত কথা বলিতে বলিতে ধারা সুবিমলকে তাহাদের বাড়ীর ভিতরের দরদালানে আনিয়া সম্মুখের গৃহে উপবিষ্ট নারায়ণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—এই নাও মাসিমা তোমার ছেলেকে এনেছি—আমি ব্যাগটা ওপরের ঘরে রেখে আসি।

ধারা দ্বার ছাড়িয়া উপরে যাইতেই সুবিমল মাতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। নারায়ণী সাশ্রুনয়নে তাহার চিবুকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, গৃহের মধ্যে রন্ধন-নিরতা ধারার মাতা সরস্বতীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মাসীমাকে প্রণাম কর—ছেলেবেলা এখানে এলে কত যত্ন আদর করতেন—মনে নেই ?

সুবিমল গৃহের বহির্দ্দেশ হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিল এবং সরস্বতী—'বেঁচে থাক বাবা রাজা হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

ইতিমধ্যে ধারা ফিরিয়া আসিয়া সুবিমলকে কহিল, কই ব্যাগের চাবীটা দাও—কাপড় ছাড়বে ত—বার করে দিই। বাবার থান ধুতি ত পরবে না—আর মার শাড়ীপাড়ও পরবে না—আমার সব শান্তিপুরে—ডুরে—রঙ্গিন—এই সব কাপড়।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, না না আমার সঙ্গে ধুতি আছে—চল বার করে দিই গে।

নারায়ণী সুপ্রসন্ন বদনে কহিল, ধারা বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমনি বুদ্ধিসুদ্ধি—তেমনি কাজকর্ম্ম গায়ে হাতে লাগেনা—সব কাজ নিজে করবে—আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে।

ধারার সে প্রশংসা শ্রুতিসুখকর হইল না। সে বলিল, মাসীমার এক কথা—মা কি আমাকে তেমন কিছু করতে দেন—নিজেই ত সব কাজ আগে থাকতে করে বসে থাকেন। এল

তো সুবিমল দা—ওপরে তোমার ঘরে চলো—সেখানে যেখানে যা রাখবে—সব ঠিক্ ঠাক্ করে গুছিয়ে দিইগে—এই কথা বলিয়া ধারা সুবিমলের হাত ধরিয়া তাহাকে উপরে যাইতে ডাকিল।

সরস্বতী কহিল—ছিঃ মা—সুবিমলকে অত ব্যস্ত কোরো না—বড় হয়েছো এখন কি আর ছেলে মানুষী করে? সুবিমল কলকাতায় গিয়ে বাচাল বলে নিন্দে করবেন যে?

ধারা—নিন্দে করলেই হোলো আর কি? এসতো সুবিমল দা—কাপড় চোপড় ছেড়ে—হাত পা ধুয়ে জলটল খেয়ে বারান্দায় কেদারা পেতে রেখেছি—সেইখানে বোসবে চল।

সুবিমল ধারার ব্যস্ততায় হাসিতে হাসিতে তাহার অনুগমন করিল। যে ঘরখানি তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সুবিমল দেখিল,—গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—দক্ষিণে ও পূর্ব্বে মুক্ত ছাদ—পূর্ব্বের বাতায়ন পথে গঙ্গাবক্ষে তরণীর গতি—পরপারের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। গৃহের একধারে একখানি তক্তপোষের লেপের উপর সুশুভ্র চাদর পাতা ও শিয়রে একটী বালিশ—নূতন ওয়াড় দেওয়া—নিকটেই একটী আমকাঠের টেবিলের উপর বঙ্গবাসী কাগজ পাতা—তাহার উপর দোয়াত কলম পেন্সিল—ভাঁজ করা ব্লটিং কাগজ—শ্বেত পাথরের একখানি ছোট খল কাগজ-চাপার কাজ করিতেছে। দেওয়ালের ধারে একটি কাঠের

আনলা। জানালার উপর একটী কুঁজো—মোরাদাবাদের গেলাস ঢাকা। গৃহের কোথাও ধূলি মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই।

সুবিমল তাহার ব্যাগ খুলিয়া পরিধেয় বস্ত্র বাহির করিয়া দিল—সেই সময়ে ধারা তাহার পদদ্বয় লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে নিম্নতল হইতে এক জোড়া তালতলার হরিণ-চর্ম্মের চটী আনিয়া বলিল, দেখ দেখি এ জোড়া পায়ে হয় কিনা; বাবা এটা দানে পেয়েছিলেন—বড় হয় বলে পরেন নি।

সুবিমল সেই চটী পায়ে দিয়া পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই ধারা সেস্থান হইতে অন্তর্দ্ধতা হইয়াছিল। ক্ষণেক পরে সে একখানি রেকাবিতে সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি জলখাবার ও এক গেলাস জল আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গৃহের বাহিরে এক ঘড়া জল, ঘটী ও গামছা রাখিয়া সুবিমলকে বলিল—এইবারে ছাতে মুখ হাত পা ধুয়ে আগে জল খাও—তার পরে কথাবার্ত্তা হবে। টেবিলেই খাবে ত—না আসন পেতে দেবো?

সুবিমল সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ইচ্ছেটা কি?

ধারা—যদি টেবিলে খাওয়া অভ্যাস থাকে ত—জলখাবারটা—ওতে খেতে দোষ কি?

সুবিমল—আচ্ছা আসন পেতে দিলে—বাবু হয়ে বসে খেতে পারি কিনা—দেখই না কেন পরখ করে?

ধারা হাসিয়া কহিল—বুঝেছি নিচে বসে খাওয়াটা ভোলো নি—আচ্ছা তাই দিচ্ছি ঠাঁই করে। অবিলম্বে ধারা গৃহতলে

আসন পাতিয়া—জলের গেলাস ও জলখাবারের রেকাব নামাইয়া যথাস্থানে রাখিল এবং সুবিমল মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া সেই আসনেই জলযোগ করিতে বসিল।

জলযোগ করা শেষ হইলে ধারা সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে ভাত খাবে না লুচী খাবে?

সুবিমল—যা তোমাদের সুবিধে হয়—তাই খাবো।

ধারা—তা হলে লুচীই খেও—বলিয়া নিম্নতলে প্রস্থান করিল।

রাত্রে আহারের সময় নারায়ণী নিকটে বসিয়া—আহার করাইতে করাইতে সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিল, এসব খাওয়া যদি অভ্যেস না থাকে—যা খাও—যা ভালবাসো—তা বোলো—এঁরা করে দেবেন—তবে বৃথা-মাংসটা এঁরা বাড়ীতে আনেন না।

সুবিমল কহিল, মাংস নাই বা হোলো—আর এসব খাওয়া অভ্যাস নেই তোমাকে কে বল্লে—এসব ত বেশ ভালই রান্না হয়েছে।

সেই সময়ে ধারা লুচী পরিবেশন করিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণী কহিল, এসবই ধারার রান্না—ওর মাকে রাঁধতে দেয়নি।

ধারা—কেন? ভাল হয়নি বুঝি?

সুবিমল—না না—বেশ হয়েছে।

ধারা সহাস্য বদনে নারায়ণীর দিকে চাহিয়া কহিল, শুনলেন মাসীমা! আমি জানি সেখানে ত ভাল ভাল মাছ মাংস, চপ্‌ কাটলেট্‌ রোজই খেয়ে থাকেন—এখানে এগুলো ভাল না হলেও নতুন বলে মুখ বদলান ত হবে—তা হলেই ভাল লাগবে। কাল সকালে উচ্ছে শুক্‌তো, থোড় সড়সড়ি, মোচার ঘণ্ট, এঁচোড়ের ডালনা, মুগের ডাল, বড়ি ভাজা, মাছের ঝোল—করমচার অম্বল দিয়ে ভাত দেবো। মুখ বদলান ত হবে—রান্না ভাল হোক আর না হোক—খেতে নতুন লাগবে।

স্ববিমল হাসিয়া বলিল, নতুনটা ঠিক হবে না—বাসাতেও ওসব রেঁধে থাকে—তবে সে সব উড়ে বামুনের রান্না—তোমার মতন তারা ত রাঁধতে জানে না।

ধারা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, ভাল হয়নি বুঝি মাছের কালিয়াটা—তাই ঠাট্টা হচ্ছে?

স্ববিমল—না না—সত্যি কথাই বলছি—রান্না বেশ ভালই হয়েছে।

ধারা মনের সন্তোষ মুখের হাসিতে জানাইয়া কহিল—সে ত বলবেই—বিলেত থেকে সহবৎ শিখে এসেছ—স্বমুখে কি আর নিন্দে করবে? যাই—চাটনীটা আনিগে—বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নারায়ণী বলিল, মেয়েটী বাপ মায়ের আদরের বলে একটু বেশী কথা কয়—মনের কথা ঢেকে রাখতে জানে না—আইবুড়

মেয়ের পক্ষে বয়েস বেশীই হয়েছে—কিন্তু এখনো ছোটটার মতনই সরল আছে—অথচ বুদ্ধিসুদ্ধি খুব—হাসিটুকুত মুখে লেগেই আছে।

সুবিমল—হাঁ মেয়েটা বেশ—যেন কতদিনের জানা শুনো—এই রকম ভাবেই আমার সঙ্গে প্রথম থেকে কথাবার্ত্তা কইছে।

নারায়ণী—ওর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমাকে কি বলে ডাকবে—ওর মা বলে দিয়েছিল—দাদা বলতে পারে—আর ঘরের লোকেরই মতন কথা কইতে।

ভোজনান্তে সুবিমল একখানি বেতের মোড়া লইয়া ছাদের উপর গিয়া বসিয়াছিল।

শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ লঘু শুভ্র মেঘস্তরের মধ্য দিয়া এক একবার বাহির হইয়া শ্যামাঙ্গী তরুণীর তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরে কৌতুক হাস্য রেখার মত দেখাইতেছিল। অদূরে ভাগীরথী বক্ষে মাল বোঝাই নৌকা মন্থর গতিতে যেন আবর্জ্জনার বোঝা টানিয়া লইয়া জলতরঙ্গে কৌমুদীর লাস্য লীলার আস্তরণ বিছাইয়া দিতেছিল। পরপারের সমুন্নত বৃক্ষরাজি যেন সেই উৎসব দেখিবার আশায় কৃষ্ণকায় কৃষক দর্শকগণের মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুবিমল শূন্য-দৃষ্টিতে প্রকৃতির সেই নৈশ শোভার দিকে চাহিয়াছিল—কিন্তু তাহার মন প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া কোনও অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছিল।

নারায়ণী নিকটে আসিয়া ডাকিল, সুবিমল !

সুবিমল চমকিয়া উঠিয়া কহিল, কেন মা ?

নারায়ণী—তাহলে তোমার মেসো মশায় কাল সকালে যজমান বাড়ী থেকে এলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত করতে বোলবো ? বংশীও সেই কথা জিজ্ঞেসা করতে এসেছিল—তাকেও সাহায্য করতে হবে কিনা—তর্করত্ন মশাই একলা ত সব কাজ পেরে উঠবেন না।

সুবিমল—নিরুৎসাহভাবে কহিল, যা ভাল বোঝ তুমি—তাই কর মা—আমাকে যা বলবে তাই কোরবো।

নারায়ণী—আমি কেন তোমাকে এ কাজ করতে বলছি তা ত জান বাবা—কর্ত্তার সঙ্গে যাতে আবার তোমার মিল হয় সেই চেষ্টাতেই এটা করাচ্ছি। তিনি মুখে তোমার নাম না করুন—ভেতরে ভেতরে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যে মনের কষ্টে আছেন—তা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝতে পারি। সেই জন্যেই বলছি—নইলে আমার জন্যে এসব করবার কোনো দরকার ছিল না—আর আমি আর কদিনই বা আছি।

সুবিমল সহসা তাহার উদাসীন ভাব ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, ওকথা বলছ কেন মা ! তোমার কি শরীর ভাল নেই ?

নারায়ণী—না বাবা শরীর ভালই আছে। তা নয়—তবে তোমাদের সুখে রেখে—কর্ত্তার পায়ে মাথা দিয়ে যেতে পারলেই ত এখন আমার ভাল বাবা—সেই কামনাই করছি।

সুবিমল আশ্বস্ত হইয়া কহিল, হ্যাঁ মা তাহলে আমাদের ছেড়ে যেতে তোমার ইচ্ছে করে ?

নারায়ণী—না বাবা ইচ্ছে কি করে—তবে যেতে ত হবেই একদিন—সেটা ত ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা নয়—তখন স্বামী পুত্রকে রেখে যাতে যেতে পারা যায় সেইটাই কি প্রার্থনার জিনিস নয় ? তা ছাড়া আচার্য্যি মশাই আমার হাত দেখে গুণে বলে দিয়েছেন—আমার আর বছর দুই পরমায়ু আছে।

সুবিমল অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন করিল, কে বলেছেন ?

নারায়ণী—আচার্য্যি মশাই—তাঁকে তুমি দেখনি—নবদ্বীপেই বাড়ী—বহুকাল কাশীতে ছিলেন—তিনি একজন বড় জ্যোতিষী—তাঁর গণনার প্রায় ভুল হয় না।

সুবিমল—তা হতে পারে—কিন্তু তাঁর কাছে তোমার হাত দেখাতে যাওয়াই উচিত হয় নি। যদি গণনাটা ঠিকই হয়—তা হলেও ভবিষ্যৎ জেনে কোনও লাভ নেই। সুখটা হঠাৎ এলেই তার মাত্রা বেড়ে যায়—আগে জানলে সুখটা পরিমাণে কম পাওয়া যায়—আর দুঃখটা আগে জানা কেবল তার ভোগের কালটা আগে থাকতে বাড়িয়ে দেওয়া। একেত জীবনে দুঃখের ভাগটাই বেশী—তার ওপর আগে থাকতে যদি অতীত আর বর্ত্তমানের দুঃখের বোঝার ওপর ভবিষ্যতের দুঃখের বোঝাটা ইচ্ছে করে চাপিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে জীবনটাকে অসহ্য করে তোলা হয়—বিধাতা তাই জীবনটাকে দুর্ব্বহ না করবার

জন্তেই ভবিষ্যৎটা অন্ধকারে রেখেছেন। তারপরে গণনা যদি ভুল হয়—তা হলে মিথ্যেকে সত্যি করে খালি আপনাকে কষ্ট দেওয়া—অনর্থক দুর্ভাবনায় শরীর মাটী করা।

নারায়ণী—গণনা মিলেও ত যায়।

সুবিমল—গণনা মিথ্যে হলেও মিলে যেতে পারে—ইংরাজীতে auto-suggestio। বলে একটা কথা আছে—তোমাকে যদি কেউ মিথ্যে করে বলে তুমি অমুক দিন মারা যাবে—আর তুমি যদি অল্পবুদ্ধি হও আর সে কথায় বিশ্বাস কর—তা হলে ভেবে ভেবে সেইদিনে তোমার সত্যি সত্যি মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

নারায়ণী—গণনা সত্যিও ত হতে পারে—তাহলে আগে থাকতে ভবিষ্যৎ জানলে ত লোকে প্রস্তুত হতে—ফাঁড়া কাটাতে পারে।

সুবিমল—সেইটাই ভুল মা। তুমি কি এমন কারুর কথা শুনেছ যে সে এমন কোনও কর্ত্তব্য পালন করে গেছে যা গণনা করে তার ভবিষ্যৎ জেনেছিল বলে করেছিল—নইলে কর্ত্তে পারত না—বা করত না? যে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় সে গণনা না করালেও সময়ে কর্ত্তব্য পালন করে—আর যার সেদিকে ঝোঁক নেই সে গোণালেও করে না। তা ছাড়া যদি আমাদের জন্মলগ্ন থেকে জীবনটা ছকা হয়ে গিয়ে থাকে—তবেই না গুণে ঠিক্ বলতে পারে। যদি তার ওলট পালট মানুষেই করতে

পারে—তা হলে ঠিকুজী কোষ্ঠী যা গুণে লেখা হয় তা অকাট্য বলা চলে না। কাজেই যারা ও সব গুণে ভয় দেখিয়ে দেয়—কিম্বা যা তা বলে রাজা উজীর হবার লোভ দেখায়—তারা ব্যবসাদার—তাদের বিশ্বাস করতে নেই। তাদের কাছে সখ করে যারা যায় তাদের মত কমবুদ্ধি লোকের ঠকাই ঠিক্। কিন্তু যারা মিথ্যে জেনে—কি ভুল হতে পারে জেনেও—লোককে সাংঘাতিক বিপদ হবার খবর দেয়—তাদের আইন করে গুরুদণ্ডের বিধান করা দরকার।

নারায়ণী—আমি ত স্ত্রীলোক—কত বড় বড় বুদ্ধিমান বিদ্বান লোক যে এই সব লোকের কথা বিশ্বাস করছে বাবা।

সুবিমল—তা জানি মা—এক দিকে বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ আবার এসব দিকে কচি ছেলের চেয়েও কম বুদ্ধি—এরকম লোক জগতে ঢের। তারা যাই করুক—এটা ঠিক্ যে ভবিষ্যৎ জেনে খালি দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি করা—অদৃষ্টবাদী হয়ে পুরুষকারকে খাটো করা—এদুটোই মানুষের উচিত নয়। তবে তোমার মৃত্যুর কথা যে আচার্য্যি বলেছে সে ভুল বলেছে—তার কথা মিথ্যে হবে—তুমি আমাদের কাছে এখনো অনেকদিন থাকবে—তুমি দেখবে মা আমার কথাই ঠিক—একথাটা বিশ্বাস কোরো মা।

নারায়ণী নিজের মৃত্যু আশঙ্কায় পুত্রের উত্তেজনা দেখিয়া মনে মনে প্রীত হইয়া কহিল—আচ্ছা বাবা তাই হবে—এখন

কাজের কথা যা বলছিলুম তা শোনো। প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে আমাদের নবদ্বীপের জ্ঞাতি কুটুম্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও বলতে হবে—আর এখানে ত বলতেই হবে।

সুবিমল—সে তোমার যেমন ইচ্ছে বোলো না মা—টাকা যা লাগে তা আমি দেবো। আর বংশীমামাকে আর মেশো মশায়কেও কিছু দেবার ইচ্ছে—এখন দেবো?

নারায়ণী—আমি ত হাতে করে নেবোনা বাবা—কর্ত্তার বারণ আছে।

সুবিমল - তা ত জানি মা—সেই জন্যেই ত টাকা আগে পাঠাতে পারিনি—তোমাকে কোনো কিছু দিতে পারি না—সেইটাই আমার সব চেয়ে কষ্ট।

নারায়ণী—আমি টাকা নিয়ে কি কোরবো বাবা? তুমি নিজেই তর্করত্ন মশাইকে আর বংশীকে দিও। তা প্রায়শ্চিত্ত করতে ওঁরা বলছিলেন ৩।৪ শ' টাকার কম হবে না। তা তোমার মেশোকে আলাদা দিলে—তিনি নেবেন না। আর মনেও তাঁর কষ্ট হতে পারে—তুমি ঐ প্রায়শ্চিত্তের টাকাটার সঙ্গেই কিছু বেশী করে দিও। বংশীকে নিজের হাতে যা দেবে সে তাই নেবে—আর তর্করত্ন মশাইকে যা দেবে তোমার মাসিমার কাছে দিলে আমি বলে কয়ে দেবো অখন।

সেই কথামত পরদিন প্রাতে নবীন যজমানের বাটী হইতে

ফিরিবার পূর্ব্বেই সুবিমল সরস্বতীর নিকট পাঁচশত টাকা ও বংশীকে দুইশত টাকা দিল।

উদ্যোগ ও নিমন্ত্রণাদি করিতে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গেল। তৎপরে সুবিমলের প্রায়শ্চিত্ত যথারীতি সম্পন্ন হইল। নবদ্বীপ, হরিপুর ও অন্যান্য স্থানের অনেক পরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নবীন ও বংশীর নিমন্ত্রণে আসিয়া সেই ক্রিয়ায় যোগ দিল এবং দান গ্রহণ করিল। বংশী সংবাদ আনিল সুবিমলের পিতা সেই সংবাদ লোকমুখে শুনিয়াছে।

(৯)

প্রায়শ্চিত্তের পরদিন সন্ধ্যার পরে সুবিমল ছাদে বসিয়া আছে এমন সময় ধারা আসিয়া কহিল, কই আজ ত কোথাও বেড়াতে গেলে না ?

সুবিমল—না আজও পারলুম না—কালপরশুও ত যাইনি। তোমাকেও ত কাল থেকে দেখতে পাই নি।

ধারা—কেন তোমার কি কিছু অসুবিধে হয়েছিল ? যেখানকার যা সব ত রেখে রেখে গিয়েছি।

সুবিমল—হ্যাঁ তা সব ঠিক পেয়েছি—কাজ ত সব যেন মন্তরে হয়ে গিয়েছে—কিন্তু যে করে গেছে তাকেই দেখতে পাইনি।

ধারা—কদিন তোমার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে কাজের ঝঞ্ঝাট পড়েছিল কিনা—মা আর মাসীমা কি সব পেরে উঠতেন—তাই আমাকে থাকতে হয়েছিল। যাহোক প্রায়শ্চিত্ত ত হয়ে গেল—কিন্তু কিসের যে প্রায়শ্চিত্ত তা ত বুঝলুম না—আমি ত আমি—বাবা যে অত বড় পণ্ডিত তিনিই বুঝতে পারেন না—তা আমি।

সুবিমল—কেন? তিনি কি কিছু বলেছিলেন নাকি!

ধারা—তিনি বলছিলেন—ওসব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যখন হয়েছিল সে কালে আর একালে ঢের তফাৎ হয়ে গেছে—এখন ওটা অন্যায় অসঙ্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব খাওয়া ছোঁয়ার অনাচারের জন্যে ওটা করা, সেটা ত এখন ঘরে ঘরে সখ করে লোকে করছে—তাতে যখন দোষ হয় না - জাত যায় না—তখন লেখাপড়া কাজ কর্ম্ম শিখতে বিদেশে যেতে বাধ্য হয়ে যারা ও সব করে তাদের দোষ ধরাটা খুবই অন্যায়—এতে শিক্ষার ওপর অবিচার করা হয়—লোকের গুণটাকে দোষ বলে ধরে দণ্ড দেওয়া হয়। এ প্রায়শ্চিত্ত যারা করে তাদের যত পাপ থাকুক আর না থাকুক যারা করায় তাদের পাপ।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, তবে তিনি করালেন কেন?

ধারা—তোমার বাবাকে সন্তুষ্ট করে তোমার সঙ্গে মিল করে দেবার জন্যে। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিত হয়েও তোমার মতন ছেলেকে ঘরে না নিয়ে যে অন্যায় করছেন—পুত্র যদি তাঁকে সে অন্যায় থেকে রক্ষা করে তাতে পুত্রের পুণ্য আছে—তোমার সেই পুণ্য হবে। বাবা আরো বললেন, তুমি ভাল ছেলে তাই এ কাজ করলে—অন্য ছেলে হলে হয়ত বলত—এ কাজ করলে তার বিবেকে আটকাবে—সামাজিক অবিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে—এই রকম কত কি। মাসিমাকে তিনি তাই বলছিলেন—দিদি তুমি রত্নগর্ভা।

কথাটা পাল্টাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সুবিমল কহিল, তুমি ত বেশ কথা কও ধারা! তুমি কি পড়?

ধারা—আমার ব্যাকরণ শেষ হয়ে গেছে—আমি কাব্য পড়ি—রঘুবংশও শেষ করেছি।

সুবিমল—ইংরেজি শেখনি?

ধারা—না। কে শেখাবে? আমি ত স্কুলে যাই না—বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। এখানে ভাল মেয়ে স্কুলও নেই। বাবা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়াতেন, তখন তাঁর কলকাতার বাসায় থেকে পড়লে স্কুলে পড়তে পারতুম। তা তখন খুব ছোট ছিলুম—এখন আর সে উপায় নেই।

সুবিলম—কেন? কোনো আত্মীয় কুটুম্ব নেই—তাঁদের বাড়ীতে থেকে পড়তে পারতে।

ধারা—না—সে রকম লোক কেউ নেই—তা হলে আর বা দু চার দিনের জন্যে কলকাতায় যেতে পারতেন না? আজ দু' তিন বছর ধরে একবার কলকাতায় গিয়ে কালীদর্শন করে আসবার আর ইচ্ছে ছিল, আর সেই সঙ্গে দু চার দিন থেকে যাদুঘর, পশুশালা, আর সব যা যা দেখবার আছে সেই সব আমাকে বাবা দেখিয়ে আনবেন বলেছিলেন—তা আর হোলো না।

সুবিমল—তুমি কি সে সব কিছু দেখনি না কি?

ধারা-ছেলেবেলা পশুশালা—যাদুঘর দেখেছিলুম কিন্তু ভাল মনে নেই।

সুবিমল—তা আমার বাসায় চলোনা—তোমরা সেখানে যতদিন ইচ্ছে থেকে স্বচ্ছন্দে সব দেখে শুনে আসবে।

'ধারা অকপট আনন্দে বলিয়া উঠিল, তা হলে ত বেশ হয়—কিন্তু মা কি রাজি হবেন? তুমি ত সেখানে সাহেব—আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক সেখানে থাক্‌লে লোকে তোমাকে বলবে কি!

সুবিমল হাসিয়া উত্তর দিল, লোকে আবার কি বলবে? সবাই জানে আমিও তোমাদেরই মতন এই দেশের পাড়াগাঁয়েই জন্মেছি—আর যতই সাহেব সাজি—সাহেবেরা মুখের সামনে না বললেও কোনো কালে আমাদের মত কালা আদমীকে সাহেব বলে নিজেদের দলে টেনে নেবে না—চিরদিন নেটিভ বলে মনে মনে অন্ততঃ ছোট ভেবে আসবে। সে সব কোনো ভাবনা নেই—তোমরা স্বচ্ছন্দে যেও—আমার উড়ে বামুন আছে।

ধারা—তা থাকুক না—তাকে আমাদের দরকার কি? আমরা যে কদিন থাকবো—মা রাঁধবেন—তুমি আমাদের কাছে খাবে—তোমার মাংস টাংসগুলো না হয়—সে রেঁধে দেবে। তাহলে তার কাছ থেকে মাংস রান্না শিখে আমিও একদিন তোমাকে কালীঘাট থেকে প্রসাদী মাংস কিনে আনিয়ে রেঁধে খাইয়ে আসবো।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, বেশ্ ত তাই কোরো না।

ধারা—কিন্তু তোমার বাসায় ভাল ভাল লোক জন আসেন—আমাদের ত ভাল কাপড় চোপড় নেই—এই যা মোটা কাপড় সেমিজ দেখছো—যার আবার সেমিজও নেই খালি মোটা শাড়ী।

সুবিমল—তা হলেই বা—তোমরা থাকবে বাড়ীর ভেতরে আর আমার কাছে যাঁরা আসবে তারা বাইরে থেকেই চলে যাবে—তোমাদের দেখবে কি করে? তারপর তুমি যদি যাও ত তোমাকে আমি ভালো কাপড় সেমিজ জামা কিনে দেবো।

ধারা ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, তুমি কিনে দেবে কেন?

সুবিমল—ভাই কি বোনকে কাপড় চোপড় কিনে দেয় না? তুমি তাহলে আমাকে ঠিক্ আপনার লোক ভাবো না বলো।

ধারা—কে বল্‌লে? তাহলে মাসিমা এলে—তোমার সঙ্গে যখন দেখাও হয় নি তখন থেকে তোমাকে 'তুমি' বলে ডাকবো ঠিক্ কোরে রেখেছিলুম কেন?

সুবিমল—তবে কাপড় জামা আমি কিনে দিতে চাইছি বলে শিউরে উঠলে যে?

ধারা—শুধু শুধু ছুদিনের জন্যে টাকা খরচ করবে? এখানে যখন আসবো ফিরে—তখন ত আর সে সব কিছু কাজে লাগবে না—আবার এই মোটা কাপড় সেমিজ পরতে হবে।

সুবিমল—কেন? এখানে কি ভাল কাপড় জামা পরতে নেই?

ধারা—এখানে যেমন অবস্থা তার চেয়ে বেশী দামী কাপড় জামা পরবার দরকার ত নেই—আর পরলে লোকে নিন্দে করবে।

সুবিমল—তা হোক—কোথাও যেতে আসতে পরবে। আবার যখন আমাদের বাসায় যাবে তখন পরবে। সেখানে একবার গেলে কি আর যেতে হবে না? যতবার ইচ্ছে—দরকার হলেই যাবে।

ধারা—যাক্—সে সব কাপড় জামার এখন দরকার নেই। সেখানে গেলে যদি তোমার মান সম্ভ্রম রাখবার জন্যে না হলে নয় বোঝো—কিনে দিও পরবো—তাহলে যাই মাকে বলিগে?

সুবিমল—নিশ্চয়ই বলবে—আমি নিজেও কাল মেশো-মশাইকে বোলবো অখন।

ধারা তৎক্ষণাৎ সেই আনন্দ সংবাদ মাতাকে জ্ঞাপন করিতে যাইল।

ধারা প্রস্থান করিতেই সুবিমলের আননে উদ্বেগের ছায়া দেখা দিল। দিবসের কলকোলাহলে ও কর্ম্মের ব্যস্ততায় যে চিন্তা তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিবার অবসর পায় নাই, এক্ষণে রজনীর নীরবতা ও নক্ষত্রখচিত মহাশূণ্যের অসীম গভীরতা, তাহার নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই চিন্তাকে প্রবল করিয়া তুলিল—বিনতির চিঠি আসিল না কেন? সুবিমল ত তাহাকে

কুশল সংবাদ দিয়াছে—প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া পুনরায় পত্র লিখিয়াছে—তবে বিনতির উত্তর আসিল না কেন ?

সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সে যে কতক্ষণ বসিয়াছিল সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

অকস্মাৎ জননীর স্নেহ-কোমল আহ্বানে তাহার সেই চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল। নারায়ণী ডাকিল, বাবা সুবিমল অনেক রাত্তির হয়েছে—যাও উঠে গিয়ে ঘরে শোওগে।

সুবিমল চমকিয়া উঠিয়া নীরবে গিয়া তাহার শয্যা গ্রহণ করিল।

পরদিন সুবিমল আহার করিতে বসিলে নারায়ণী নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত হস্তে তাহার ভোজন পাত্র হইতে মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বাবা তুমি নাকি তোমার মাসিমাকে তোমার বাসায় থেকে কালীদর্শন করে আসতে বলেছো ?

সুবিমল—হাঁ, ওঁরা সবাই স্বচ্ছন্দে গিয়ে আমার ওখানে নিজের বাড়ীর মতন থাকতে পারেন—কোনো অসুবিধে হবে না—তুমিও চল না মা—একবার বাসাটা দেখে আসবে।

নারায়ণী—যেতে ত ইচ্ছে করে বাবা, কিন্তু কর্ত্তার মত না নিয়ে ত যেতে পারি না। এখন তুমি প্রায়শ্চিত্ত করেছ—আপত্তি করবার কথা নয়—তবু বাড়ী ফিরে গিয়ে তাঁর মন বুঝে দেখতে হবে—কি বলেন। এঁরা ত এখন যান—আমার

যাওয়া হয় ত পরে হবে। এঁদের অনেক দিন থেকেই একবার কলকাতায় গিয়ে দিন কতক থাকবার ইচ্ছে—তোমার কল্যাণে যদি সুযোগ হোলো ত দেরী করাটা ঠিক নয়।

সুবিমল—দুদশ দিন পরে গেলে যদি তুমিও সঙ্গে যেতে পার—সেই ত ভাল হয়—কালীদর্শন করা ত যখন যাবেন তখনই হতে পারবে।

নারায়ণী—শুধু ত কালীদর্শন নয় বাবা—ধারাকে কনে দেখাবার জন্মেই আরো ওঁদের যাবার ইচ্ছে। ধারাটী বড় হয়ে উঠেছে—তা এখানে বামুন পণ্ডিতদের টোল থেকে এখন দিন চালান ভার হয়ে উঠেছে—তাই তোমার মেসোমশায়ের ইচ্ছে ইংরেজী লেখাপড়া জানে—চাকরী করে সংসার চালাতে পারে—এমন একটী পাত্রের হাতে ধারাকে দেন—তাহলে আর মেয়েটীকে হা অন্ন হা অন্ন করে কষ্ট পেতে হবে না।

সুবিমল—সে ত ঠিক্—তা সে রকম সম্বন্ধ করলেই পারেন। তবে ধারা তেমন ত বড় হয়নি—এখনো দু এক বছর রাখলে ক্ষতি কি?

নারায়ণী—ক্ষতি আছে বৈকি বাবা—বেশী বড় হোলে আমাদের এখানকার সমাজে নিন্দে হবে যে—তাতে মেয়েটী দেখতে ভাল হলেও—রং তেমন ফর্সা নয় কিনা—কথায় বলে সর্ব্বদোষ হরে গোরা—তা ধারা ত আর গৌরবর্ণ নয়?

সুবিমল—তা না হোক—দেখতে একটা শ্রী আছে।

নারায়ণী—সেটা ত আর পত্রে লিখে লোককে ঠিক বোঝান যায় না। চিঠিতে মেয়ের রং কেমন—লিখতে হলে শ্যামবর্ণ লিখতে হবে—তা হলেই লোকে ধরে নেবে কালো। চোখে দেখলে আর সে ভুলটা হবে না। তাই তোমার মেসোমশায়ের ইচ্ছে—যে দুএক ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছে—ধারাকে তাঁদের 'কনে' দেখিয়ে আনেন। এত দূরে তাঁরা কেউ আসতে চান না—পাত্র দুটাই কলকাতাতে থাকে—একটা পড়ে—আর একটা চাকরী করে।

সুবিমল—তা বেশ ত—ওঁরাই না হয় আগে যান—তুমি পরে যেও। ওঁদের থাকবার যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তা আমি করে দেবো—ওঁদের কোনও কষ্ট হবে না। যেদিন ইচ্ছে ওঁরা যেতে পারেন।

সুবিমলের মন কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল—অথচ নারায়ণী যখন তাঁহার স্বামীর অপ্রীতির শঙ্কা উপেক্ষা করিয়াও পুত্রের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পরিতেছেন না তখন তাঁহাকে সে কথা বলা চলে না। এই ভাবিয়া যাহাতে নবীন সপরিবারে শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করে সেই কামনায় সুবিমল উক্ত কথাগুলি বলিল—নবীনদের যাইবার পূর্ব্বেই তাহা হইলে তাঁহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত করিতে সুবিমল কলিকাতায় সত্বর ফিরিবার সুযোগ পাইবে। সুবিমলের কামনা অন্যভাবে পূর্ণ হইল।

ধারা আসিয়া নারায়ণীকে সংবাদ দিল, নবদ্বীপ হইতে বাসুদেব পত্র পাঠাইয়াছেন—নারায়ণীকে সত্বর নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেই সংবাদ পাইয়া নারায়ণীর মুখ শুখাইয়া গেল। পত্র নবীনের নামে আসিয়াছিল—সেই পত্রের উত্তর না দিয়া নারায়ণী আর কয়েক দিনের জন্য যাহাতে তাঁহার হরিপুরে থাকা হয়—বাসুদেবকে সেই কথা বুঝাইয়া বলিয়া আসিতে নবীনকে নবদ্বীপে পাঠাইলেন। নবীন সেই সুযোগে যদি পিতা পুত্রের মিলন সংঘটিত হয় সে চেষ্টাও করিবেন বলিয়া গেলেন। নারায়ণী উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন নবীন নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, নারায়ণীকে পরদিনই নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পুত্রের উপর যে দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল সেই ভাবটা এইবার বাসুদেবের মন হইতে কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্যই যে সুবিমল প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহা বুঝিয়া বাসুদেব যে মনে মনে সুবিমলের উপর সদয় হইয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু নারায়ণী যে তাঁহাকে লুকাইয়া পুত্রকে আনাইয়া তাহার সহিত একত্রে বাস করিতে-

চেন সে জন্ম নারায়ণীর উপর বাসুদেব মৌখিক ক্রোধ প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। ধারা আসিয়া সেই খবর সুবিমলকে দিতে সুবিমলের মনে একটু অভিমানের আবেশ আসিলেও, সে যে পরদিনই, মাতা নবদ্বীপে যাইলেই, কলিকাতায় ফিরিতে পারিবে সেই চিন্তাতে তাহার মনে একটা সন্তোষ আসিয়াছিল। কিন্তু পুত্রের সহিত পরদিনই বিচ্ছেদ হইবে সেই চিন্তায় নারায়ণীর মনে যারপর নাই ক্লেশ হইল। নবীনের সহিত বাসুদেবের যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সমস্ত সবিশেষ শুনিয়া নারায়ণী পুত্রের সহিত পরামর্শ করিতে আসিল। নারায়ণী ম্রিয়মানভাবে আসিয়া সুবিমলকে কহিল, শুনেছ ত বাবা— আমাকে কালই নবদ্বীপে ফিরে যেতে হবে।

সুবিমল—হ্যাঁ মা শুনেছি। বাবাকে আর রাগিয়ে কাজ নেই,—তিনি যা বলেছেন তাই করো মা।

নারায়ণী—সেখানে যেতে ত আমার একটুও কষ্ট হোত না যদি তিনি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলতেন—তা ত বলেন নি। তোমার মেসোমশাই নিজে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে এলেন—তবু বলেন নি।

সুবিমল—তা কি করবে মা—তিনি যাতে সন্তুষ্ট থাকেন— সেইটা করাই তোমার আগে দরকার।

নারায়ণী—তা ত কোরবো—কিন্তু তুমি যে তাঁর মন রাখবার জন্যে এতটা করলে—তবু তাঁর সেই ধনুকভাঙ্গা পণ ভাঙ্গলো না

এইটাই কষ্ট। তর্করত্ন মশাইত তাঁর চেয়ে কম মানী জ্ঞানী লোক নন—তিনি বুঝিয়ে এলেন—এখন তোমাকে ঘরে নেওয়াই তাঁর উচিত—তাতে কি বলেছেন—শুনেছ?

সুবিমল—কি বলেছেন?

নারায়ণী—বলেছেন—তোমার টাকা হয়েছে—তাই আমার কথা এড়াতে না পেরে তুমি প্রায়শ্চিত্তেতে কিছু টাকা খরচ করেছ—সে আর বেশী কথা কি—আর সমাজও হয়েছে এখন টাকার বশ তাই তোমার দান নিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যে মনখুলে ঘরে আসতে চাও তার ঠিক কি? যখন কুলশীল দেখে ভাল ঘরে বিয়ে করে এমন বউ ঘরে আনবে, যার হাতে তিনি অন্নজল খেতে পারেন—তখন তিনি বুঝবেন যে ঘরে ফেরবার ইচ্ছাটা তোমার মনের আসল কথা। নইলে আজ প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে এলে, কাল অজাতে অঘরে বিয়ে করে আবার চিরকালের জন্যে ঘরের বার হয়ে যাবে—তাতে একবার তাঁর প্রাণে যে দাগা দিয়েছ সেইটে খালি বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কষ্ট দেবে। তার চেয়ে এখন যেমন দূরে দূরে আছ—তাঁর পক্ষে না কি সেইটেই ভাল। এইটে কি তাঁর মত পণ্ডিতের বিচার হোলো—না যিনি ছেলেকে অত ভাল বাসতেন তাঁর কথা হোলো!

সুবিমল ম্লানমুখে মাতার বাষ্প-ভারাক্রান্ত নয়নের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

নারায়ণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় কহিল, তোমাকে সংসারী করাটা ত তাঁরই কাজ—না তোমার কাজ? এটা কি তাঁর বুদ্ধিতে এলো না? তর্করত্ন মশাই সে কথা বলাতে তিনি বলেছেন—যে ছেলে বাপকে না বলে বিলাত যায়—সে ছেলে কি বাপের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে থাকে? সে নিজেই যেখানে মন চায় বিয়ে করে। কিন্তু তাঁর এটাও ত ভাবতে হয়—বাপ মা যদি ছেলেকে যথার্থ ভালবাসে তা হলে ছেলে যাতে সুখী হয় এমন কনের সঙ্গেই ত বিয়ে দেয়—ছেলেকে দেখিয়ে শুনিয়ে ছেলের নিজের মত করিয়ে এখন যেমন হয়েছে—তেমনি বিয়ে তিনি যদি দেন—তা হলে ছেলেই বা অমত করবে কেন? সে যা হোক ছেলেকে আগে ঘরেই নিন ত—তার পরে বিয়ের কথা। যাই আমি নিজে গিয়ে বলে কয়ে দেখি—যাতে তার বিহিত করতে পারি—তার পরে অন্য কথা—কি বল বাবা।

সুবিমল নত মুখে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, তুমি যা বোলবে করতে মা—যদি সাধ্য থাকে ত তাই কোরবো।

সেই কথা মত স্থির হইল নারায়ণী পর দিন প্রাতে নবদ্বীপ যাইবেন এবং অপরাহ্ণে সুবিমলও কলিকাতায় ফিরিবে। পুত্রের সহিত এমন ভাবে বিদায় লইতে নারায়ণীর মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছিল—কেবল স্বামীর স্নেহ-ক্রোড়ে পুত্রকে পুনরায়

লইয়া যাইবার আশায়—স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্য ব্যগ্রতায় —তিনি নবদ্বীপে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় সুবিমল গঙ্গাতীর হইতে বেড়াইয়া আসিয়া দেখিল তাহার গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া ধারা এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখছো ?

ধারা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, সন্ধ্যারাণী কপালে সিঁদুরের টিপ পরেছেন—তাই দেখছি।

সুবিমল দেখিল, ধারা সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া আছে। আকাশে তখন অন্য কোনও নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে কয়েকটী ক্ষুদ্র তারকা স্থানে স্থানে নয়ন গোচর হয় বটে—কিন্তু হঠাৎ দেখিলে কেবল ঐ একটী তারকাই নয়নে পড়ে।

ধারা বলিল, কেমন মানিয়েছে দেখ দিকি—দিগন্ত সীমায় কালো কালো মেঘগুলো পাকিয়ে উঠে যেন সন্ধ্যার কপালে কোঁকড়া চুলের পাতা কেটে রেখেছে আর তার ওপরে তারাটী যেন সিঁদুরের টিপের মত জল্ জল্ করছে। লোকে বলে এখন নাকি সহরের মেয়েরা সীঁথেয় সিঁদুর ছাড়া কপালের মাঝখানে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে। আমার বোধ হয় সেটাও ফরসা মানুষদেরই ভাল মানায়—কালোদের কপালে তেমন ভাল

খোলে না—যেমন আমার মতন লোকের আর কি—আমার কপালে ও টিপ ভাল খুলবে না।

সুবিমল হাসিয়া বলিল, খ্যাপা আর কি!—কে বললে তোমার কপালে মানাবে না! তুমি কি কালো না কি!

ধারা—কালো নয়ত কি—শ্যামবর্ণ বৈত নয়। কিন্তু সন্ধ্যার বর্ণটাও মলিন—আলো-আঁধারের ছায়ামাখা সন্ধ্যাকে ত বেশ মানিয়েছে। ঐ দেখ নীচের মেঘগুলোকে বাতাস উঠে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কপালের চুল গুলো এলোমেলো হয়ে গিয়ে সিঁদুর পরা মুখের বাহার যেন আরো খুলে গেল। তোমার ঘরের জানালা গুলো ভেজিয়ে দিয়ে আসি—জোর বাতাস ওঠেত ঘরে ধূলো আসবে।

সুবিমল—তাই দাও—নইলে তোমার অত যত্নের ঝাড়া পোঁছা সব পণ্ড করে দেবে। তুমি অত শীগগির ঝেড়ে পুঁছে কি করে তোমাদের ঘরদোর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ—তাই ভাবি। আমার বাসায় একটা বেয়ারা আছে—তার সারা দিনের কাজ হচ্ছে আমার শোবার আর বসবার ঘর দুটোকে সাফ্ রাখা। কিন্তু তোমার মতন এমন পরিষ্কার করে রাখতে তাকে একদিনও দেখলুম না—বই তুললেই র‍্যাকের কাঠে ধূলো—কলমদানীর ফাঁকে ফাঁকে ধূলো—থাকবেই। তোমার সেই সারাদিনের কাজ পাঁচ মিনিটে হয়ে যায়—অথচ কোথাও একটু ধূলো ধরতে পারি না।

ধারা—তোমার সেখানে কত রকম আসবাব পত্তর—কত জিনিস—আমাদের ঘরে কটা জিনিস তা বলো ?

সুবিমল—কেন ? এখানেও ত আমি অভ্যাসের দোষে যেখানে সেখানে বই কাগজ, জামা কাপড় ফেলে রাখতে কসুর করি না। কিন্তু তুমি এলেই দুচার মিনিটে যেন মন্তরের চোটে যেখানকার যেটী সেখানে সেটী গোছান সাজান হয়ে যায়—তা কি আমি দেখতে পাই না মনে কর ?

ইতিমধ্যে ধারা গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর স্থাপিত কেরোসিনের জুয়েল ল্যাম্পটী জ্বালিয়া দিয়াছিল। সুবিমল গৃহের মধ্যে আসিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—কই আজ সে সব গেল কোথা ?

ধারা—কি ? তোমার বই টই কাগজ পত্তর ?

সুবিমল—হ্যাঁ।

ধারা—আমি সে সব তোমার ব্যাগে পূরে রেখেছি। সে সব ত আর তোমার এখানে দরকার হবে না—রাত্তিরে ছাতে বসে ভাববে—আর সকালে কাল মাসীমার যাবার জন্যে ব্যস্ত থাক্‌বে—তার পরে খেয়ে দেয়ে নিজে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি যাবার সময় শেষে কিছু ভুলে যাবে—তাই পরবার কাপড় জামা ছাড়া আর সব ব্যাগে তুলে রেখেছি।

সুবিমল—সে জন্যে আর আজ কেন কষ্ট করতে গেলে—কাল তুলে দিলেই হোত—তাড়াতাড়ি আর কি ?

ধারা—তাড়াতাড়ি নেই ঠিক বলছো? আমি কি বুঝতে পারি না মনে করেছো?

কণ্ঠস্বরের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া সুবিমল হঠাৎ ধারার দিকে চাহিয়া দেখিল—সে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, সে হাসিতে কৌতুক ও কৌতূহল মিশিয়া তাহার নয়নে এক বিচিত্র জ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিয়াছে। যেন গৃহ কোণে অলক্ষ্যে রক্ষিত বীণা ওস্তাদের অঙ্গুলি স্পর্শে সহসা মিড় গোমক ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়া জানাইয়া দিল—তাহার পরতে পরতে সুর বাঁধা—সে নিদ্রিত নহে—পূর্ণমাত্রায় সজাগ—যেন নিবাত নিষ্কম্প আঁধার নৈশাকাশে প্রথম বিদ্যুৎ রেখা জানাইয়া দিল—আকাশ শূন্য নহে—বিজলীগর্ভ ঘনঘোরে দিঙ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত। ধারার সেই পরিহাস-মধুর নয়নভঙ্গী যে এক লহমায় তাহাকে সরলা বালিকা হইতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নারীতে পরিণত করিতে পারে সুবিমল ইতি পূর্ব্বে তাহার কোনও ইঙ্গিতই পায় নাই। অকস্মাৎ ধারার সেই ভাব পরিবর্ত্তনে সুবিমল ক্ষণকাল মুগ্ধ-বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি বুঝতে পেরেছ?

ধারা—কদিন ধরে কলকাতায় ফেরবার জন্মে কি রকম উতলা হয়ে রয়েছ? আর তা ত হবারই কথা—সে জন্মে তোমাকে আমি একটুও দোষ দিই না। প্রথম ত খাওয়া পরা শোয়া নাওয়া—এক আনাড়ি জায়গায় এসে—বিশেষ ত

আমাদের মতন গরিবের ঘরে এসে—তোমার ঠিক্ হচ্ছিল না। সে তুমি ভদ্রতা করে—আপনার জন ভেবে যতই বল না ঠিক হচ্ছিল—আমি তা বিশ্বাস করবো না। তার পর যাদের দেশ বিদেশে ঘোরা—কলকাতার মত লোকে লোকারণ্য জায়গায় থাকা অভ্যাস—তাদের কি এই পাড়াগাঁয়ে ঘরের মধ্যে একলা আটকে থাকা ভাল লাগে?

সুবিমল যেন মনের শঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, কে তোমাকে এসব কথা বললে বলত শুনি? আমার ত কদিন বেশ কেটে গেছে। একলাই বা কি? তোমরা ত সবাই রয়েছ?

ধারার ওষ্ঠাধরে শিশিরেভেজা অপরাজিতার মৃদুবাতাসে চমকের মত কৌতুকের হাসি কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, আমরা ত রয়েছি—কিন্তু তবু যেন তোমার সবই ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্ ছিল। কাজের ক্ষতির ভাবনা কি আর কি, তা তুমিই জান। চিঠি আসবে আসবে করে ক'দিন কি উৎকণ্ঠাতেই ছিলে! সে চিঠি ত এলো না। ডাকপিয়ন এসে যখন ছোট বড় খামে বাক্সে চিঠি দিয়ে ফিরে যেত, তোমার মুখ দেখে এক একদিন সত্যি সত্যিই যেন কান্না আসত। মনে হোত মাসীমা কেন তোমাকে ধরে রেখে এই কষ্টটা দিচ্ছেন। তিনি যদি তোমার মনের কথা জানতেন তা হলে—তিনি তোমাকে যে রকম ভাল বাসেন—কখখনো তোমাকে থাকৃতে বলতেন না।

সুবিমল বিশুষ্ক মুখে হাসির অভিনয় করিয়া কহিল, এতও আজগুবি তুমি ভেবে নিতে পার! দরকারী চিঠি না এলে ত ভাবনা হবেই—আর সে জন্যে একটু হতাশ হবারই ত কথা—তা তুমি যতটা বাড়িয়ে বলছ—ততটা কিন্তু নয়।

ধারা—তা হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হোতো যে তোমাকে চিঠি দেবে বলে দেয়নি—সে যদি জানতে পারে তার চিঠি না পেয়ে তুমি কি কষ্টটা পেয়েছ—তা হলে তার কথা-ভাঙ্গার পাপের সে তোমার মত প্রায়শ্চিত্ত করবে!

ধারার অধর কোণে আবার সেই দুর্ব্বোধ হাসি।

সুবিমল রহস্যের ভঙ্গীটা বজায় রাখিবার অক্ষম চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি তাহলে অষ্টপ্রহর আমাকে গোয়েন্দার মত নজরে রেখেছিলে বল—নইলে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক এত সব কথা বানিয়ে বলছ কি করে?

ধারা—গোয়েন্দা কি? যারা চোর ধরিয়ে দেয়? না—সে রকম নজরে তোমাকে রাখিনি। তোমার যাতে কষ্ট অসুবিধে কিছু না হয়—সেইটে লক্ষ্য করবার জন্যেই তোমার হাবভাব চাল চলনের দিকে একটু নজর রাখতে হয়েছিল—কষ্ট হোলেও ত তুমি নিজে সে কথা বলতে না—তখন ঐ উপায়টাই তোমার অসুবিধে যাতে না হয়—সেই চেষ্টার প্রশস্ত উপায় বলে বোধ হয়েছিল। এখন দেখছি—গোয়েন্দারা যখন ঐ কাজ করে থাকে—তখন কাজটা ভাল নয়—এ রকম আগে

বুঝলে করতুম না। তোমার কষ্ট ত কিছু ঘোচাতে পারিনি—লাভে হতে তোমার কষ্ট বুঝে নিজে কষ্ট পেয়েছি।

সুবিমল সেই রহস্যের চালটা বজায় রাখিয়া সেই প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, যাক্—কাল থেকে আর তোমার এসব ঝঞ্ঝাট থাকবে না—আপদ বিদেয় হবে।

ধারা নিজেই সে প্রসঙ্গ সুবিমলের অপ্রীতিকর হইতেছে বুঝিয়া—নিজের কথা শেষ হইতেই সে কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল। সুবিমলের উত্তর শুনিয়া সে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত চমকিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল স্থির-দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে কহিল—ছিঃ—তুমি এমন!

পরে সুবিমলকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সে বেগে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবিমল দেখিল যেন তাহার সম্মুখে এক বারুদের স্তূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শে সহসা শত সহস্র শিখায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল।

সুবিমল অনুতপ্ত ও অপ্রস্তুত হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিল। সেদিন আর তাহার ধারার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

পর্য্যা্য বিদায় লইবার পালা। উহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুপরিচিত। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে প্রতিমা বরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, কন্যাকে শ্বশুর গৃহে প্রেরণ, প্রবাসী পুত্র পুত্রবধূকে কর্ম্মস্থানে প্রেরণ, পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া সুদূর তীর্থে প্রয়াণ,

মহাপ্রস্থানের জন্ত প্রস্তুত হইয়া গঙ্গাবাসী হইতে গমন—প্রভৃতি দৈনন্দিন ঘটনার বিদায়ের দৃশ্যটা বাঙ্গালীর চক্ষে যত করুণ—এত আর কোনও জাতির মধ্যে আছে কিনা জানি না। বাঙ্গালী 'ঘর মুখো'—বাঙ্গালীর দৃষ্টি গৃহ, গ্রাম, প্রদেশ হইতে অধিক দূরে প্রসারিত হইতে জানে না বলিয়াই বোধ হয় বাঙ্গালীর স্নেহ-বন্ধনটা এত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। বিশাল বিশ্বের উদার হাওয়া, জীবন-রণের দিনের পর দিন কঠোর হইতে কঠোরতর সমস্যা, পাশ্চাত্য দেশের ধনজনবল-শিক্ষা-মূলক উন্নতির দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা, প্রভৃতি শুভ অশুভ বিবিধ শক্তির প্রবল সংঘর্ষে সেই স্নেহের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—কিন্তু তবু এখনো বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র গৃহে সেই বিদায়ক্ষণের করুণদৃশ্য নিত্যই অভিনীত হইয়া থাকে। কালের গতিতে তাহা কুসংস্কার বলিয়া উপহসিত হইবে—ষ্টীম ও তড়িৎ শক্তিতে চালিত বিমানাদি নব নব ক্ষিপ্রগতি জানবাহনের ও রাশি রাশি অর্থাগমের সাহায্যে সেদিন সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হয় না।

নবদ্বীপে যাইবার গাড়ী আসিলে সুবিমল মাতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইলে নারায়ণীর অবারিত অশ্রুরাশি দরদরিত ধারায় তাহার শিরে শান্তিবারি বর্ষণ করিল। সরস্বতী, নবীন, বংশী ও তাহার পুত্রকন্যাগণ সকলে মিলিয়া নারায়ণীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী ছাড়িয়া

দিলে সুবিমল হঠাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—ধারা তাহার মাতার অন্তরালে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে।

সেইদিন মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পরে সুবিমলও নবীন সরস্বতী ও বংশীবদনকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। বিদায় কালে সে নবীন ও সরস্বতীকে যত শীঘ্র সুবিধা হয় তাহার বাসায় গিয়া যতদিন ইচ্ছা নিজের ঘরের মতন থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল।

নারায়ণীকে বিদায় প্রণাম করিয়া আসিবার পরে সুবিমল আর ধারার দেখা পায় নাই। গাড়ীতে উঠিতে যাইবার সময় সে দেখিল ধারা একধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুবিমল তাহার নিকটে গিয়া স্নেহকোমল স্বরে তাহাকে কহিল—কালকের কথায় কিছু মনে কোরো না ধারা—আমি তামাসা করে বলেছিলুম—এখন বুঝেছি কথাটা বলা ভাল হয় নি। মাসীমাকে বলে গেলুম তোমাকে নিয়ে যত শীগ্‌গির পারেন আমাদের বাসায় গিয়ে থাকবেন। আমি তোমাদের এখানে যেমন ব্যস্ত করে গেলুম—তুমি গিয়ে যদি আমাকে তার দশগুণ ব্যস্ত করে এসো—তবেই জানবো তুমি কথাটা ভুলে গেছ—লক্ষ্মীটী হয়েছ। এখন আসি তা হলে।

ধারা পদস্পর্শ করিয়া সুবিমলকে নমস্কার করিয়া কেবল কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিল। কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

(১১)

সুবিমল মাতুলালয়ে যাইবার পরে কালীতারা একদিন বিনতিকে জিজ্ঞাসা করিল—সুবিমল তাহাকে কোন পত্র দিয়াছে কি না।

বিনতি উত্তর দিল, দিয়েছেন।

কালীতারা—কবে আসবে তা কিছু লিখেছে?

বিনতি—না, তাঁর আস্‌তে দেরী হতে পারে—তাঁর সেখানে কাজ আছে।

কালীতারা—তবু কত দিনে আসতে পারে—মাসখানেকের মধ্যে আসবে ত?

বিনতি—তা আসতে পারেন—কিন্তু তার কিছু ঠিক্ নেই।

কালীতারা—এইবার যখন তাকে চিঠি লিখবে—যাতে শীগ্‌গির আসে তা লিখে দিও। আমার তাকে দিয়ে করাবার একটা কাজ আছে—সেটা শীগ্‌গির হওয়া দরকার। তুমি যেন সে কথা বোলো না—সে নিজেই যাতে আসে—এমন যা হোক কিছু লিখে দিও।

বিনতি সে কথার কোনও উত্তর দিল না। তাহাকে মৌন দেখিয়া তাহার পিতা ভাবিল মৌনই সম্মতির লক্ষণ। বিনতি

পিতার আগ্রহ দেখিয়া এবং তাহার অভিসন্ধির কথা স্মরণ করিয়া, সে যে মনে মনে স্থির করিয়াছিল সুবিমলকে পত্র লিখিবে না—সেই সঙ্কল্প স্থির রাখিল—সুবিমলের চিঠির উত্তর দিল না। সুবিমলের দ্বিতীয় পত্র আসিতে বিনতির সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল—কিন্তু সে তাহার হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার সেই দুর্ব্বলতা জয় করিল। পরন্তু সে কামনা করিল যদি সুবিমল তাহার উপর রাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিতে বিলম্ব করে—অথবা কলিকাতায় আসিয়াও তাহার সহিত দেখা করিতে না আসে তাহা হইলে ভালই হয়। কিন্তু শীঘ্রই সেই সঙ্কল্প ও কামনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল—সে নিজের ব্যবহারে নিজের উপর রুষ্ট হইল—সুবিমলেরই হিতাকাঙ্ক্ষায় সে যে সুবিমলকে পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিল—মনের কাছে সেই কৈফিয়ৎ দিয়াও সে নিস্তার পাইল না। মনের সহিত নিয়ত যুদ্ধে ও আত্মতাড়নায় তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইল—সে চঞ্চলচিত্ত—শান্তিহারা হইল কিন্তু তবুও সে সুবিমলকে শীঘ্র আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লেখা দূরের কথা—তাহাকে কোন পত্রই লিখিল না।

নব বসন্তের সুমধুর উষার তাহার জীবন-শতদল যখন ধীরে ধীরে অরুণালোকে বিকশিত হইতেছিল, ভীষণ বজ্রপাতে উহা পড়িল বিষবাষ্পে নিমজ্জিত হইয়া চিরমুদিত হইয়া যাইবার কথা। সে যে কি করিয়া সেই দলিত—মুদিত সোণার কমলকে

বিষমুক্ত করিয়া আবার বিকাশের পথে তুলিয়া লইয়া যাইতে-ছিল—তাহা অসাধারণ বিস্ময়ের কথা। কিন্তু সে কথা খুব সত্য। সে তাহার লাঞ্ছিত জীবনকে বাঞ্ছিত করিবার আশায় অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। সে যেন তাহার ভাগ্য-বিধাতার উপর মরিয়া হইয়া, সদা প্রফুল্লতার সৃষ্টি করিয়া, সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্ থাকিয়া, আমোদ উৎসবে মাতিয়া, তাহার জীবনের অপ-দেবতাকে পরাস্ত করিয়া জীবনের শুভদেবতাকে জয়ের পথে টানিয়া চলিয়াছিল—ভাগ্য-বিধাতার ক্রূরতম আঘাতকে পরিহাস করিয়া সে আপনাকে পরাজিতার কর্দ্দমাক্ত ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া বিজয়ীর উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছিল। অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রের পুনরাবর্ত্তনে সে যেন আবার সেই পরাজিতার অধোগতিতে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল—তাহার মনের সেই বেপরোয়া ওমারখায়ামী ভাব হারাইয়া সে যেন পুনরায় ভাগ্য-বিধাতার ক্রীড়নকের দুর্ব্বলতায় পীড়িত মথিত হইতে চলিয়াছিল। সে তাহার চূর্ণবিচূর্ণ জীবন-সুধাভাণ্ডের আবরণ বস্ত্রটুকু নিংড়াইয়া যে মধু বাহির করিতে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়াছিল—সে যেন সেই দেবদত্ত প্রক্রিয়া ভুলিয়া যাইতেছিল। অদৃষ্টের সহিত অসম যুদ্ধের অঙ্গত্রাণ স্বরূপ সে যে বসনভূষণ প্রসাধনের সদা পারিপাট্য নিয়ত অভ্যাসে তাহার স্বভাবে পরিণত করিয়াছিল—কেবল অভ্যাসগুণে সে তাহা ত্যাগ করে নাই—নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তাহা বজায় রাখিতেছিল—

নতুবা মনের শান্তি এবং আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস—সে যেন হারাইতে বসিয়াছিল।

সেদিন তখন পশ্চিম গগনে বিদায়োন্মুখ তপন মেঘরাজ্যে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছিল। কত মন্দির মঠ সৌধরাজি সেই অগ্নিকাণ্ডের উত্থান পতন বিপ্লবে তাহাদের অগ্নি-রেখাঙ্কিত নব নব কলেবরের প্রতিফলিত রক্তিমায় ধূসর সন্ধ্যাকে আবির কুঙ্কুম-পরাগে রাঙ্গাইয়া তুলিতেছিল।

বিনতি সূর্য্যাস্তের সেই রক্তিমাভ আলোকের ঝরণায় স্নাত হইয়া তাহাদের ফুলবাগানের ধারে একটী চাঁপাগাছের তলায় অলস ভঙ্গীতে বৃক্ষমূলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ দ্রাক্ষালতায় রক্তলাল আঙ্গুরগুচ্ছ প্যাটার্ণের পাড় দেওয়া সুশুভ্র ঢাকাই শাটীর ও টাইট ফিটিং কোয়ার্টার-হাতা ব্লাউজের উপর সায়াহ্নের প্রতিফলিত আলোক পড়িয়া এক অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। একটী ক্ষীণ-চন্দ্রাকৃতি মুক্তা ও মাণিক্যের ব্রোচ্ তাহার বসন সজ্জার শেষ রূপ-রেখা টানিয়াছিল এবং কুঞ্চিতচূর্ণকুন্তলগুচ্ছের ঝালরের ফাঁকে ললাটের মধ্যস্থলে সুগোল রক্তোজ্জল সিঁন্দূরের টিপটী তাহার ম্লান মুখখানিকে অসীম সুষমামণ্ডিত করিয়াছিল। তাহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ যূঁই ঝাড়ের উপর যে অগণ্য অমলধবল কুসুমগুচ্ছ দলে দলে তাহাদের রূপের ঝাঁপি ধীরে ধীরে মেলিতেছিল সে তাহাই শূন্য-নয়নে দেখিতেছিল এবং তাহার মাথার উপর হইতে প্রস্ফুটিত চাঁপা

ফুলের বর্ধিত সুগন্ধির ও চারিধারে কাতারে কাতারে সমাগত বেল, মল্লিকা, যূথিকা, চামেলী বধূগণের মিলিত সুরভি শ্বাসের সহিত তাহার রুমালের কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বহুমূল্য ফরাসী এসেন্সের যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহাই এক একবার অনুভব করিতেছিল। সেই অবস্থায় যদি কোনও প্রতিভাবান চিত্রকর আবেষ্টনী শুদ্ধ বিনতিকে আদর্শ করিয়া সেই রূপ-রেখায় কোনও শাপভ্রষ্টা দেববালার রূপচ্ছবি বর্ণরাগে অবিকল ফুটাইয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চিত্রকর নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় হইয়া যাইত।

সেই সময়ে কখন যে সুবিমল আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল বিনতি তাহা জানিতে পারে নাই। উদ্যানের কর্ষিত কোমল মৃত্তিকার উপর সুবিমলের সাটিন চর্ম্মের পম্প সু কোনও সাড়া শব্দ করে নাই। সুবিমল সেদিন কোচান সিমলার মিহি কালাপাড় ধুতি, এবং গিলেকরা আস্তিন আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবীর উপর চুনোটখোলা মিহি উড়ানী উড়াইয়া, অটো-ডি-রোজের সুগন্ধে গন্ধামোদিত হইয়া আসিয়াছিল। সেরূপ বেশ-বিলাসিতার সখ পূর্ব্বে তাহার ছিল না— নূতন অভ্যাস। বিনতির সেই মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া সুবিমল ক্ষণকাল তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সুবিমলের প্রশংসমান দৃষ্টি বিনতির দৃষ্টি তাহার দিকে আকর্ষণ করিল। সুবিমলকে নিকটে দেখিয়া বিনতি হৃদয়ের

স্বতঃ উত্থিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, আপনি কখন এলেন ?

সুবিমল—এই আসছি। আপনাকে এধার ওধার খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম—একজন মালী বল্লে আপনি এখানে আছেন—তার কথা শুনে এখানে এলুম।

বিনতি তাহার জরির মনোগ্রাম তোলা লাল ভেলভেটের শ্লীপারের অগ্রভাগ দিয়া মৃত্তিকা খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, আমি মনে করেছিলুম—ফিরতে আপনার দেরী হবে।

—তাই বুঝি একছত্র চিঠির জবাবও দিতে নেই ? বেশ লোক যাহোক !

বিনতি তাহার মলিন মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটাইয়া উত্তর দিল, এখন এসে যখন পড়েছেন—তখন আর চিঠির কথা কেন ? চলুন বারান্দায় বসিগে।

বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় বসিতে সুবিমলকে দেখাইয়া দিয়া বিনতি নিজে একখানি সৌখিন হাল্কা চেয়ারে নিকটেই বসিয়া প্রশ্ন করিল, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন ?

—কাজ হয়ে গেল—আর মাকে নবদ্বীপে ফিরে যেতে বাবা লিখে পাঠালেন—মা চলে গেলেন—আমি আর থেকে কি করবো—তাই চলে এলুম।

—তাহলে আপনি মার সঙ্গে গিয়ে দিন কতক বাড়ীতে থেকে এলেন না কেন ?

সুবিমল—বাবার কাছ থেকে সে হুকুম ত এখনও পাইনি। যাতে সেই হুকুমটা শীগ্‌গির পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতেই মা নবদ্বীপে গেছেন। তাই বাবা যাবার জন্তে লিখে পাঠাতেই তিনি চলে গেলেন—একদিনও ইতস্ততঃ করলেন না—পাছে বাবা রাগ করেন।

বিনতি—তা হলে আবার একবার আপনাকে শীগ্‌গিরই দেশে যেতে হবে বলুন।

সুবিমল—বাবার কাছে যেতে হবে তাই বলছেন? তা বাবার সে অনুমতি—মা যত চেষ্টাই করুন—সহজে পাওয়া যাবে বলে ত বোধ হয় না।

—কেন?

—বাবা এক রকম বলেই দিয়েছেন—শুধু প্রায়শ্চিত্ত করেছি বলেই যে আমার ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছেটা আন্তরিক সেটা তিনি বিশ্বাস করেন না। এখন ঘরে তুলে নিলে হয়ত কিছুদিন পরে আমি আবার তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে একেবারে জাত কুলের বার হয়ে যেতে পারি।

—সে আবার কি কথা?

—এই জাত কুল ভেঙে যা তা একটা বিয়ে করে। তাই ঘরে ফেরবার ইচ্ছেটা আমার খাঁটি কি না—সে পরীক্ষা না দিলে তিনি আমাকে ঘরে নেবেন না।

বিনতির মুখের লালিমা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু

সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল বলিয়া তাহারা মুখের সে ভাবান্তর সুবিমলের দৃষ্টিতে পড়িল না। বিনতি যেন ঢোঁক গিলিয়া গলা সাফ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার আবার পরীক্ষা কি রকম?

—এই জাতকুল বজায় রেখে বিয়ে করে সংসারী হওয়া।

বিনতি যেন জোর করিয়া টিপ্পনি দিল, সে ত ভাল কথা।

সুবিমল সে উত্তরে একটু বিচলিত হইয়া কহিল, ভালই হোক আর মন্দই হোক—বললেই ত আর সে পরীক্ষা দেওয়া চলে না—সংসারী হওয়াটা তত সহজ কথা নয়। মা বাপকে সুখী করতে চাই বটে—কিন্তু তাঁরা ঠিক্ যে রকমটা চান, বিয়ের সম্বন্ধে ঠিক্ সে রকম করতে গেলে হয়ত আমাকে চিরকালের জন্তে অসুখী হতে হবে—সেটা করা ত উচিত না। মানুষের নিজের উপরও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।

বিনতি ক্ষণেক মৌন থাকিয়া সহসা তাহার কথার সুর ও ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, আপনি যাতে অসুখী হবেন—এমন কাজ তাঁরাই বা আপনাকে করতে বলবেন কেন?

সুবিমল—তাঁরা যা চান তা আমি বুঝতে পারছি—ভাল ঘর দেখে, কুলশীল মিলিয়ে, একটী ছোটখাটো মেয়ে বিয়ে করলেই—তাঁরা খুসী হন।

বিনতি—আপনি মন্দর দিকটাই বা বেছে ধরে নিচ্ছেন কেন? আপনার মত শিক্ষিত বিলাত ফেরত ছেলেকে তাঁরা

ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইবেন কেন? আর বাঙ্গালীর ঘরের ছোট মেয়ের বড় হতে বেশী দিন লাগে না—আপনার মত বরকে ভালবাসতে শিখতেও তাদের দেরী হয় না।

সুবিমল অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক বুঝছো না বিনতি।

'তুমি' বলিয়া ও নাম ধরিয়া সম্ভাষিত হইতেই বিনতি যেন শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু নিমেষে সে তাহার বিচলিত ভাব দমন করিয়া সহজ গলায় প্রশ্ন করিল, কি বুঝছি না? আপনি যদি আপনার মনের কথা মাকে স্পষ্ট করে বলেন—তা হলে তিনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করে আপনাকে অসুখী হতে বলবেন?

সুবিমল—তা ঠিক জানি না—মা হয়ত আমার মুখ চেয়ে কিছু না বলতে পারেন, কিন্তু বাবা কি বলবেন তা বলতে পারি না। যা হোক কথাটা মাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার বটে—নইলে তিনি যদি আগে থাকতে কোথাও কনে ঠিক করে বসেন, আর আমি সেখানে বিয়ে না করি, তা হলে তার মনে কষ্ট হবে। তার চেয়ে জানিয়ে দেওয়াই ভাল আমি যা ঠিক করেছি—সেখানে না হলে বিয়ে করবই না। আতকুল সবই বজায় থাকবে—তাঁদেরও মত দেবার কথা—আর যদিই হঠাৎ বললে এখন অমত করেন—এর পরে যখন বুঝবেন যে আমি ভালই পছন্দ করেছি—তখন ধরে নিতে পারবেন।

তা না হলে তাঁরা আর কোথাও কথা দিয়ে বসলে—তাঁদের অপদস্থ হতে হবে—আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়িটাও পাকা হয়ে দাঁড়াবে।

বিনতি বিশুষ্ক মুখে কহিল, তা ত ঠিক্—তাদের জানিয়েই দিন।

সুবিমল সংশয়-তাড়িত বেপথুমান হৃদয়ে—বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সেই কথা জানাবো বলেই ত আজ কলকাতায় এসে আগেই তোমার কাছে এসেছি—তোমার মত না জানলে যে তাঁদের সে কথা ঠিক্ করে জানাতে পারছি না—বিনতি!

বিনতি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, চাপা গলায় জোর করিয়া যেন একটা অসন্তোষের সুর টানিয়া উত্তর দিল, আবার 'তুমি' 'তুমি' আরম্ভ করলেন কেন? যেমন 'আপনি' বলে কথা কয়ে আসছেন সেই রকমই বলুন না—এতদিন পরে সেটা বদলান কেন? আমার মত ত আপনাকে এই বললুম—যাকে যা জানাবেন বলছেন—সেটা জানান দরকার বটে—কিন্তু—

সুবিমল—সেই পরামর্শ করতেই ঠিক্—আমি রেল থেকে নেমেই তোমার কাছে ছুটে আসিনি বিনতি—তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি কি বলতে এসেছি?

বিনতি যেখানে বসিয়াছিল তাহার পার্শ্বেই আঙুর লতার জালি কাজের ব্রজের ক্ষুদ্র টেবিলের উপর একখানি

সচিত্র মলাট দেওয়া সাপ্তাহিক **Kinematograph** পত্রিকা পড়িয়াছিল—বিনতি সেইখানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে তাহার মলাটের ছবিখানি নতমুখে দেখিতেছিল। সে যেন স্ববিমলের সকল কথা শুনিতে পায় নাই এইরূপ ভাবে কহিল, তাহলে আজ আর এখানে বেশী দেরী করবেন না—রাত হয়ে এলো, বাসায় যান—গাড়ীতে কষ্ট হয়েছে—সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে ঘুমন গে।

— তা যাচ্ছি কিন্তু আগে কথাটা তোমাকে বলে যাই—যা জানতে এসেছি তা জেনে যাই।

— এই ত এত কথা বললেন—আর যা বলবার আছে—তা না হয় এইবারে যেদিন আসবেন বলবেন—আজ আর দেরী করবেন না।

স্ববিমল বিচলিত ভাবে বলিয়া উঠিল—তুমি কি বুঝতে পারছ না বিনতি—আমি তোমাকেই ভালবাসি—জগৎসংসারের সব ছাড়তে পারি—তোমাকে ছাড়তে পারি না—আমি তোমাকে নিয়েই সংসারী হতে চাই।

বিনতি **Kinematograph** পত্রিকার মলাটের ছবিখানি অধিকতর অভিনিবেশের সহিত দেখিতে দেখিতে—ঢোক গিলিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তা হয় না স্ববিমল বাবু।

স্ববিমল অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, কি হয় না? অত

বরফ আজ তোমাতে কোথা থেকে এলো বিনতি? আমি কি তবে সব ভুল বুঝেছি—না ভুল শুনছি? চুপ করে রয়েছ যে —উত্তর দাও?

— ভুলই বুঝেছেন—সব ভুল—সব ভুল।

— কি ভুল—তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি নও? বলো—বলো?

— না।

— তবে কি তুমি আমাকে ভালবাসো না?

সিনেমা পত্রিকা খানার উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িয়া—ছবির ব্লকের সূক্ষ্মতম রেখা গুলা দেখিবার জন্য চক্ষু দুইটাকে যেন অণুবীক্ষণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বিনতি অতি মৃদু ও গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে কহিল, আপনি আজ বাড়ী যান সুবিমল বাবু।

— আমি যাচ্ছি—কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও।

— কি?

— তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে চাও না—না বিয়ে করতেই রাজি নও?

— হ্যাঁ।

— তবে কি আর কারুকে ভালবাসো? বল?

— না।

— তাহলে আমাকে এখন না ভালবাসো—পরে বাসতে

শিখবে —আমি সে আশায় যতদিন বলো থাকতে রাজি আছি—তুমি যাতে ভালবাসো সেই চেষ্টা আমি জীবনের প্রধান লক্ষ্য করে—সারা জীবনটা আশায় আশায় থাকবো।

বিনতি নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—অথচ সেই সিনেমা পত্রিকার মলাটের ছবি দেখিতে যেন তাহার এতই আগ্রহ যে সে মুখ তুলিতে পারিল না—কেবল ঘাড় নাড়িয়া সুবিমলের উক্তির প্রতিবাদ করিল।

সেই সময়ে তাহারা বারান্দার যে অংশে বসিয়াছিল তাহারই সম্মুখের গৃহের দ্বার সহসা খুলিয়া কালীতারা সেই দ্বারে আসিয়া বলিল, এই যে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি—কতক্ষণ এসেছেন ?

পিতাকে দেখিয়া বিনতি বাটীর ভিতরে প্রস্থান করিল। বিনতি যাইবার সময় তাহার হস্তেস্থিত সিনেমা পত্রিকাখানি রাখিতে গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল সেইখানি উঠাইয়া রাখিবার জন্য হস্তে লইতেই সুবিমল দেখিল উহার মলাটের সুদৃশ্য চিত্রখানি ভিজিয়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে ত কোথাও কিছুমাত্র জল ছিল না—স্বতঃই সুবিমলের মনে প্রশ্ন উঠিল—তবে কি উহা বিনতির অশ্রু ? সেই জন্যই কি বিনতি মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই ? বিনতি নতমুখে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। সুবিমলের মসীময় অন্ধকার মানস-কক্ষে কে যেন সহসা তড়িতালোকের সুইচ্ টিপিয়া দিল—সেই তীব্র আলোকে সুবিমলের নিকট বিনতির অশ্রু-রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া

তাহার নৈরাশ্যপীড়িত অন্তরে আশার স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়া দিল।

কালীতারা একটা বর্মা চুরুট মুখে ধরিয়া উহা দেশলাইয়ের সাহায্যে ধরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সুবিমলের মনের ভাব-বিপর্য্যয় তাহার মুখ-দর্পণে প্রতিফলিত হইতে দেখিতেছিল। চুরুট ধরিলে ধূমোদ্গার করিতে করিতে সে পুনরায় প্রশ্ন করিল. দেশ থেকে আজই এসেছেন না কি?

চমকিয়া উঠিয়া সুবিমল তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য যথসাধ্য গোপন করিয়া উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—খানিক আগেই এসেছি। আপনি কি অফিস থেকে এই এলেন না কি?

কালীতারা—হ্যাঁ এই আসছি। আমরাও গোটা কতক কোল কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি। ওয়াগনের চেষ্টায় কোল ট্রান্সপোর্টেশন অফিসে গিয়েছিলুম।

সুবিমল—গাড়ী পাবার বন্দোবস্ত করতে পারলেন?

কালীতারা—না—এখনো ঠিক হয় নি। তাই আজই সকালে আপনার নাম করছিলুম—বলছিলুম যে পরামর্শ সেদিন করা যাচ্ছিল—আমাদের কোলিয়ারী দুটোকে এক নামে—অন্ততঃ এক ম্যানেজমেন্টে আনতে পারলে—এই গাড়ীটাড়ীর যোগাড়ের জন্তে আলাদা আলাদা খাটতে হয় না—অনেক রকমে সুবিধে হতে পারে।

সুবিমল—হ্যাঁ তা হতে পারে।

কালীতারা—আমি ত আমার কোলিয়ারীটাই বিনতির নামে করে দেবো ঠিক করেছি—এর পরে সেই'ত পাবে—আগে থাকতে করে রাখলে ক্ষতি কি? কি বলেন?

সুবিমল—হ্যাঁ তাতে আর দোষ কি? উনিই ত আপনার উত্তরাধিকারী?

কালীতারা—শুধু তা নয়। আপনার সঙ্গে যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তখন আপনার কাছে বলতে দোষ কি? আজ কাল মেয়েরা একটু স্বাধীন ভাবে থাকতে ভাল বাসে—কারুর হাত তোলা খেতে পরতে থাকতে পছন্দ করে না। আমার বিষয় আমার নামে থাকলেও যা আর ওর নামে থাকলেও তাই। তবু জিনিসটা যদি ওর নিজের বলে জানে তাহলে যেন অনেকটা বেশী সুখী হয়। এখনকার মেয়েদের কি তা জানেন—দিতে পারলেই ভাল—যত দেবেন ততই খুসী।

শেষ কথাটা বলিয়া কালীতারা কন্যাদিগের লোভ ও আকাঙ্ক্ষার কথাটা যেন নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঈষৎ হাস্যের অভিনয় করিল।

সুবিমল কহিল, তাহলে আমার কোলিয়ারীটা যে এক ম্যানেজমেন্টে নিয়ে যাবার কথা সেদিন বলছিলেন তা এই সময়ে করে নিলেই হয়।

কালীতারা—সে আপনি বুঝুন—আমি তার কি বলতে

পারি। আমি যা দিচ্ছি সে এক আলাদা কথা—এর পরে ত পেতই—এখনই সেইটা যৌতুকের মতন আগে থাকতে দিয়ে দেবো। আপনার যদি ওর ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে দিতে পারেন—আপনারই থাকবে—ম্যানেজমেণ্ট একজনের হাতে থাকবে—আপনিই না হয় সে ভারটা নেবেন।

সুবিমল—তা কেন—আপনিই দেখবেন—আপনার একাজে জানা শুনা—অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশী। অবশ্য আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

কালীতারা—তাহলে বিনতিকে এখন কিছু বলবেন না—যখন দেবেন সেটা একটা **surprise gift** (অপ্রত্যাশিত দান) হবে। এখন বললে রাজি না হতে পারে। স্ত্রীলোকদের স্বভাব ত জানেন—বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—যেটা পাবার জন্যে হাঁফিয়ে বেড়াচ্ছে—দিতে যান সেটা না—না করে কত ন্যেকামী করবে।

সুবিমল—তা হলে ওটা **gift** (দান) ভাবেই লিখে দেবো।

কালীতারা—তা আপনার যেমন ইচ্ছে—ওর নামে থাকলে আপনারই ত থাকবে—আপনিই দেখবেন শুনবেন এর পরে।

সুবিমল সেই কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া সচকিতে কালীতারার মুখের দিকে চাহিল। কালীতারা যেন অতর্কিতে একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া আপনার উক্তি

প্রত্যাহার বা সংশোধন করিবার জন্য কহিল—অর্থাৎ বিনতির ওপর যদি আপনার বিশ্বাস থাকে তা হলে দিতে পারেন—দিলে যে সে খুব **flattered** (খুসী) হবে তার আর ভুল নেই। মোট কথা আপনি ওটা বেনামী করে রাখলেন এই আর কি—একটা মস্ত বিশ্বাসের কথা। এতবড় বিশ্বাস যে আপনি করতে পারেন এটা বিনতি যখন জানবে—বুঝবে—তখন সে যে আপনাকে খুব ভাগ্যবতী ভাববে এটা ঠিক্—তা সে মুখে বলুক আর নাই বলুক।

সুবিমল—তা হলে আমার এটর্ণিকে দিয়ে একটা **deed of gift** (দান পত্র) লিখিয়ে এনে—

কালীতারা—এটর্ণী কেন—আমিই সেটার **draft** (খসড়া) করে দিতে পারি—আপনি না হয় তাঁকে দেখিয়ে আসবেন্।

সুবিমল—হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা মনে ছিল না—আপনি ত নিজেই একজন **lawyer** (ব্যবহারাজীব) আপনিই তাহলে **deed** (দলিল) খানা লিখে ঠিক্ ঠাক্ করে দেবেন—কাল কাগজপত্র নিয়ে আমি আপনার অফিসে যাবো—রেজিষ্টারীটাও সঙ্গে সঙ্গে করে দেবো। দেবোই যখন তখন দেরী কর্ত্তে চাই না।

সেই কথামত সুবিমল বিনতির নামে তাহার কোলিয়ারীর দানপত্র লিখিয়া উহা যথারীতি রেজিষ্টারী করিয়া দিল।

(১২)

দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিবার পরদিন কালীতারা সুবিমলের আপিসে গিয়া দেখা করিয়া বলিল যে যতদিন না উভয়ের কোলিয়ারী এক ম্যানেজমেণ্টে চালাইবার বন্দোবস্ত হয়—ততদিন সুবিমল যেমন তাহার নিজের কোলিয়ারী স্বতন্ত্র ভাবে চালাইতে ছিল সেই ভাবেই চালায়।

সুবিমলের ইচ্ছা ছিল, সে যে তাহার সম্পত্তি বিনতির নামে লিখিয়া দিয়াছে সে সংবাদ সে নিজেই বিনতিকে দিয়া আসে। কিন্তু কালীতারা সে ইচ্ছায় বাধা দিল—সে বলিল, দেখুন এ কদিন দলিল লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—বিনতির শরীরটা ভাল নেই—আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে।

সুবিমল তাহার ব্যগ্রতা গোপন করিতে না পারিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করেছে?

—আমার ভয় হয়েছিল বুঝি হিষ্টিরিয়া গোছের কোনো অসুখ হয়—কদিন একলাটী গুম হয়ে বসে থাকে—আর একটু-

তেই excited (উত্তেজিত) হয়ে ওঠে। ডাক্তার এসে দেখেশুনে বলে গেলেন—সে সব ভয় এখন কিছু নেই তবে তাকে খুব সাবধানে রাখা দরকার—কোনো রকম mental excitement (মানসিক উত্তেজনা) যাতে তার না হয় তাই করতে হবে—তার nervous debility (স্নায়বিক দুর্ব্বলতা) হয়েছে—এখন কিছুদিন তাকে কারুর সঙ্গে দেখা শুনো করতে দিতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন দিনকতক বাড়ীতে কোনও কাজকর্ম্ম না করে, কোনও গোলমালে না থেকে, rest (বিশ্রাম) নিলেই—বিশেষ মনটাকে ঠাণ্ডা রাখলেই সব সেরে যাবে।

—তা হলে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নেই।

—না না সে সব কিছু নয়—তবে complete rest (সম্পূর্ণ বিশ্রাম) দরকার। আপনি এখন দশ পনর দিন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করলেই ভাল হয়—এই আর কি।

—আচ্ছা—তাই কোরবো—health (স্বাস্থ্য) আগে তারপরে অন্য সব।

—Quite right (খুব ঠিক) অন্য লোকের সঙ্গে দেখা শুনোয় তত কিছু এসে যাবে না—কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হলেই মনের একটু disturbance (চাঞ্চল্য) হওয়াই স্বাভাবিক কি না—তাই বলছি। এই কথা বলিয়া কালীতারা একটু গূঢ় ভাবার্থক হাসির মুখভঙ্গী করিল।

সুবিমল ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল—সে জন্যে কিছু ভাববেন না—আমি এখন দিনকতক দেখা করবো না।

পরের দুই সপ্তাহ সুবিমল দুই একদিন অন্তর কালীতারার বাটীতে আসিয়া বিনতির সংবাদ লইয়া যাইত। কোনও দিন সে বিনতিকে দেখিতে কি তাহার কোনও শব্দ পায় নাই। কালীতারার সঙ্গেও তাহার দেখা হইত না—ভৃত্যেরা যেন তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাকিত এবং সে আসিলেই বেহারা আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিত। অধিকাংশ দিনই সে শুনিত—'দিদিবাবু সেই রকমই আছেন—ঘর থেকে বার হন না'।

একদিন ঘটনাক্রমে কালীতারার সহিত তাহার দেখা হইল। কালীতারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ড্রইং রুমে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বিনতি অপেক্ষাকৃত ভাল আছে সেই সংবাদ দিল। কথায় কথায় সুবিমল বলিল,- দেখুন বায়স্কোপের ফিল্ম্ তোলার কাজটা হয়ে উঠবে না।

—কেন বলুন দেখি? জমিটার লীজ্ পাবার সুবিধে নেই?

—না শুধু তা নয়—সে গোলযোগ ত আছেই—তা ছাড়া প্রধান difficulty (বাধা) হচ্ছে—ফিল্ম্ একট্রেস্ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু মিস্ হালদারকে নিয়ে ত ফিল্ম্ তৈরী হবে না—কিন্তু ভদ্র পরিবারের মহিলারা যে একাজে আসেন তা

বলে বোধ হয় না—অন্ততঃ আমি ত তার কোনো আশা দেখছি না।

—তা হলে না হয় ও মতলবটা ছেড়ে দিন। Glass factory (কাচের কারখানা) যাতে পত্তন করতে পারেন—তারই investigation (তদন্ত) আরম্ভ করে দিন।

—তাই কোরবো—তবে উপস্থিত সেটায় হাত দিতে পারছি না। আমার ঝরিয়াতে যে কয়লার জমিটা কেনা ছিল—সেইটায় এবার কাজ আরম্ভ করবার চেষ্টা করছি। এ কোলিয়ারীটা এখন আপনার আশীর্বাদে বেশ চলে যাচ্ছে—এর পরে আপনার সঙ্গে এক ম্যানেজমেণ্টে চালালে আমাকে এর জন্যে আর বেশী কিছু খাটতে হবে না—এখন নতুন কোলিয়ারীটার কাজ আরম্ভ করবার বন্দোবস্ত করছি। আজিই রাত্রিরের গাড়ীতে আমি সেখানে যাব।

সেই কথার পরে প্রায় তিন সপ্তাহ স্থবিমলকে কোলিয়ারীতেই কাটাইতে হইল—সেখানে কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া যেদিন কালীতারার আপিসে যাইল, সেদিন কালীতারার সহিত সাক্ষাৎ হইল না—শুনিল, কালীতারাও তাহার নিজের কোলিয়ারীর তত্ত্বাবধানে গিয়াছে।

স্থবিমল অপরাহ্ণকালে বিনতির স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতে গিয়া কোনও ভৃত্যকে বাহিরে দেখিতে পাইল না। শেষে বারান্দায় উঠিয়া, প্রথমে ড্রয়িং রুম দেখিয়া, পরে পার্শ্বের কক্ষগুলি দেখিতে

অগ্রসর হইতেই বিনতির বসিবার কক্ষ হইতে এস্রাজের সুর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে কক্ষের দ্বার ভেজান এবং জানালায় জাপানী সিল্কের চন্দ্রমল্লিকার রঙ্গিন ফুল তোলা সুন্দর পর্দ্দা দেওয়া ছিল। জানালার কাছে আসিতেই এস্রাজের সুর সুবিমল সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল—সে সুর মৃদু হইলেও এত মধুর যে সুবিমল সমজদার না হইলেও সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল সেই সুরের অমৃত ধারা পান করিল। গৃহের ভিতরে বিনতি একাকী বসিয়া তন্ময় হইয়া আপন মনে এস্রাজে বাগেশ্রী আলাপ করিতেছিল। সুবিমল রাগ রাগিণীর স্বরূপ চিনিত না—কিন্তু এস্রাজের তন্ত্রীর ধ্বনিত রাগিণী সত্যই তাহার হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ আনিয়াদিল। সে কবে কোন্ সুদূর অতীতে মাতার স্নেহ-চুম্বন, পিতার সোহাগ আদর, মৃত বন্ধুর প্রীতি উপহার পাইয়াছিল, সে কথা সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে কবে নায়াগ্রার জল-প্রপাত, আল্‌সের তুষার কিরীট, বারিধী বক্ষে সূর্য্যোদয়, পূর্ণিমা রাত্রে তাজের স্বপ্ন-সুষমা দেখিয়াছিল—সেই স্মৃতি তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। বাল্যকালে কবে সে কপালকুণ্ডলা পড়িয়া কাঁদিয়াছিল, কৈশোরে চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, যৌবনে র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, সেই কথা এতদিন পরে তাহার স্মরণে আসিল। কত পাখীর গান, বেলা চামেলীর সৌরভ, পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না,—

প্রহরাতীত রাত্রে নৌকা বিহার, নিশীথ রজনীতে দূরাগত বংশী রব—আরো কত বিস্মৃত সুখের কথা অকস্মাৎ স্মৃতিপথে আসিয়া পড়িল। এস্রাজ থামিলে সুবিমল যেন স্বপ্নোত্থিতের মত বিনতির কক্ষের দ্বারের নিকট গিয়া তাহার হস্তস্থিত হস্তীদন্তের কুকুর-মুখো হ্যাণ্ডেলটা দিয়া দ্বারে আঘাত করিল। সেই আঘাত শ্রবণে বিনতি এস্রাজ রাখিয়া কক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া, সুবিমলকে দেখিয়া, প্রীতি-বিস্ময়ে তাহাকে 'আসুন, আসুন' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল। পরে তখনি তাহার মুখের অকপট আনন্দের উপর একটা বাধার যবনিকা টানিয়া দিয়া বিনতি আবেগ-শূন্য কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি কবে এলেন? আসুন ঘরের ভেতর আসুন—বসুন।

বিনতি এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া সুবিমলকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল।

সুবিমল ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি বোসো, বোসো—রোগা মানুষ—উঠছ কেন? কি চমৎকার বাজাচ্ছিলে! আমার এসে ব্যাঘাত করাটাই অন্যায় হয়েছে।

বিনতি নীরবে পুনরায় তাহার পূর্ব্ব স্থানে গিয়া বসিল—সুবিমলের কথার উত্তর দিল না।

সুবিমল বলিল, তোমার বাবা ত তোমার সঙ্গে দেখা করতেই বারণ করে দিয়েছিলেন—পাছে তোমার মনের চাঞ্চল্য হয়—অসুখ বেড়ে যায়—তাঁকে জিজ্ঞেস না করে তোমার সঙ্গে

দেখা করাটাই বোধ হয় অন্যায় হোলো—অন্য দিনের মত চাকরদের কাছে খবর নিয়ে চলে গেলেই বোধহয় ঠিক হোতো।

বিনতি মুখ তুলিয়া কহিল, না—এসেছেন ভালই হয়েছে—আমার শরীর ভালই আছে। আপনাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে।

সুবিমল আগ্রহ-ভরে প্রশ্ন করিল, কি—বলো না?

বিনতি চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্বারের কাছে গিয়া নিকটে কেহ আছে কি না দেখিয়া সুবিমলের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল—আপনার জানা কোনও এটর্ণিকে দিয়ে আমার একখানা দলিল লিখিয়ে আর যত শীগ্‌গির হয় সেটা রেজিষ্টারী করিয়ে দিতে হবে।

সুবিমল—কি দলিল? আমি ত যা লিখে দেবো বলেছিলুম তা দিয়েছি।

বিনতি সে কথায় যেন সরমে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, তা জানি।

—এটা আবার কি দলিল?

—সেটা আপনি না হয় নাই শুনলেন—সেটা Confidential (গোপন) রাখতে হবে বলেই আপনার বিশ্বাসী এটর্ণীকে দিয়ে করাতে চাইছি। কিন্তু বাবা ফিরে আসার আগে সব ঠিক ঠাক্ করে শেষ করে দেওয়া চাই—তিনি যেন কিছু জানতে না পারেন।

সুবিমল একটু বিস্মিত ভাবে বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার বিষণ্ণ মুখশ্রীকে মিনতি ও নির্ভরতা মিলিয়া করুণতম করিয়া তুলিয়াছে। সুবিমল তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার এটর্ণি অঘোর ঘোষ—আমার বিশেষ বন্ধু—সহপাঠী—আমি তার কাছে তোমায় কালই ১০ টার পরে এসে নিয়ে যাবো।

বিনতি আশ্বস্ত হইয়া কহিল, না, আপনাকে আসতে হবে না—আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে আর আমি আপনার কাছে যাচ্ছি সেটাও এখানকার চাকর বাকর কেউ জানতে না পারলেই ভাল হয়। আমিই আপনার বাসায় যাবো—সেখানে লোক জন আর কেউ নাই ত?

সুবিমল—তা নেই—কিন্তু তুমি যাবে?

বিনতি নির্ভরতারস্বরে কহিল—হ্যাঁ আমিই যাবো—এটর্ণীর ফী—রেজিষ্ট্রেশন খরচ—সব নিয়ে যাবো।

সুবিমল—সে সব কিছু নিয়ে যেতে হবে না।

বিনতি—মাপ্ করবেন—সেটা আমিই দেবো।

সুবিমল ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল—যে অত বড় কোলিয়ারীটা—যাক্।

বিনতির ম্লান মুখে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুবিমল সেই ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে না পারিলেও বলিয়া উঠিল—আচ্ছা—আচ্ছা—তোমার যা ইচ্ছে যায় তাই কোরো—তোমার মনের অবস্থা এখনো ঠিক হয় নি দেখছি—

nervousness (স্নায়বিক দুর্বলতা) এখনো খুব রয়েছে দেখছি।

বিনতি উদাস দৃষ্টিতে সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে কহিল, আপনি যা দেখছেন—শুনছেন—বুঝছেন—সবই ভুল—সবই মিথ্যে।

সুবিমল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া রহস্যচ্ছলে কহিল—এই যে তুমি আমাকে নিতান্ত পর ভাবো দেখাচ্ছো—সামান্য দলিল করাবার খরচ দেবার কথাটাকে তিল থেকে তাল করে তুললে—সেটাও ভুল তাহলে ?

বিনতি সেই কথার সোজা উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে কহিল—কি যে ভুল আর কোনটুকু ঠিক—তা এর পরে সবই জানতে পারবেন—তখন হয়ত যেটা সত্যি সেটাও মিথ্যে বলে বোধ হবে—তা হোক—সেই বোধহয় ভালো—

বিনতির স্বরের গাঢ়তা লক্ষ্য করিয়া সুবিমল ত্রস্তভাবে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দেখিল—তাহার ম্লানমুখ অশ্রুপ্লাবিত। সে ব্যথিত ভাবে বলিয়া উঠিল—একি বিনতি তুমি কাঁদছো যে—তোমার অসুখ তাহলে—

বিনতি ঘাড় নাড়িয়া সে কথার যেন দৃঢ় প্রতিবাদ করিল। সুবিমল বলিল, তাহলে অসুখের জন্যে নয়—সত্যিই তুমি কাঁদছ—কি হয়েছে তা বলো—তোমার কষ্টের ভাগ নিতে

আমাকে অধিকার দাও—কেন তুমি আমাকে এখনো এত পরের মত ভাবছ বিনতি—আমাকে আর দূরে দূরে রেখোনা—লক্ষ্মীটী—

বিনতি কাতর-নয়নে সুবিমলের দিকে বারেক চাহিয়া নত শিরে ধীরে ধীরে কহিল, তা হবার নয় সুবিমল বাবু—তা হবার নয়—বলেছি ত।

সুবিমল অধীরভাবে প্রশ্ন করিল, কেন ?—কেন হবার নয়—তা বলো ?

বিনতি যেন প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার জড়তা—দুর্ব্বলতা—ত্যাগ করিয়া তাহার মুখে একটা কঠোর ভাব আনিবার চেষ্টার লক্ষণ ফুটাইয়া কহিল—কেন—তা জিজ্ঞাসা করবেন না—আপনি সে অধিকার বাবার কাছে কিনে নিয়েছেন বটে—কিন্তু সে মিছে—মিছে—সব মিথ্যে—বলিতে বলিতে বিনতির মুখে উত্তেজনা ও অধীরতা আসিয়া পড়িল—

সুবিমল যেন পৃষ্ঠে কশাঘাত খাইয়া অবাক হইয়া বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবিমলের মুখে সেই ব্যথার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেই বিনতির মুখের ভাব পলকে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—অনুতাপে তাহার নয়ন আবার বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, সে করুণতম স্বরে বলিয়া উঠিল—আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু আপনি যে ঐ কথা তুলে আমাকে পাগল করে দিচ্ছেন—

সুবিমল বাধা দিয়া কহিল—ক্ষমা কোরো বিনতি—তোমার অসুখের কথাটা স্বার্থচিন্তায় আমি একশো বার ভুলে যাচ্ছি—মিছি মিছি তোমার অসুখটা বাড়িয়ে দিলুম—

বিনতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে যেন নিজের মনেই কহিল—আচ্ছা সেই ভালো—যা ভাবছেন—তাই বুঝুন—আমাকেও ক্ষমার চক্ষে আপনি দেখুন।

সুবিমল সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে বিনতির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তা হলে আমি আসি এখন—কাল আর তোমার এটর্ণির বাড়ী গিয়ে কাজ নেই—

বিনতি ব্যগ্রভাবে কহিল, না সুবিমল বাবু—সে কাজ ফেলে রাখ্‌লে চলবে না—কাল আমি আপনার বাসায় যাবো।

সুবিমল—দুদিন পরে গেলে হোত না—আবার অসুখটা—

বিনতি তাহার মুখে চোখে তাহার স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আনিয়া স্থিরভাবে কহিল—না কালই যাবো—দেখছেন না এটা আমি সহজ ভাবে খুব ভেবে চিন্তেই বলছি—এতে আমার nervous excitementএর (স্নায়বিক উত্তেজনার) একটুও লক্ষণ নেই—এই জিদটা রোগের তাড়ায় নয়—কর্ত্তব্যের খাতিরে—আর কত বোঝাবো আপনাকে—এই কথা বলিতে বলিতে বিনতি আঁধারে আলোর মত তাহার পরিম্লান মুখশ্রী সহজ হাসির রেখায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

সুবিমল তখনো তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে সন্দেহ দোলায়

চলিতেছে দেখিয়া বিনতি তাহাকে আশ্বস্ত করিবার আশায় পুনরায় কহিল—কিছু ভাববেন না—এর সঙ্গে অসুখের কথা জড়িয়ে ভুল করবেন না—কত ভুল শোধরাব! পুনরায় সেই হাসি।

সুবিমল কহিল, আচ্ছা সেই কথাই রইল—আমি এটর্ণীর বাড়ীতে এখনি গিয়ে বলে আসছি—তুমি কাল যেও। আসি তাহলে।

বিনতি করুণ দৃষ্টিতে সুবিমলের দিকে চাহিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

(১৩)

পরদিন বিনতি ১০টার সময় আহারাদির পর একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া সুবিমলের বাসায় আসিল। বাড়ীর মোটরে আসিল না—তাহার গন্তব্য স্থানের ঠিকানা না দিয়া বেহারাকে ঘণ্টা হিসাবে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আনিতে বলিয়া সেই গাড়ীতে আসিয়াছিল। বিনতির ইচ্ছা ছিল না যে কালীতারা কলিকাতায় ফিরিয়া ভৃত্যদের নিকট তাহার গতিবিধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যে সেদিন সুবিমলের বাসায় অথবা এটর্ণির বাড়ী গিয়াছিল তাহা জানিতে পারে।

গাড়ী সুবিমলের বাসার দ্বারে থামিলে একজন কিশোরী উপরের খড়খড়ির ভিতর দিয়া বিনতিকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া 'আসুন' 'আসুন' বলিয়া—তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। বিনতি তাহার অভ্যর্থনা-কারিণীর মত কাহাকেও সে বাটীতে সাক্ষাৎ পাইবার প্রত্যাশা করে নাই এবং অভ্যর্থনাকারিণীও বিনতির মত কাহাকে সে বাটীতে সুবিমলের সহিত দেখা করিতে আসিবার সম্ভাবনা দেখে নাই। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

অভ্যর্থনাকারিণী অপর কেহ নহে—ধারা। ধারা তাহার

পিতামাতার সহিত পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে সুবিমলের বাসায় আসিয়াছিল। পাছে সুবিমল তাহাদের আহারাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে বিব্রত হইয়া পড়ে সেই কারণে তাহারা সংবাদ দিয়া আসে নাই—প্রাতে আহারাদি করিয়া আসিয়াছিল। সে সময়ে সুবিমল বাটীতে ছিল না—বিনতির সংবাদ লইতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া সুবিমল দেখিল তাহারা বহির্বাটী-তেই বসিয়া তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। পাচক ব্রাহ্মণ ও বেহারা তাহাদের পরিচয় পাইয়া গৃহের মধ্যে জিনিস পত্র রাখিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম লইতে বলিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের কোন্ ঘরে থাকা স্থির হইবে তাহা সুবিমলের নিকট না জানিয়া তাহারা নিজেই সে ব্যবস্থা করিতে সম্মত হয় নাই। ফলে সুবিমল আসিয়া তাহাদের বহির্বাটীতে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া উপরের দুইটী কক্ষে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং তাহারা পাচকের হস্তে আহারাদি করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক দেখিয়া সরস্বতীই পাক করিবে ও পাচক কুটনা বাটনা প্রভৃতি কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিবে সুবিমল এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। সেদিন বেলা দশটার সময় সুবিমল জলযোগ ও চা-পানাদির পর বাহিরে যাইবার সময় ধারাকে বলিয়া যায়—যদি আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেন তাঁকে বসিয়ো—আমি এখনি আসছি। ধারা কিন্তু বিনতির মত কাহাকেও দেখিবার

আশা করে নাই। সে অকপট বিস্ময়ে ও প্রশংসমান নেত্রে বিনতির অপূর্ব্ব রূপ ও বেশ ভূষা লক্ষ্য করিতেছিল। বিনতি সেদিন কর্ম্মস্থলে বাহির হইবার উপযোগী সাদা সিধা বেশেই আসিয়াছিল। তাহার পরিধানে মিহি মটকার লালপাড় শাড়ী ও ব্লাউজ—পায়ে ব্রাউন ম্রেশ কিডের জুতা—হাতে একটী ব্রাউন ম্রেশ কিডেরই লেডীজ ব্যাগ—অলঙ্কারের মধ্যে—গিণি সোণার গথরি চুড়ী—সরু গার্ড চেন—একটী গোমেধ ও মুক্তা বসান ব্রোচ এবং কর্ণে দুইটী পীতাভ হীরকের টাপ ও অঙ্গুলিতে তাহার নিত্য-ব্যবহৃত হীরকসমষ্টির মার্কুইস্ প্যাটার্নের আংটী। সেই অপেক্ষাকৃত সামান্য বেশই, পরিধানের গুণে ও বিনতির রূপের প্রভায়, ধারার চক্ষে অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল।

বিনতিও সেই বাটীতে ধারাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছিল—কিন্তু সে বিস্ময় গোপন করিয়া বিনতি সহজ ভাবেই ধারাকে জিজ্ঞাসা করিল, সুবিমল বাবু বাড়ীতে আছেন কি?

ধারা উত্তর দিল—না—তিনি এই খানিকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন—এখনি আসবেন—আপনাকে বসাতে বলে গেছেন—আপনি ওপরে বসবেন আসুন। সুবিমল দা'র বসবার ঘরে চলুন।

বিনতি জিজ্ঞাসা করিল, সুবিমল বাবু তোমার দাদা হন?

— হ্যা—তাঁর মামার বাড়ীর পাশেই আমাদের বাড়ী—এবারে হরিপুরে গিয়ে তিনি আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন।

আমার মাকে তিনি মাসীমা বলেন। আপনি সুবিমল দা'র কে হন?

—আমি? আমি তাঁর কেউ নই—বন্ধু।

—কি চমৎকার আপনাকে দেখতে! তাহলে আপনাকে কি বলে ডাকবো?

—আমার নাম বিনতি—

—তাহলে আপনাকে 'বিনতি দিদি' বোলবো।

বিনতি সহাস্যবদনে প্রীতস্বরে উত্তর দিল—তাই বোলো।

—'তুমি' বলবো?

—বেশ ত—'তুমি'ই বোলো।

—এসো তবে ওপরে।

—বাড়ীতে আর কে আছেন?

—আমার মা—বাবা—আছেন—তাঁরা কালী দর্শন করতে গেছেন। সুবিমলদার এখানে থাকলে সুবিধে হবে বলে—আমরা এখানে এসে উঠেছি। বাবা এখন বেরিয়ে গেছেন।

—তুমি কি আর কখনো কলকাতায় আস নি?

—না—হ্যাঁ ছেলেবেলায় এসেছিলুম—বাবার সঙ্গে—তিনি আগে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ছিলেন—এখন পেন্সন পান। কিন্তু আমার সে কথা ভাল মনে নেই। জ্ঞান হয়ে—আমার এই প্রথম কলকাতায় আসা। এসো—এই দিকে

এসো—এই দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি। তুমিও কি আর কখনো এবাড়ীতে আসোনি?

—না।

— তাই সিঁড়ি চেন না। এসো—এই ঘরে বোসো।

ধারা বিনতিকে সঙ্গে করিয়া সুবিমলের বসিবার কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল। সেই সময় সরস্বতীকে সেখানে আসিতে দেখিয়া ধারা কহিল—এই যে আমার মা।

বিনতি চেয়ার হইতে উঠিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিল।

সরস্বতী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা—আপনারা?

বিনতি নতমুখে উত্তর দিল—আমরা ব্রাহ্মণ।

সরস্বতী—বেশ—বেশ—বামুনের ঘরে না হলে এমন জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণের মত—সর্ব্বসুন্দরী মেয়ে হয়।

ধারা হাসিয়া কহিল, বামুনের ঘরে হলেই কি অমন রূপ হয় মা—এই দেখছ না—আমি ত বামুনের ঘরের মেয়ে—আমার কত রূপ!

বিনতি হাসিয়া কহিল, কেন তোমাকে দেখ্‌তে কি মন্দ? দিব্যি দেখতে ত তুমি।

ধারা হাসিয়া কহিল, জ্যোৎস্নার কাছে জোনাকীর আলো আর কি? সত্যি বিনতি দিদি—তোমার মত এত সুন্দর—আমি আর কারুকে দেখিনি। এখানে শুনেছি মেম, ইহুদী

আর্য্যাণী আছে—তাদের রূপ ধরে না। বিলেত-ফেরত বড় বড় ব্যারিষ্টারদের—আর সব বড় লোকদের মেয়েরাও শুনেছি—দেখতে খুব ভালো—ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরাও ত শুনেছি দেখতে চমৎকার—তুমি কি তাঁদের কেউ হও?

বিনতি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সরস্বতী কহিল, আমার এই ধারা মেয়েটী কিছু বেশী কথা কয়—তুমি খানিক থাকলে তোমাকে বকিয়ে বকিয়ে জ্বালাতন করে তুলবে—দেখছি।

ধারা হাসিয়া কহিল, জিজ্ঞেস না করলে সব জানবো কি করে? বনদেশে থাকি—খালি বই পড়ে আর বাঙ্গলা কাগজ পড়ে কত শিখবো।

বিনতি ধারাকে জিজ্ঞাসা করিল, পড়া শুনো কি দেশের স্কুলে কর?

ধারা—দেশে কি আর ভাল মেয়ে স্কুল আছে—বাবার কাছে পড়ি।

সরস্বতী—কর্ত্তা যখন কলকাতায় থাকতেন—তখন হ'লে এখানকার স্কুলে ইংরিজী পড়তে পারত—এখন ত আর সে সুবিধে নেই। সুবিমল যাই ভাল ছেলে তাই তার এই বাসায় থেকে কালীদর্শন করতে আসতে পেরেছি।

বিনতি—এখানে তাহলে—বেশী দিন থাকবেন না?

সরস্বতী—বেশী দিন ঘর বাড়ী ছেড়ে কি করে থাকি মা? তবে দু'এক মাস থেকে যদি মেয়েটার একটা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক

করতে পারি—তাহলে থাকবো। আমাদের দেশে থেকে কনে দেখা শুনোর অসুবিধে হয়—চাকরী বাকরী করে—অন্ততঃ ইংরিজী লেখা পড়া জানে—চাকরী করে খেতে পরতে পারে—এমন একটী পাত্র সন্ধান করতেই কর্ত্তা এসেছেন।

ধারা—মা কি যে বকো তার ঠিক্ নেই—রান্না বান্না করগে যাও না মা। না গো বিনতি দিদি আমাদের এখানে বেশী দিন থাকা হবে না। সুবিমল দা' খাবার দাবার খরচ পত্তর করতে দিচ্ছেন না—বাবা বলেছিলেন ওঁকে ভাল মানুষটী পেয়ে ওঁর ওপর বেশী দিন এমন উপদ্রব করে থাকাটা ভাল হবে না। তা ছাড়া আমরা পাড়া গাঁয়ের লোক—ওঁর এখানে কত সহরের বড় বড় লোকেরা আসা যাওয়া করেন—আমরা এখানে থাকলে ওঁর নিন্দে হাত পারে ?

বিনতি—নিন্দে হবে কেন ?

ধারা—নিন্দে হবে না ? আমরা গরিব দুঃখী লোক—আমাদের কাপড় চোপড়ের এই হাল চাল দেখছো ত—আমরা কাছে থাকলে ওঁর মান সম্ভ্রম থাকবে কেন ?

বিনতি—তা থাকবে না কেন ? উনি নিজেও ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান—সে কথা বলতে ত ওঁর লজ্জা হবার কথা নয়। ওঁর মান সম্ভ্রমের কিছু ক্ষতি হবে না—বরং আপনাদের মত—আপনার জন কাছে থাকলে, উনি বাসাতে থেকেও বাড়ীতে মা বাপের যত্নর মতন যত্ন পেতে পারবেন। আমি বলছি

আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পারেন। তিনি কিছু মনে করবেন না।

শেষ কথা-গুলি বিনতি সরস্বতীকে সম্ভাষণ করিয়াই বলিল।

সরস্বতী উত্তর দিল, তুমি তাহলে সুবিমলকে ভাল করেই চিনেছ মা—অমন সুবোধ ছেলে আর কি আছে! বাছা বিলেতে থেকে কত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছে—তবু যেন মাটীর মানুষ।

ধারা—মার এক কথা! বিনতি দিদি সুবিমল দাকে চিনবেন না? সুবিমল দা' যে ওঁর বন্ধু—

বিনতি—আমার বাবার সঙ্গে কারবারের জন্যে তাঁর জানা শুনো—তাই থেকে আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা—খুবই আত্মীয়ের মত হয়ে গেছেন। আমরা ওঁকে পর ভাবি না।

সরস্বতী—তা ত দেখতে পাচ্ছি মা—নইলে তুমি একলা এখানে আসবে কেন?

বিনতি—আমি আর কখনো এখানে আসিনি—আজ একটা ভারি দরকার আছে—সেই কাজের জন্যে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

সরস্বতী—ভালই হয়েছে মা—তবু আমাদের দেখা শুনো হোলো।

ধারা বিমর্ষ ভাবে কহিল, তাহলে আর তোমার সঙ্গে

দেখা শুনো হবে কিনা তার ঠিক নেই বিনতি দিদি—তুমি হয়ত আর আসবে না? ঐ বুঝি সুবিমল দা' এলো।

দ্বারে মোটর আসিয়া থামিতেই—ধারা উক্ত কথা গুলি বলিল এবং তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুবিমল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুবিমল দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কতক্ষণ এসেছ বিনতি? তোমাকে এখানে মিছিমিছি এতক্ষণ বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলুম—আমি মনে করেছিলুম তুমি একটু দেরীতেই আসবে—তাই একটা কাজ সেরে আসতে গিয়েছিলুম—এসো তাহলে—মোটর তৈরী আছে—তোমার গাড়ীখানা বিদেয় করে দিই গে।

বিনতি—আমি বেশীক্ষণ আসিনি—মাসীমার সঙ্গে আর এই ধারাটীর কথা কইতে কইতে সময়টুকু কি করে কেটে গেল তা জানতেও পারিনি। কি চমৎকার সাদা সিধে লোক এঁরা। এখন আসি তাহলে মাসীমা—আসি তাহলে ধারা—তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে বৈকি।

সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া—ধারার চিবুকে হাত দিয়া—'আসি বোন এখন' বলিয়া বিনতি বিদায় লইল। সরস্বতীও 'এসো মা—আবার' বলিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিল এবং ধারা তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিতে যাইল।

সুবিমল সরস্বতীকে বলিয়া যাইল, আমার আসতে দেরী

হতে পারে মাসীমা। মেসোমশাই এলে তাঁকে যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে বলবেন না—আপনারা সব খেয়ে দেয়ে নেবেন।

সরস্বতী—আচ্ছা সে হবে অখন—তুমি কাজ কর্ম্ম সেরে এসো না—দেরী হলেই বা।

বাস্তবিক কিন্তু সুবিমলের বাসায় ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এটর্ণীর আপিসে যাইতেই এক ঘণ্টার মধ্যে কার্য্য সমাধা হইল। এটর্ণীর সঙ্গে সুবিমলের কথা মত বিনতিকে স্বতন্ত্র কামরায় লইয়া গিয়া দলিল সম্বন্ধে তাহার নিকট এটর্ণী গোপনে উপদেশ লইল এবং পরদিনই উহা প্রস্তুত করিয়া রেজিষ্টারী করিয়া দিবে প্রতিশ্রুতি দিল। এটর্ণীর ফী ও রেজিষ্ট্রেশনের ফীর এষ্টিমেট্ জানিয়া, ষ্টাম্পের খরচ দিয়া, বিনতি সেদিন এটর্ণীর আপিস হইতে সুবিমলের সহিত বাহির হইয়া, পথে একখানি স্বতন্ত্র ট্যাক্সী ভাড়া করিয়া তাহাতে একাকী বাটীতে ফিরিল। সুবিমল তাহার বাটীর নিকট অবধি নিজের মোটরে যাইবারও পরদিন আবার এটর্ণীর আপিসেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিল।

বেলা ১২টার পরে বাসায় ফিরিয়া সুবিমল সেদিন যখন আহার করিতে বসিল তখন অন্নব্যঞ্জনের আয়োজন দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আজ যে মাসীমা আমার বাসাকেই হরিপুরের বাড়ী করে তুলেছেন দেখছি!

ধারা নিকটেই বসিয়াছিল এবং সরস্বতী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। ধারা প্রশ্ন করিল—কেন ?

সুবিমল—শুক্তো, মোচারঘণ্ট, এঁচোড়ের ডালনা, বড়িভাজা এসব কি একসঙ্গে বাসায় দেখা যায় ?

সরস্বতী কহিল, বাসাতে যাতে খাওয়া দাওয়া বাড়ীর মতন পাও সেই রকম বামুনঠাকুরকে শিখিয়ে দিয়ে যাবো—এতে ত আর খরচ বেশী নেই—কেবল গুছিয়ে বাজারটা করা আর একটু পরিশ্রম করে রাঁধা। তোমার মেসো বলেছেন—যে কদিন এখানে আমরা থাকি—তিনি নিজে চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাজারটা রোজ করে দেবেন।

সুবিমল—তা দিতে পারেন—কষ্ট করে যাবেন সেই ঢের কিন্তু নিজে যেন কিছু কিনে না আনেন। এত সব আনাজ—

সরস্বতী—ও তোমার যা রোজ বাজার হয় সেই পয়সাতেই হয়েছে—নিজে দেখে শুনে কিনে দিয়েছেন—এই যা।

ধারা—সে যা হোক সুবিমল দা' তুমি বিনতি দিদিকে কোথায় দিয়ে এলে—

সুবিমল—তিনি তাঁদের বাড়ী গেলেন।

সরস্বতী—কি চমৎকার দেখতে—কথা বার্ত্তাও কি তেমনি ! মাথায় সিঁদুর দেখলুম না—বিয়ে এখনো হয়নি বুঝি ?

সুবিমল—না।

সরস্বতী—যাদের ঘরে অমন বৌ যাবে—তাদের ঘর কি আলোই করবে। বড়মানুষের ঘরের মেয়ে হবেন বোধ হয়।

সুবিমল—হ্যাঁ, বাপের অবস্থা ভালো—কারবারী লোক।

ধারা—খুব বড় মানুষ কি?

সুবিমল—কেন?

সরস্বতী—ধারার যেমন যা তা জিজ্ঞেসা করা—বড় মানুষ না হলে কি অমন চেহারা—না ওরকম কাপড় চোপড় জুতো মোজা পরার ধরণ ধারণ হয়—না অতবড় মেয়ে আইবুড় থাকে? বড়মানুষ—আর সাহেবীয়ানা চাল চলনের বড়মানুষ—এ ত বোঝাই গেল। তবে ব্রাহ্ম হলে ত শুনেছি সিদুর পরে না—তাই বিয়ে হয়েছে কিনা—তা ঠিক বুঝতে পারিনি।

সুবিমল—না ওঁরা ব্রাহ্ম নন—আর কলকাতার বনেদি বড় মানুষও নন।

সরস্বতী—ব্রাহ্মণ তা শুনেছি—

সুবিমল—হ্যাঁ—হালদার—

ধারা—তবে?

সুবিমল—তবে কি?

ধারা—তোমার সঙ্গে বিয়ে হয় না? কি সুন্দর বৌটি হয় তা হলে!

সরস্বতী—তা ঠিক। দিদির খুব পছন্দ হবে—তবে তোমার বাবা যদি বড় বলে আর সাহেবী চালচলন বলে আপত্তি করেন।

কিন্তু আমাদেরও ত কুলীন বামুনদের ঘরের মেয়েদের বয়েসের গাছ পাথর থাকত না যখন বিয়ে হত—আর তুমি নিজে যখন বিলেত-ফেরত তখন ঐ রকম লেখা পড়া জানা কনে হওয়াই ত ভাল। দিদি ত তোমার বিয়ে যাতে শীগগির হয় সেজন্যে ব্যস্ত হয়েছেন—বল ত তাঁকে লিখে জানাই।

সুবিমলকে মৌন দেখিয়া সরস্বতী পুনরায় কহিল, তবে যদি মেয়েটীর বাপ মার অমত হয় সে আর এক কথা। তাঁরা নিজেরা বড়মানুষ—যদি মেয়ের বিয়ে আরো বড় ঘরে দিতে চান ?

ধারা—সুবিমল দা'র কি আরো পয়সা হবে না—অত লেখা পড়া কাজকর্ম্ম শিখে এসেছেন—এখানেও ভাল কারবার কর্চ্ছেন—এর পরে ওঁদের চেয়েও বেশী টাকা পাবেন না কে বলতে পারে ?

'তা ত ঠিকই'—এই কথা বলিয়া সরস্বতী রন্ধন-গৃহে যাইল। ধারা সুবিমলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি যে কোনো কথা কইলে না সুবিমল দা' ?

সুবিমল—এখন ওকথা মাকে লেখবার দরকার নেই—মাসীমাকে বোলো।

ধারা—কেন ? বিনতি দিদির মা বাপ কি অমত করতে পারেন ?

—না, তাঁরা রাজি আছেন।

—তা হলে তাঁরা জানেন। তবে বিনতি দিদির মত নেওয়া দরকার না কি?

—হ্যাঁ শিক্ষিত সমাজে বড় হলে—জ্ঞানবৃদ্ধি হলে বিয়ে হয় কিনা—দুইপক্ষেরই মত থাকা দরকার।

—তা জানি। তা বিনতি দিদি অমত করবে না।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি তা বুঝতে পেরেছি—হয় না হয়—তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

—আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

—আপত্তি করেছে? কেন?

—তা কিছু বলেন নি।

—আর কোথাও বিয়ের কথা হয়ে ছিল কি—আর সেখানে বিয়ে করতে বিনতি দিদি মত দিয়েছিল কি?

—না।

—তা হলে তুমি আর একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা করে দেখো। আমার সঙ্গে দেখা হলে আমিই চাই কি জিজ্ঞাসা করতে পারি। তাঁর সঙ্গে তোমার কতদিন বন্ধুত্ব হয়েছে? তুমি কি রকম লোক তা ভাল করে জেনেছে ত?

—তা ৭।৮ মাস আলাপ হয়েছে—খুব ঘনিষ্ঠতাই হয়েছে।

—তা হলে তুমি ভুল শুনেছ—ভুল বুঝেছ। আমি দু'চার

দিনেই তোমাকে চিনেছি—আর বিনতি দিদি এতদিন ভাব হয়েছে তবু তোমাকে চেনেনি—এ হতেই পারে না!

—কি হতে পারে না।

—তোমাকে ভাল করে চিনে—আর অত ভাব হয়েও—বিনতি দিদি তোমাকে বিয়ে করতে চায় না—এ হতেই পারে না—আমার ত বিশ্বাস হয় না।

—সেও বলে আমি ভুল বুঝেছি। কিন্তু কি যে ভুল—আর কি সত্যি—তা সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না। অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারিনি!

—তা ত বুঝতে পারছি—সেখানে চিঠি দেয় নি বলে তোমার কি কষ্ট হয়েছিল—তা কি আমি দেখিনি? তখন কার চিঠি—কি চিঠি—তা ঠিক বুঝতে পারিনি—এখন বুঝতে পারছি। এমন জানলে—আমিই বিনতি দিদির কাছে কথাটা পাড়তুম। যাহোক তুমি আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো—তোমারই ভুল হয়েছে—ভুল বুঝেছ—এটা ঠিক্।

—আচ্ছা তোমার কথাই শুনবো ধারা—আর একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখবো। কিন্তু এখন কিছুদিন হবে না—ডাক্তারে এখন তাঁর কোন রকম মনের উত্তেজনা যাতে না হয় সেই রকম ভাবে থাকতে বলেছেন—ওসব কথা এখন তাঁর কাছে পাড়া উচিত নয়। আমার একবার ঝরিয়া রাণীগঞ্জ ঘুরে আসতে হবে। সেখানে মাসখানেক দেরী হতে পারে। এখন তোমরা

এখানে আছ—বাসাটা দেখতে শুনতে পারবে—সেই জন্তে দু এক দিনের মধ্যেই সেখানে যাবো ঠিক করেছি। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার তাকে জিজ্ঞাসা করবো—ততদিনে বিনতির মনের অসুখটাও সেরে যাবে।

ধারা বিনতির অসুখের কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার শরীরে কোনও অসুখ আছে বলিয়া তাহার বোধ হয় নাই। যাহা হউক সে আর কোনও কথা বলিল না।

(১৪)

সুবিমল কোলিয়ারী পরিদর্শন করিতে যাইবার পর এক-সপ্তাহ কাল ধারা তাহার পিতা মাতার সহিত কলিকাতার নানা দর্শনীয় স্থান দেখিয়া বেড়াইল। সুবিমল তাহার মোটর চালককে উহাদের আদেশ পালন করিতে এবং পেট্রল যোগাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া দিয়া গিয়াছিল এবং নবীনকে নিঃসঙ্কোচে তাহার মোটর ব্যবহার করিতে বলিয়া গিয়াছিল।

সেই সুবিধা পাইয়া নবীন তাহার কন্যা ও পত্নীকে প্রথমে প্রথমে কালীদর্শন ও গঙ্গাস্নান করাইয়া লইয়া আসিল। পরে এক একদিন যথাক্রমে পশুশালা, যাদুঘর, পার্শ্বনাথের বাগান, শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন, বায়স্কোপ, থিয়েটার, সমস্তই দেখাইয়া আনিল।

ইতিমধ্যে নবীন ধারার বিবাহের সম্বন্ধ বিষয়ে তদ্বির করিতে ক্রটী করিল না। শেষে ধারার যে দুইটী সম্বন্ধ এতদিন তাহার হাতে ছিল তাহাদের মধ্যে একজনদের কনে দেখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল। নবীনের একজন আত্মীয় সেই সম্বন্ধের মধ্যস্থ হইয়াছিল—তাহারই সাহায্যে নবীন কন্যা

দেখাইবার দিনস্থির করিল। নির্দিষ্ট দিনে বরকর্ত্তা তাহার এক বন্ধুকে লইয়া 'কনে' দেখিতে আসিল।

সুবিমলের বাসাবাটীতে 'কনে' দেখাইবার আয়োজন করিতে নবীনের বিশেষ কোনও অসুবিধা হইল না। বহির্বাটীর নিম্নতলের একটী কক্ষে তক্তপোষের উপর গালিচা পাতিয়া ঢালা বিছানা করা ছিল—নবীন সেই গৃহেই কন্যা দেখাইবে স্থির করিয়াছিল। কেবল বাঁধা হুকার অভাব নবীন বাজার হইতে দুইটী ডাবা হুকা কিনিয়া আনিয়া পূরণ করিল।

অপরাহ্নকালে পাত্রের পিতা বিজন বাবু তাঁহার বন্ধু মকরন্দ বাবুকে সঙ্গে করিয়া 'কনে' দেখিতে আসিলেন। মকরন্দবাবু আদালতে চাকরী করেন—তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া খ্যাতি আছে কিন্তু সে বিষয়ে তিনি বড়ই 'চাপা'—তাঁহার রোজগারও যেমন গোপনে হইত তাঁহার স্বচ্ছলতা গোপনে রাখিবার উপযোগী চেহারাও বিধাতা তাঁহাকে দিয়া ছিলেন—তিনি অন্নকষ্ট মূর্ত্তিমান—রূপে যেন দগ্ধ বৃষকাষ্ঠ। কিন্তু স্থল বিশেষে তিনি খুব গম্ভীর হইতে পারিতেন—বিশেষ সেদিন বরপক্ষীয় হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি যেন নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রতিভূ হইয়া আসিয়াছিলেন। এদিকে নবীন বরপক্ষীয়দিগের খাতির যত্ন করিবার সাহায্য করিতে তাঁহার এক মাষ্টার বন্ধুকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। স্কুলমাষ্টারদিগের বিষয়বুদ্ধিহীন বলিয়া যে দেশ বিদেশে খ্যাতি আছে নবীনের

বন্ধু মাষ্টারমহাশয়টীর সে বিষয়ে কোনও ব্যতিক্রম ছিল না।

নবীন সেদিন প্রাতঃকাল হইতেই কিছু চিন্তিত ছিল—অধিক কথা কাহারও সহিত কহে নাই। আজকাল বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ের চিন্তাটা একটু কমিয়াছে—কঠোর জীবন-সংগ্রামে পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা কন্যাদায়ের গুরুত্বের পাষাণ ভাঙ্গিয়া সংসারের তুলাদণ্ডে উভয়কেই যেন সমান করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তবু কনে দেখান কাজটা অনেক পিতার যে কত অপ্রিয় ও ভীষণ তাহা বেপরোয়া লোকেরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুত্রের ভবিষ্যৎ দুঃখ কষ্ট চোখের সামনে হইবে—পিতা মাতা সেই দুঃখ ক্লেশের ভাগ লইতে পারিবে, কিন্তু কন্যা যে কোন্ অজানা অন্ধ-গহ্বরে গিয়া পড়িবে পিতা মাতা তাহার সন্ধানই পাইবে না। হয়ত বিবাহের কথাবার্ত্তার সময় যে শোনা কথায় সোণার ছবি চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে তাহা নিতান্তই মরীচিকা—যে ঘটক বা আত্মীয় পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকে সে নিজেই তাহা জানে না। পাত্রের শিক্ষা, স্বভাব, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, জাতি কুল, অর্থ, বংশগত-প্রকৃতি, ভাই ভগ্নী পিতামাতা আত্মীয় আত্মীয়াদের স্বভাব, অশন বসন, চাল চলন, অভ্যাস—এই সকলের মধ্যে কোনটী যে লগুড়ের মত সংহারক বা যাতনাদায়ক আকারে আসিয়া

কন্যাকে বিপর্য্যস্ত করিবে তাহার বিন্দু মাত্র স্থিরতা নাই। কন্যার পিতা ঐ গুণগ্রামের অনেক গুলির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেও যেটী অন্যান্য গুলির তুলনায় নিতান্ত উপেক্ষার বিষয়, অনেক সময়ে সেই উপেক্ষিত সামান্য বিষয়টীই তিল হইতে তাল হইয়া উঠিয়া কন্যার মধুময় জীবনকে কটু তিক্ত—বিষময় করিয়া দিবে তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় নাই। পাত্রের দিক হইতেও যে সেইরূপ দুর্ভাবনার কারণ নাই তাহা নহে। পাত্রীর রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, বংশ, পিতার অর্থসঙ্গতি—ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের পর নিঃসন্দেহ হইলেও, মাকাল ফলের মত 'রাঙা টকটকে' বউ ঘর আলো করিতে আসিয়া কোন্ দিন নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া উগ্রচণ্ডার কন্যা—'পাহাড়ে কুঁদুলী' রূপে স্বামীর ভিটায় অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে নিয়ত ফুৎকার দিতে থাকিবে, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। পাত্র পাত্রীর স্বনির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনেও কিন্তু সেই অন্ধকারে ঝুলিয়া পড়ার দুর্দ্দৈব হইতে নিষ্কৃতি নাই—শিক্ষিত ধূর্ত্ত সমাজে লোকেদের এক একটা পোষাকী মুখোস আছে—সেইটা পরিয়াই পাত্রপাত্রীদের প্রধানতঃ দেখা শুনা হইয়া থাকে, তাহার পরে ঘর করিতে বসিয়া যখন সেই মুখোস খসিয়া পড়ে তখনকার সেই স্বরূপ মূর্ত্তি পূর্ব্বে নির্ণয় করা পাত্র বা পাত্রী উভয়েরই দুঃসাধ্য—ডাইভোর্স কোর্টে কিম্বা আপোসে ছাড়া-ছাড়িতে অথবা নিত্য কলহ বিবাদে মতান্তর মনান্তরে যখন

তাহা প্রকাশ পায় তখন উভয়ে উভয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার বা দুর-দৃষ্টের জন্ম পরস্পরকে দোষ দেওয়া ভিন্ন সেই দুর্ঘটনা নিরা-করণের অন্ম উপায় থাকে না। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে হয় বিবাহের প্রার্থিত আদর্শ অথবা বিড়ম্বনা যাহা হউক একটা ঘটিতে পারে—বিধাতার সেই লটারী হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। নবীন পণ্ডিত সেই চিন্তাতেই আকুল হইয়া সারাদিন কাটাইয়া অপরাহ্ণকালে অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যায় রত হইল।

বরপক্ষীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া এবং ভৃত্যের সাহায্যে ডাবাহুকায় কলাপাতার নল সংযুক্ত করিয়া 'তামাক ইচ্ছা' করাইয়া নবীন বাটীর ভিতরে গিয়া সরস্বতীকে কন্মার প্রসাধন কার্য্যে তৎপর হইবার জন্ম বলিয়া আসিল।

এদিকে নবীনের বন্ধু মাষ্টার মশাই পাত্রের পিতা বিজন বাবুকে প্রশ্ন করিল, পাত্রটী কি মশায়ের পুত্র?

বিজনবাবু যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাষ্টার—পড়াশুনো করেন কি?

সেই প্রশ্নের উত্তর বিজন স্বয়ং না দিয়া তাহার সহচর মকরন্দ বাবু দিল।

মকরন্দ বলিল, পড়া শুনো করে আর কি হবে মশাই? আজ কাল বাজারটা কেমন পড়েছে তা দেখছেন ত?

ছেলেপুলেকে স্কুলে কলেজে পড়ান হচ্ছে টাকাগুলো নিয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করা।

মাষ্টার সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিজন বাবু মকরন্দ বাবুর পরিচয় দিল। তিনি যে অবস্থাপন্ন মহাশয় ব্যক্তি সেই কথাই বলিল—বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই নিকট গোপনে এবং যাহার যেমন গরজ ও সামর্থ্য তাহা বুঝিয়া, অর্থ শোষণ করিয়াই যে তাঁহার সঙ্গতি—অবশ্য সে কথা প্রকাশ করিল না।

মাষ্টার বিষয়বুদ্ধিতে মকরন্দ বাবুর শিষ্যানুশিষ্য হইবার যোগ্য না হইলেও নিজের এলাকার মধ্যে সে শক্তিমান তার্কিক। সে বলিল, বলেন কি মশাই—বিদ্যার মূল্য নাই? শিক্ষা না হলে এই যে মহান মানব জীবন—কত জন্ম জন্মান্তরের পর পেয়েছে—সেটা উন্নতির পথে এগুবে কি করে? জীবনটাকে সার্থক করবার সেইটাই যে প্রথম স্তর।

মকরন্দ—ক্ষেপেছেন! চোখের সামনে দেখছেন না—আমাদের ছেলেগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে—শরীর নষ্ট করে—বি-এ, এম্-এ পাশ করে ক্যা ক্যা করে বেড়াচ্ছে—আর মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল নিয়ে এসে দেশের টাকাগুলো একচেটে করে লুটে নিয়ে যাচ্ছে।

মাষ্টার—আমি টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ করছি না মশাই—মানবজীবনের উচ্চ আদর্শের কথা বলছি। বিদ্যাশিক্ষা

না হলে সে আদর্শের ধারণা হবে কেন ? আপনি কি বলতে চান যে মাড়োয়ারীরা ৫ তলা বাড়ী করে—তার সবটা ৩৩৩ জনকে ভাড়া দিয়ে, নিজে ওপরের বারান্দায় চট টাঙ্গিয়ে ছাতুগুড় খেয়ে এক কাপড়ে ৬ মাস কাটায় ব'লে তারা আমাদের বাঙ্গালীর চেয়ে জীবনপথে এগিয়ে চলেছে—কেন না তাদের ব্যাঙ্কে দশ বিশ লাখ টাকা জমা আছে আর বাঙ্গালীর নুন জোটে ত তেল জোটে না ? টাকা আনার হিসেব করে এ বিষয়ের তুলনা হয় না মশাই ।

মকরন্দ—টাকাটাই যে সকল উন্নতির মূল মশাই—টাকা না হলে পেট চলবে কি করে ? সেই টাকাই যদি আমাদের দেশে এসে আর পাঁচজনে লুটে নিয়ে গেল—তা হলে লেখাপড়া শিখে উন্নুনের পাশ করে হচ্ছে কি ?

মাষ্টার—হচ্ছে অনেক—চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবেন যে আমাদের ছেলেরা এখন মানবজীবনের উচ্চ আদর্শের পথে কত এগিয়ে চলেছে । দেখছেন না কি—এখন কত ছেলেরা মিথ্যে কথা বলে না—সত্য কথা বলতে ভয় পায় না—সত্যরক্ষা করতে জেলে যেতে—লাঠি পেটা খেতে ডরায় না—ঘুস নেয় না—বিশ্বাসঘাতকতা করে না—মোটা কাপড় পরে—পরের সেবায় নিজের সুখ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে—বন্যায়—ঝড়কে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে পরকে বাঁচাতে যায় ।

মকরন্দের কাণে ঘুস লইবার খোঁচাটা বড় বেশী লাগিয়াছিল ।

সে বলিল, সে কি আর সবাই করে মশাই—না সব ছেলেরা লেখা পড়া শেখা পাশ করা।

মাষ্টার—একালের ছেলেদের সেই রকম করাটাই নিয়ম—আর না করাটা ব্যতিক্রম। যারা পাশ করে না বা লেখাপড়া শেখে না তারও শিক্ষিত ছেলেদের আবেষ্টনীর বাইরে নয় ব'লে সেই রকম করে থাকে—এটা যুগধর্ম্ম—শিক্ষিত সমাজের এই যুগধর্ম্ম, যারা শিক্ষা না পায় তাদেরও নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে এনে উঁচুতে তুলে রেখেছে। এই যে বছর বছর দশ বিশ হাজার ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে ঢোকবার চেষ্টা করছে বা ঢুকছে—তারাই এই আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে।

মকরন্দ—ওটা আপনার আর একটা মস্ত ভুল। তা যদি হোত তাহলে আর ইউনিভার্সিটীর এত নিন্দে হোত না—লোকে ওটাকে তুলে দিতে চাইত না।

মাষ্টার—যাঁরা ওকথা বলছেন—তাঁরা ঐ টাকা আনা পয়সার হিসেব করেই বলছেন—বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষার উঁচু আদর্শ গড়ে তুলেছে—সে দিকটায় চেয়ে দেখছেন না। হতে পারে আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটার গোড়ায় গলদ আছে—অনেক দোষ আছে—অন্য দেশের ছেলেরা অল্প বয়সে যত দরকারী জিনিস শেখে—আমাদের ছেলেরা তার চেয়ে ঢের কম শেখে—তাদের শিক্ষায় যেমন কাজের লোক তৈরী হয়—আমাদের দেশের ছেলেরা সে রকম শিক্ষা পায় না। সে সব

দোষ ত্রুটী যাতে যায় সেই রকম সংস্কার করা হয়ত দরকার কিন্তু—একেবারে গোড়া কেটে দিলে কি হবে।

মকরন্দ—যাক্ মশাই আপনার সঙ্গে ওসব বাজে তর্ক করতে চাই না। মোট কথা হচ্ছে এই যে পাত্রটী লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন রোজগার করছে।

মাষ্টার—সে ত ভাল কথা। সবাই যে বি-এ এম-এ পাশ করবে সে ত কাজের কথা নয়। তা পাত্রটী কি কাজ কর্ম্ম করেন? কেরাণী-গিরি?

মকরন্দ এই বারে বাগে পাইয়া মাষ্টারকে চাপিয়া ধরিল। সে বলিল, কেরাণীগিরির নামে অমন মুখ ফেরালেন কেন—মশাই?

মাষ্টার—কেরাণীদের আমি তাচ্ছিল্য করছি না—সবাই কিছু মাছিমারা কেরাণী নয়—তাদের বুদ্ধি বিদ্যার জোরে বড় বড় ব্যবসা—এমন কি রাজত্ব চলে যায়—ওপরওলারা সেটা মানুক আর নাই মানুক। কিন্তু কেরাণীদের মধ্যে ঐক্য নেই বলে তারা কুলী মুটে মজুরদেরও অধম—একটা কেরাণী তাড়ালে দশটা সেই কাজের উমেদার হয়—তাই তাদের আত্ম-সম্মম—মান ইজ্জত সমস্ত খুইয়েছে—কেরাণী পেশাটা সকল পেশার উন্‌ছো পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মকরন্দ—পেটের দায়ে সবই করতে হয় মশাই—সে যা হোক—পাত্রটী কেরাণীগিরি করে না—স্বাধীন রোজগার করে।

মাষ্টার—তবু কি কাজ করেন—শুনতে পাই না?

মকরন্দ—রেসের বাজী খেলে। সে তাতে যা রোজগার করে—ভাল ভাল উকিল মোক্তারেরা তা পারে না—কেরাণী ত দূরের কথা।

মাষ্টার—কি বল্লেন—রেসের জুয়োবাজী খেলে?

মকরন্দ—আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন দেখছি। আইনে যে খেলা দোষের ধরে না সেটাকে আপনি জুয়া খেলা বলে ফেললেন।

মাষ্টার—আইনে জুয়ো না বলতে পারে কারণ যারা আইন গড়েছে তারা ঐ খেলা খেলে। কিন্তু তা বলে জিনিসটা যে জুয়া তার কিছু সন্দেহ আছে কি?

মকরন্দ—ভাগ্য-পরীক্ষাটাকে আপনি জুয়া বলছেন! তা হলে যারা কোম্পানির কাগজ—শেয়ারের কাগজ কেনা বেচা করে—তাদেরও আপনি জুয়াড়ী বলবেন?

মাষ্টার—নিশ্চয়ই।

মকরন্দ—ঐ কাজ বুঝে সুঝে ক'রে কত লোক দেখতে দেখতে বড় লোক হয়ে উঠেছে—তা জানেন?

মাষ্টার—সেটা ব্যতিক্রম—সর্ব্বস্বান্ত হওয়াই ওসব কাজের নিয়ম।

মকরন্দ—পাত্রটী সেই ব্যতিক্রমের দলেরই একজন—এখনো জিতের পালাই খেলে আসছেন।

মাষ্টার—বাজী উল্টে যাবার বয়স কি তাঁর কেটে গেছে?

মকরন্দ—সে রকম গতিক দেখলে—হায়ের দশা পড়লে—হাত গুটিয়ে গেলা বন্ধ করবার শক্তি সে ছেলের আছে।

মাষ্টার—ও কাজে যারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন প্রত্যেকেই ঐ কথা বলতো। কিন্তু হাত গুটোবার সময় এলে—কেউ হাত গুটোতে পারেনি—সে শক্তি তখন একেবারে থাকে না।

মকরন্দ—না থাকে না থাকে—আমাদের পাত্রটী ঐ কাজই করে—আপনাদের পছন্দ না হয় আপনারা দোসরা পাত্র দেখুন—এম-এ, বি-এর টাকা ছাড়তে পারেন—সেই রকম পাত্রের চেষ্টা দেখুন। এই আমাদের পাত্রটীরই কাছে হিসেব রাখবার চিঠি পত্তর লেখবার কাজের জন্যে কতগণ্ডা ওরকম পাশকরা লোক উমেদার আছে—বলেন ত তাদের মধ্যে জুটো একটার সন্ধান বলে দিতে পারি।

নবীন পণ্ডিত এতক্ষণ নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল—মকরন্দের সহিত মাষ্টারের বাক্যযুদ্ধে ততটা কাণ দেয় নাই। এক্ষণে যখন দেখিল যে মাষ্টার নিতান্ত আনাড়ির মত কাজ করিল—তাহার কন্যা দেখাইবার তরী কূলে লইয়া যাইতে সাহায্য করিতে আসিয়া সে মাঝ দরিয়ায় লইয়া গিয়া বানচাল করিয়া দিবার উপক্রম করিল, তখন সে তটস্থ হইয়া মকরন্দের নিকটে আসিয়া করযোড়ে কহিল—স্থির হোন মশাই—দয়া করে ক্ষমা করুন—উনি ছেলে মানুষ না বুঝে যদি কিছু অন্যায় বলে

থাকেন—সে অপরাধ নেবেন না। পাত্র যখন ইংরাজি লেখা পড়া জানেন তখন তিনি যে উপায়ে হোক রোজগার করতে পারেন। আমি অর্থহীন—আমার অত বাচবিচার করলে চলবে কেন? আমি ত তা জেনেই কন্যাদান করবো বলে মহাশয়দের কন্যা দেখতে আসতে বলেছি—এখন আর সে কথা কেন?

নবীন একজন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও যে কন্যাদায়ে পড়িয়া মকরন্দের মত অর্ব্বাচীনের নিকট অতটা হীনতা স্বীকার করিল, তাহা দেখিয়া মাষ্টার কন্যাদায়গ্রস্তদিগের দুর্ভাগ্যে নিতান্ত দুঃখিত এবং পুত্র ও কন্যার মধ্যে এই অযথা বৈষম্য স্থাপনের জন্য সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। যাহা হউক সে আর বচসা বৃদ্ধি না করিয়া মৌন অবলম্বন করিল।

সেই সময়ে সুবিমলের নিযুক্ত নূতন দাসী উজ্জ্বলা সেই কক্ষে ধারাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। নবীন ধারার হাত ধরিয়া তক্তপোষের কাছে লইয়া যাইতেই—সে আনত মস্তকে তক্তপোষ স্পর্শ করিয়া একে একে সকলকে প্রণাম করিল। নবীন বলিল, উঠে বোস মা।

মকরন্দ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, ওঃ! অনেক দেরী হয়ে গেছে ত—কনে সাজাতে এত দেরি! আমি বলি কি অপরূপই না জানি সাজাচ্ছেন।

নবীন—সাজাবেন আর কে বলুন—আমার ব্রাহ্মণী পাড়াগাঁয়ের লোক—সহরের কনে সাজাবার ধরণ ধারণ ত জানেন না।

বিজন বাবু মৌখিক শিষ্টাচার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কহিল, না না বেশ সাজান হয়েছে।

মকরন্দ বারেক বিজনের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিল। সে হাসির অর্থ—আহা কি সাজই সাজিয়েছে!

সরস্বতী ধারাকে একটী বাজারে গোলাপী কাপড়ের ভিক্টোরিয়া হাতা সেমিজের উপর একটী লাল রংএর মোটা সুতার রঙ্গিন শাটী পরাইয়া, তাহার একরাশ ঘনকৃষ্ণ কেশে সম্মুখে পাতা কাটিয়া, ও পশ্চাতে 'পতি পরম গুরু' লেখা চিরুণী দিয়া একটী প্রকাণ্ড ফিরিঙ্গি খোপা বাঁধিয়া দিয়াছিল। তাহার সুগঠিত নাসিকার উপর একটী শসাবীচির আকারে তিলক ও কপালের মধ্যস্থলে একটী কাঁচ পোকার টীপ দিয়া দিয়াছিল। অলঙ্কারের মধ্যে তাহার মণিবন্ধে দুই গাছি ক্ষয়া মরা সোণার রুলী ও তিনগাছি করিয়া ডায়মণ্ডকাটা গিনিসোণার চুড়ী, কাণে দুইটী সোণার ইহুদী-মাকড়ী, গলায় একগাছি সরস্বতীর নিজের বহু দিনের পাকাসোণার দড়ি হার, পায়ে ৩ গাছি করিয়া দম্ দম্ পাকের মল ছিল। চরণে অলক্তকরাগ দিয়া ও বদনে সর ময়দা ঘসিয়া সরস্বতী ধারার প্রসাধন শেষ করিয়া-

ছিল। ধারাকে নিজে চুল বাঁধিতে দিলে—ধারা ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক মিনিটেই সে কাজ সম্পন্ন করিতে করিত—কিন্তু সরস্বতীর সাধ—তিনি নিজে কন্যাকে সাজাইয়া দিবেন—কাজেই অনভ্যাস বশতঃ পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে ও খড়িকা দিয়া চন্দনের তিলক কাটিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল।

মকরন্দ প্রথমেই প্রশ্ন করিল, তোমার নাম কি ?

ধারা মৃদুস্বরে উত্তর দিল—ধারা।

মকরন্দ—সে আবার কি সৃষ্টিছাড়া নাম !

ধারা—শ্রীমতী আনন্দ ধারা দেবী।

নবীন বলিল, আমার এই কন্যাটীর আশ্বিন মাসে জন্ম—তখন আনন্দময়ী ঘরে ঘরে বিরাজ করছিলেন—আর সে সময়ে বৃষ্টি হচ্ছিল—বারিধারা সূতিকা ঘরের চারিধারে পড়ছিল—তাই—আনন্দ ধারা নাম দিয়েছিলুম।

মকরন্দ হাসিচ্ছলে দন্তরুচি বাহির করিয়া কহিল, তা বেশ করেছিলেন—এখন জামাই নিয়ে মনের সাধে সাধ আহ্লাদ—আনন্দ করতে থাকুন আর কি। আনন্দ ধারা ! তা এখনকার মা লক্ষ্মীরা আনন্দ ধারাই বটেন—বিয়ের সময় বাপের হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে ছেড়ে দেন।

মাষ্টার—সেটার জন্যে কন্যাকে দায়ী না করে—বরের বাপ মাকে দায়ী করাটাই উচিত নয় কি ?

মকরন্দ—যাক্ ওসব বাজে কথা—এখন তুমি বল ত বাছা। পড়াশুনা কি কর্চ্ছো। পড়তে জান ত?

ধারা—জানি—

মকরন্দ—আর কি কাজ কর্ম্ম—শিল্প টিল্প কিছু জানো? একে একে সব বল দেখি।

ধারা—রাঁধতে জানি। আলপনা দিতে, চন্দ্রপুলী—ক্ষীরের ছাঁচ করতে, ফোঁটা কাটতে, কাপড়ের ফুলের মালা তৈরী করতে, খয়েরের গয়না গড়তে, নারকেলের চিড়ে করতে, পশমের টুপি মোজা গলাবন্ধ বুনতে—

মকরন্দ—থাক্ থাক্—আর চাই না—একেবারে ছড়া গাঁথা শিল্প যে! সেকেলে এই যা। যাক তুমি একবার দাঁড়াও দেখি—আচ্ছা বোসো। একবার আমার দিকে ভাল করে চাও—কটা আঙ্গুল নাড়ছি বল দেখি? ছুটো—আচ্ছা আর একবার দাঁড়াও—পেছন ফেরো—দু' পা চলো। আঃ চুল গুলোর যে আবার একটা ধামার মত খোপা বেঁধে এসেছ—কি আপদ! চুলটা খুলতে হবে যে একবার—দাওত ঝি চুলটা এলিয়ে—আ মোলো মাগী কালা নাকি!

উজ্জলা দ্বারের কাছ হইতে কি উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু নবীন ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। ইতিমধ্যে ধারা নিজেই তাহার খোঁপার চিরুণী ও কাঁটা খুলিয়া বেণী লম্বিত করিয়া দিল।

মকরন্দ কহিল, বিনুনীটা খুললেই ঠিক্ হোত—থাক্ তুমি একটু এগিয়ে এইখানে বোসো ত একবার ?

ধারা বসিতেই মকরন্দ তাহার দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তাহার ময়লা তুলিবার অছিলায় এরূপ রগড়াইয়া দিল যে ধারার মনে হইল তাহার এক পুরু গাত্রচর্ম্ম তুলিয়া লইল—তাহার মুখে সেই যাতনার চিহ্ন ফুটীয়া উঠিল।

মাষ্টার এতক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে অতিষ্ঠ-ভাবে বলিয়া উঠিল, ও কি করছেন মশাই !

মকরন্দ বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া কহিল, আমাকে কি ঘাস কাটতে এনেছে মশাই ? মেয়ে কালা বোবা খোঁড়া কি কাণা না হয়—তা যেমন দেখে যেতে হবে—তেমনি দেখতে হবে যে গায়ে রং মাখিয়েছে কিনা—চুলে গুছি দিয়ে খোঁপা বড় করা হয়েছে কি না। এ সব না দেখে গেলে শেষে আমার ঘাড়ে যখন বরের মা দোষ দেবে—ওবাড়ীর বটুঠাকুরই কালো বউ জুটিয়ে দিয়ে আমার কাল করলেন—তখন আপনি কি ম্যাও সামলাতে যাবেন ?

নবীন—সে সব ভয় নেই মশাই ও সব ঠকানো প্রথা আমাদের দেশে নেই।

মকরন্দ—দেশে ত নেই—এসেছেন যে কলকাতায়। যাক্ মেয়ের ঠিকুজী আছে ?

মাষ্টার—সে খোঁজ কেন ?

মকরন্দ—বিবাহ শুভ হবে কি না সেটা দেখতে হবে ত ?

মাষ্টার—জীবের ভাগ্য জন্ম লগ্ন থেকে বিধাতা ঠিক্ করে দিয়েছেন—এটা মানেন ?

মকরন্দ—মানি বৈকি।

মাষ্টার—কনের ঠিকুজী দেখে যদি বরের ঠিকুজীর সঙ্গে না মেলে ত এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবেন—নইলে বিবাহ হতে দেবেন। কনের ভাগ্যে যদি এই বিয়ে থাকে—তা হলেও সে ভাগ্য আপনি ফলতে দেবেন না। অর্থাৎ বিধাতা যে আপনাদের ঠকাবার ব্যবস্থা করেছিলেন—ঠিকুজী থাকাতে আপনারা বিধাতার বিধান উল্টে দিয়ে তাঁর ওপর আর এক চাল চালাবেন—এই ত ?

মকরন্দ—তা ঠিক্ নয়। অশুভকে শুভ করবার উপায় বিধাতা বলে দিয়েছেন—হেলায় যদি অন্ধ হয়ে তা না দেখবেন—তাতে বিধাতা কি করবেন ?

মাষ্টার—তাহলে ভাগ্যও মানেন—পুরুষকারও স্বীকার করেন ? বিধাতার বিধান যে অখণ্ডনীয় তা বিশ্বাস করেন না। ঠিকুজী যদি ইচ্ছে করলেই বিফল করে দেওয়া যায়—তাহলে সে ঠিকুজী দেখে লাভ কি ? আর ভাগ্যটাকে যদি অটল বলে মানেন—তাহলে ঠিকুজীই দেখুন আর যা দেখুন যা হবার তা হবে।

মকরন্দ—আপনি যে সামাজিক প্রথা উল্টে দিতে চান দেখছি ? ঠিকুজী দেখার প্রথা আছে ত ?

নবীন এতক্ষণ সেই বাক্‌বিতণ্ডায় বাধা দেয় নাই—এক্ষণে ক্রমেই কথা বাড়িয়া যায় দেখিয়া সে কহিল, যাক্ ওকথা নিয়ে তর্ক করে লাভ কি—আমার কন্যার ঠিকুজী আছে—দেশ থেকে তা আনিয়ে আমি আপনাদের কাছে সেটা পাঠিয়ে দেবো।

মকরন্দ—আচ্ছা তা হোলেই হোলো। তাহলে মেয়েটীকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন—কি বল গো বিজন বাবু?

বিজন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মেয়েকে নিয়ে যান না—দেখা হয়ে গেছে।

ধারাকে নবীন উঠিতে বলিল এবং উজ্জ্বলা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইল।

বরকর্ত্তা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া নবীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলেন মশাই—মেয়েটী পছন্দ হোলো কি?

মকরন্দ কহিল, মেয়ে আর পছন্দ হওয়া হয়ি কি—ডানাকাটা পরী ত আর দেখতে আসিনি—যেমন পাঁচ পাঁচী শুনেছিলুম—সেই রকমই বটে।

মাষ্টার—কেন? মেয়েটীর মুখশ্রী ত চমৎকার—গড়ন পেটনও ভাল—কেবল রংটা গৌরবর্ণ নয়।

মকরন্দ—মশাই 'সর্ব্ব দোষ হরে গোরা'—শাস্ত্র জানেন না?

বিজন—না—না—মেয়ে নিন্দের নয়—পছন্দ হয়েছে।

নবীন—তা হলে ঠিকুজীতে মিল হলে—আর কোনও বাধা নেই ত ? আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি ?

মকরন্দ—ও কথাটা যখন বললেন তখন খোলাখুলি সব কথা হয়ে গেলেই ভাল—কি দেবেন থোবেন—তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে দিন—নইলে এই নিয়ে শেষে গোলযোগ—বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া ভাল নয়।

নবীন—ফর্দ্দ আর কি দেবো—আমার অবস্থার কথা ত শুনেছেন ? আমার ঐ মেয়েটী বই আর সন্তান নেই—আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি দেবো। কিন্তু ঐ সামান্য জিনিযের আর ফর্দ্দ কি করে দিই।

মকরন্দ—ওটা যে এখন প্রথা দাঁড়িয়েছে।

মাষ্টার—ফর্দ্দ চাওয়াটাও প্রথায় দাঁড়িয়েছে—তাহলে সামাজিক প্রথা গুলো খুব ভালো ভালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখছি !

মকরন্দ রুষ্টভাবে নবীনের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখুন যদি এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় ত জানবেন—আপনার এই বন্ধুটীর হাড়-জ্বালান কুটকুটে কথার জন্যে—আচ্ছা লোককে মুরুব্বি ধরে এনেছেন দেখছি !

মাষ্টার—তা যেমন লোককেই আনুন উনি, এ বিষয়ে বিজন বাবুকে হারাতে পারেন নি।

মকরন্দ সে কথার উত্তর না দিয়া একেবারে বাটীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। নবীন করযোড়ে বিজনের সহিত বাটীর দ্বার

অবধি আসিয়া কহিল, কিছু মনে করবেন না মশাই—বিয়ের কাজে পাঁচটা কথা হয়েই থাকে।

"তা বই কি"—বলিয়া বিজন তাহার যাতায়াতের ভাড়া করা থার্ডক্লাস গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং মকরন্দ তাহার পার্শে গিয়া বসিল। গাড়োয়ান রাস্তা হইতে পক্ষীরাজ ঘোটকদ্বয়ের ভুক্তাবশিষ্ট ঘাসের তাড়া উঠাইয়া লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ইতিমধ্যে উজ্জলা দাসী বাটীর মধ্যে গিয়া বরপক্ষীয়দিগের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। সে নূতন কাজে লাগিয়াছিল এবং বাটীতে বিবাহ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া উপরি-লাভের আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মকরন্দর ভাব গতিক দেখিয়া সে তত্ত্ব বিদায়ের যে প্রাপ্তির আশা করিয়াছিল—সে আশা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

উজ্জলা বিষণ্ণমুখে সরস্বতীর কাছে গিয়া কহিল, ও ঘরে মেয়ের বিয়ে দিওনি মা—কুটুম নিয়ে সুখ পাবে না।

সরস্বতী—কেন—হয়েছে কি?

উজ্জলা—যে মিনসেকে কনে দেখাতে এনেছিল সে মিনসেকে দেখতেও যেমনি দাঁড়কাগ কথাগুনোতেও তেমনি রসকস নেই। বলে কিনা—ওঠো বোসো চলো—পেছন ফেরো—আ মরণ? আবার গায়ের চামড়া রগড়ে তুলে নিয়ে বলে কি না রংমাখান

কি না দেখছি। পোড়া চোক দুটোতেও কি আগুন লেগে গেছে—ড্যাকরার!

সরস্বতী—মেয়ে দেখিয়ে অনেকে ঠকায় কি না—তাই চালাক চতুর লোক সঙ্গে আনতে হয়। বরকর্ত্তা নিজে ত কিছু বলেন নি?

উজ্জ্বলা—যে কালনিমেকে সঙ্গে এনেছিল তাতেই রক্ষে নেই—আবার নিজে কি বলবে? আজকাল ছেলের বিয়েও যেমন পাঁটা বেচা তেমনি ঐ সব হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়াদের সঙ্গে আনাও র‍্যাওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখে শুনে আমার এই বয়সে হাড় কালী হয়ে গেল। এক বাড়ীতে কাজ করতুম—সেখানে বিয়ের পরদিন বর নিয়ে যেতে আর এক কালনিমে মামাকে পাঠালে, মামা ত লোক দেখানো টাকার থলে নিয়ে এলো—মনে করলুম ঝি চাকরদের কতই দিয়ে যাবে। ওমা শুনলে অবাক হবে—কালনিমে একটা টাকাও দিলে না—হিসেব করে বল্‌লে কি না উল্টে তাদের পাওনা! শয্যেতোলানীতে আর ননদথামীতে, বারোয়ারীতে আর দোরধরুণীতে—শেষে এই রকম সব কাটান দিয়ে দিলে। আগের দিন রাতে টাকার বোঝা বেঁধে নিয়ে গিয়ে পরের দিন গায়ে গায়ে শোধ—এমন ছিষ্টি ছাড়া কথা শুনেছ মা! রাঁড়ী বাল্‌তীরাও বর নিয়ে যেতে দুপাঁচ টাকা খরচ করে—এদের তাও জুঠলো না। লোকটা মনে করলে ভারি চালাকী করে গেলুম—বরের বাপের কাছে বাহবা নেবো—

মুয়ে আগুন তার বাহবার! আর এক ঘরে বর নিতে পাঠালে একটা কচি ছেলেকে—আগের দিন বিয়ের রাতে টাকা নিয়ে গেল রাবণের গুষ্টি এসে, আর টাকা খরচের দিন তাদের ঘরে সন্ধ্যে দিতে ঐ শিবরাত্তিরের শল্‌তেটা! এতে হাড় জ্বলে যায় না গা? সে কচি ছেলেকে আর কন্যে কর্ত্তারা কি খরচ কর্ত্তে বলবে—শেষে কন্যেকর্ত্তা নিজেই গেঁটে থেকে শয্যেতোলানী, ইস্কুল টোলের টাকা দিলে—ভিখিরী বিদেয় করলে। কনের বাপ-গুনোই মেয়ে দিয়ে যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছে—পোড়া দিনকাল এমনিই পড়েছে!

সরস্বতী হাসিতে হাসিতে কহিল, সহরে এত সব হয়েছে বাছা—আমাদের বামুন পণ্ডিতের ঘরে—পাড়াগাঁয়ে এতটা দেখিনি।

উজ্জ্বলা—দেখনি ত এইবার দেখে যাও। মেয়ের মা হয়েছ—কত কি দেখতে হবে সইতে হবে। এখন ত সবে কলির সন্ধ্যে—সবে কনে দেখা—এখন হয়েছে কি!

(১৩)

হরিপুর হইতে ধারার ঠিকুজী আনিতে নবীনকে নিজেই যাইতে হইল। নারায়ণীও তাহাকে একবার সুবিধা মত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন বলিয়া নবীন নবদ্বীপ ঘুরিয়া আসিল।

নবদ্বীপের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই নবীনের মুখে একটা চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণভাব আসিয়া পড়িল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সরস্বতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে সবাই ভাল আছেন ত?

নবীন—শরীর সকলেরই ভাল আছে কিন্তু দিদির মনটায় বড়ই অশান্তি এসেছে আর ন্যায়রত্ন মশাইত যেন অগ্নিশর্ম্মা হয়ে রয়েছেন।

সরস্বতী—কেন? হয়েছে কি?

নবীন—সুবিমলের নামে যা তা লাগিয়ে তাঁকে মহা চটিয়ে দিয়েছে—তিনি আর কোনও কথাই শুনতে চান না—বলেন আমাদের না কি বোকা পেয়ে সে ভুলিয়ে রেখেছে—নইলে সে যে আর আমাদের সমাজে এসে সংসারী হবে তার কোনো আশাই নেই।

সরস্বতী—কেন? সুবিমলের নামে কে কি বলেছে তাঁকে?

নবীন—বলেছে ওঁদেরই ওখানকার গোকর্ণ বাঁড়ুয্যের ছেলে সুনীল—সেও বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার কি না।

সরস্বতী—কি বলেছে ?

নবীন—বলেছে সুবিমল নাকি মেয়েমানুষ সঙ্গে করে থিয়েটারে যায়—তার লজ্জা সরম আর কিছুই নেই।

সরস্বতী—মেয়েমানুষ কি—বেশ্যা ?

নবীন—না—তা নয়—বিলেতফেরতদের সমাজের স্ত্রীলোক—সে নাকি সুবিমলকে এমনি মুঠোর ভেতর পুরেছে যে সুবিমল তার পাছু পাছু ঘুরে বেড়ায়—আর বিয়ে থা কিছুই করবে না। আর সে সব স্ত্রীলোকেরা না কি বিয়ে করে না—সুবিমলের মত গণ্ডা গণ্ডা ছোকরা তাদের বিয়ে করবার জন্যে উমেদার—তারা সকলকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিন্তু কারুকে বিয়ে করা তাদের মতলবই নয়। সুবিমল তাকে নিয়ে যে রকম মেতে উঠেছে ও আর নাকি বিয়ে করে সংসারী হবে না—একেবারে বয়ে গেছে—এই রকম কত কি নিন্দে করেছে।

সরস্বতী—তা সুনীল বাড়ুয্যের এ সব কথা বলবার মাথা ব্যথা ধোরলো কেন ?

নবীন—তার মা বাপ সুবিমল প্রায়শ্চিত্ত করেছে বলে তার সুখ্যাতি করেছিল। সুনীল প্রায়শ্চিত্ত করেনি—আর ও সব কুসংস্কার বলে করতে রাজিও না। সে সুবিমলের সুখ্যাতি শুনে চটে গিয়ে—তার নামে এই সব কুৎসা রটিয়েছে।

সরস্বতী—তা সে বল্লে বলে ন্যায়রত্ন মশাই তা বিশ্বাস করলেন ?

নবীন—দিদি ত ও সব মিথ্যে বলে ন্যায়রত্ন মশাইকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে আমাকে বলে দিলেন, কিন্তু ন্যায়রত্ন মশাই আমার কথা শুনলেন না। বল্লেন—আমরা কিছুই জানি না। শেষে পেড়াপেড়ী করাতে বললেন—সুবিমল যদি কুলশীল রেখে বিয়ে করে শীগ্‌গির সংসারী হয় তবেই তিনি বুঝবেন যে আমাদের কথা ঠিক্—সুনীলের কথা মিথ্যে—নইলে তিনি আর সুবিমলের মুখদর্শন করবেন না—সুবিমলকে যেমন ত্যাগ করেছেন—সে সেই রকমই থাকবে।

সরস্বতী—দিদি কি বললেন?

নবীন—তিনি আমাকে খবর নিয়ে কথাগুলো যে মিথ্যে—তা ন্যায়রত্ন মশাইকে জানাতে বলে দিয়েছেন, আর যাতে সুবিমল ভাল ঘরে বিয়ে করে সংসারী হয়—আর এমন বউ ঘরে আনে যার হাতের অন্নজল তাঁরা খেতে পারেন—তাই বলে কয়ে করাতে তোমাকেই জের করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যে খোঁজ নিই বা কার কাছে?

সরস্বতী—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। সুবিমল তার কয়লার খনি দেখে আসুক—তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেই সব বলবে এখন—সে সেরকম ছেলেই নয়—দেখে শুনে বুঝতে পারছ না?

নবীন সে কথায় আশ্বস্ত হইল এবং বিজনের নিকট খাবার ঠিকুজী পাঠাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে যাইল।

এ দিকে ধারা পার্শ্বের কক্ষে বসিয়াছিল—সুবিমলের নাম হইতেই সে তাহার পিতামাতার কথোপকথনে আকৃষ্ট হইয়া সকল কথাই শুনিতে পাইল।

নবীন ধারার ঠিকুজী বিজন বাবুর নিকট পৌঁছিয়া দিয়া আসিবার এক সপ্তাহ পরে বিজন সেই ঠিকুজী ফেরত দিয়া জানাইল যে ঠিকুজীতে বর কন্যার রাজযোটক হয় নাই—তবে বিবাহ হইতে বিশেষ কোনও বাধা নাই। কিন্তু কন্যার গহনা ও বরের শয্যা, সোণার রিষ্ট্ ওয়াচ ও এক সেট বোতাম, হীরার আংটী ব্যতীত অন্ততঃ পাঁচশত টাকা নগদ দিতে হইবে। নবীন বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার সামর্থ্য না থাকিলেও তিনি আর সমস্ত দাবী কর্জ্জ করিয়া বা যেরূপে হউক পূরণ করিতে প্রস্তুত—কিন্তু নগদ টাকাটা দিতে পারিবেন না। বিজন বাবু তাহাতে রাজী হইলেন না—তিনি অন্য এক স্থলে অনেক অধিক পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া ঐ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। এদিকে ধারার অপর যে স্থান হইতে দেখিতে আসিবার কথা ছিল তাঁহারা আজকাল করিয়া আশায় আশায় রাখিয়া সম্ভবতঃ অন্য সম্বন্ধের চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন—ফলে তাঁহারা কবে দেখিতে আসিবেন তাহার ঠিক্ সংবাদ দিলেন না।

এই ভাবে নবীনের পরিবারবর্গ প্রায় দুই মাস কাল সুবিমলের বাসায় কাটাইয়া দিল। সুবিমলকে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কোলিয়ারীতে প্রায় দুই মাস কাল থাকিতে

হইল। নবীনকে সে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া জানাইত যে সে সময়ে তাঁহারা বাসায় থাকাতে তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে নতুবা অনেক অসুবিধা হইত এবং সে যে পর্য্যন্ত না কলিকাতায় ফিরিতে পারে ততদিন তাঁহারা বাসা রক্ষা করিলে সে নিতান্ত বাধিত ও নিশ্চিন্ত থাকিবে। নবীন মনে করিত—পাছে তাঁহারা বাসায় দীর্ঘকাল থাকিতে সঙ্কুচিত হয়—সেই জন্য সুবিমল ঐরূপ লিখিতেছে; কিন্তু ধারার বিবাহের একটা কিছু স্থির না করিয়া তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। সেই হেতু সুবিমলের অনুরোধ বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে রাখিতে হইল।

সুবিমল কিন্তু সত্যই নবীনেরা কলিকাতার বাসাতে থাকাতে নিশ্চিন্ত ছিল এবং উপকৃত বোধ করিতেছিল। ঝারিয়ার কোলিয়ারীতে নূতন কাজ আরম্ভ করিবার বন্দোবস্তের সময় সেখানে তাহার উপস্থিত থাকা যথার্থই প্রয়োজন ছিল। তাহার উপর সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে কলিকাতায় ফিরিয়া বিনতির সহিত তাহার বিবাহ বিষয়ে সংশয়ে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে—একটা কিছু স্পষ্ট উত্তর না পাইলে সে অস্থির হইয়া পড়িবে—সেরূপ অবস্থা সে আর সহ্য করিতে পারিবে না। সেই জন্য সে যাহাতে বিনতির মানসিক পীড়ার আরোগ্য সংবাদ পায় সে বিষয়ে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিনতি সুস্থ না হইলে তাহার মনের উত্তেজনা

বৃদ্ধি করা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া সে ইচ্ছা করিয়াই কোলীয়ারীতে বাসের কাল বৃদ্ধি করিতেছিল। শেষে সে প্রথমে বিনতিকে একখানি চিঠি লিখিয়া তাহার উত্তর না পাইয়া কালীতারাকে একখানি চিঠি লিখিয়া বিনতির সুস্থ সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিল—কিন্তু উভয় চিঠিরই উত্তর সে পায় নাই। শেষে প্রায় দুই মাস পরে কোলীয়ারীর কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে দেখিয়া সুবিমল কলিকাতায় ফিরিল।

নবীনকে 'তার' করিয়া সে তাহার কলিকাতায় ফিরিবার সময় জানাইয়াছিল। প্রাতঃকালেই সে হাওড়ায় পৌছিল—তাহার মোটর ষ্টেশনে হাজির ছিল। মোটরে উঠিয়া তাহার একবার ইচ্ছা হইল প্রথমেই সে একবার বিনতিদের বাড়ীতে গিয়া বিনতির সংবাদ লইয়া বাসায় যায় কিন্তু পাছে নবীনেরা কি মনে করেন সেই সঙ্কোচে এবং বিনতি ও কালীতারা তাহার পত্রের উত্তর দেয় নাই—তাহার হৃদয়ের সেই প্রচ্ছন্ন অভিমান হেতু—সে শফারকে সেই আদেশ দিতে পারিল না—মোটর তাহার বাসার দ্বারেই আসিয়া থামিল।

বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিলে নবীন তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর ধারার সম্বন্ধের ঘটনার কথা বলিল। সমস্ত শুনিয়া সুবিমল কহিল, ছেলেটী যখন রেস্ খেলে—অন্য আর কোনো কাজকর্ম্ম করে না—তখন সে যতই উপার্জ্জন করুক তার ওপর নির্ভর করা চলে না। পরে যদি কখনও কষ্টে প'ড়ে আজ

কাজ কর্ম্ম করে তখনও রেসের নেশা ছাড়তে পারবে না—শেষে হয়ত সর্ব্বস্ব রেস্ খেলেই উড়ে যাবে—সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে ভালই হয়েছে। আপনি অন্য সম্বন্ধের চেষ্টা দেখুন।

সুবিমল ভোজনে বসিলে একথা ওকথার পর—সরস্বতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে কি সুনীল বাঁড়ুয্যে ব'লে তোমাদের দেশের যে ছেলেটী ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে তার আলাপ আছে?

— চেনা আছে—কেন বলুন ত?

— তার সঙ্গে কি তোমার কিছু দিন আগে দেখা শুনো হয়েছিল?

— হয়েছিল।

— থিয়েটারে দেখা হয়েছিল?

— হ্যাঁ—বায়স্কোপে।

— তোমার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি?

— হ্যাঁ বিনতি ছিলেন—কেন? আমি বায়স্কোপের ছবি তোলা কাজটাও শিখে এসেছি কিনা—বিনতির বাবা আর আমি সেই কাজের একটা কারখানা খোলবার মতলব করেছিলুম—বিনতি তাতে ছবি তোলাতে শিখতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু অন্য কোনও শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ঐ কাজে আসতে রাজি আছেন তার সন্ধান পাওয়া গেল না ব'লে সে মতলব এখন ছেড়ে দিয়েছি। বিনতি ঐ ছবি তোলান কাজটা শেখবার

জন্যে আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বায়স্কোপ দেখতে যেতেন—তাঁর বাবা অনুমতি দিয়েছিলেন।

— আমিও সেই রকম একটা কিছু ভেবেছিলুম। কিন্তু লোকের কিরকম ব্যবহার। সেই কথা নিয়ে সুনীল যা তা করে বাড়িয়ে তার বাপ মায়ের কাছে কি বলেছে—তাঁরা আবার পাঁচ কাণ করায় শেষে কথাটা তোমার বাবার কাণে উঠেছে। তিনিও লোকের কথায় সেই রকম উল্টো বুঝেছেন। সুনীল কি বিনতিকে জানে না?

— জানত না—ভুল করেছিল—কিন্তু তার পরে সে বিনতির পরিচয় পেয়েছিল।

— তবুও অন্যায় করে তোমার নিন্দে করেছে। বিলেত থেকে লেখা পড়া শিখে এসেও লোকের এমন মতিগতি হয়!

সুবিমল হাসিয়া কহিল, আমাদের দেশের একটা কথা আছে না মাসীমা—'স্বভাব যায় না মলে'—যার যা স্বভাব সেটা কি সহজে যায়?

সরস্বতী—যাক্ সেই কথা শুনে দিদি বড় ভাবনায় আছেন—আমি আজই তোমার মেসোমশাইকে দিয়ে সকল কথা জানিয়ে তাঁকে চিঠি দোবো। তাহলেই সব চুকে যাবে।

সরস্বতী যখন সুবিমলের সাহিত কথা কহিতেছিল তখন ধারা আসিয়া দ্বারের বাহিরে ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল। কনে দেখার পর হইতে ধারার স্বচ্ছন্দ-গতিতে যেন একটা কি বাধা

আসিয়া পড়িয়া তাহার মনে যেন কি অস্বস্তি ঘটাইয়াছিল। সেই বালিকা-সুলভ অবাধ সারল্যে বাধা আসাতে ধারা আপনার উপর বিরক্ত হইতেছিল অথচ সে ভাবটা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতেও পারিতেছিল না। বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাব ও তাহার পল্লীবাসিনী বালিকাগণের দৃষ্টান্তের অজ্ঞাত স্পর্শ তাহার অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অধিকার বিস্তার করিয়া ধারার মনে একটা পরিবর্ত্তন আনিতেছিল—সেই পরিবর্ত্তনের ফলেই বোধ হয় ধারা পূর্ব্বের মত মাতার সহিত গৃহের মধ্যে বসিয়া সুবিমলের ও মাতার কথোপকথনে যোগ না দিয়া অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল। ধারাকে তাহার মাতার অনুগমন করিতে উদ্যত দেখিয়া সুবিমল তাহাকে ডাকিয়া কহিল, কই ধারা—তুমি ত আজ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলে না—চুপিচুপি সরে যাচ্ছ এর মানে কি ?

—তুমি ত এখন একটু জিরোবে তাই—

—তাহলেই বা—তুমি বোসো।

ধারা গৃহতলে বসিয়া নিকটস্থ শয্যার উপর হইতে একখানা 'ভারতী' পত্রিকা টানিয়া লইয়া উহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, তোমার সঙ্গে তার পরে আর বিনতি দিদির দেখা হয় নি ?

—না—তাঁর বাবা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে কারুর দেখা শুনো করতে ডাক্তার নিষেধ করেছে—তাই শরীর বা মনের

অবস্থাটা ভাল করে সেরে না গেলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবো না ঠিক করেই এখান থেকে গিয়েছিলুম।

— তা হলে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করো নি?

— না—কি করে কোরবো?

— আমিই করতুম—কিন্তু তিনি ত আর এলেন না—বলে গিয়েছিলেন দেখা করবেন—কিন্তু কই আর এলেন না ত?

—কি জানি—আমি ত কোনও খবর পাইনি।

—আজ যাবে ত? গিয়ে সে কথাটা জিজ্ঞাসা কোরো আর দেরী কোরো না। তোমার নামে লোকে যা তা বললে ততো এসে যায় না—কিন্তু তাঁর নামে যা তা বলতে দেবার ছুতো করে দেওয়াটা উচিত নয়।

—তা ত ঠিক্। তবে সুনীল লোকটা ভাল নয়—তার কথা আমি ধরছি না।

—আর তোমাকে যাঁরা জানেন—তাঁরাও সে সব কথা ধরবেন না—বাবা কি মা তাঁর কথা সত্যি বলে কি বিশ্বাস করে ছিলেন? মাসীমাও করেন নি। কিন্তু তোমাকে যাঁরা জানেন না—তাঁরা তোমার নিন্দেটা যেমন সত্যি ভাবতে পারেন—বিনতি দিদির নিন্দেটা যদি সেই রকম ভাবেন—তাহলে সেটা ভাল হবে না। তুমি আজই যাও।

সুবিমলও যাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিল—সে ভাবিল ধারা কি অন্তর্যামিনী—তাহার মনের কথা জানিতে

পারিয়া সেই কথা বলিল ? ধারার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু সুবিমল কেবল বিনতির নিন্দায় মনঃক্লেশের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইল না।

সুবিমল প্রকাশ্যে বলিল—আচ্ছা ধারা—তোমার কথাই শুনলুম—আমি এখনি যাচ্ছি।

সে কথায় ধারার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুবিমল সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া—মোটর আনিতে আদেশ দিল এবং ইত্যবসরে প্রসাধনের ব্যস্ততায় তাহার মনের অধীরতা দমন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া—মোটর আসিতেই তাহাতে উঠিয়া সে কালীতারার বাটীতে লইয়া যাইতে শফারকে আদেশ দিল।

পথের কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের চিন্তায় তন্ময় অবস্থায় সে কালীতারার বাটীতে গিয়া পৌঁছিল। বাটীর ফটকের সম্মুখে মোটর দাঁড়াইতেই—সে চাহিয়া দেখিল বাহির হইতে গেট বন্ধ—ফটকে কুলুপ দেওয়া; গেটের ফাঁক দিয়া দেখিল পথের স্থানে স্থানে দুর্ব্বা ও আগাছা গজাইয়াছে—বাটীর পরিত্যক্ত ভাব।

নিকটে অপর কোনও ভদ্রলোকের বাস ছিল না—পথের পরপারে রেলের কুলীরা থাকিত—শফার তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—১০।১৫ দিন সে বাটীতে কোনও লোকজন নাই—কোথায় গিয়াছেন—তাহারা জানে না।

(১৩)

দুইমাস পূর্ব্বে সুবিমল যে দিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ঝরিয়ায় কোলীয়ারির কাজের বন্দোবস্ত করিতে যায়, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নকালে কালীতারা তাহার আপিসে বসিয়া কাজ করিতেছে এমন সময় একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি একেবারে তাহার টেবিলের সম্মুখে গিয়া বলিল, কেমন আছেন বাবু?

কালীতারা সচকিতে মুখ তুলিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিতেই শিহরিয়া উঠিল এবং পুনরায় তাহার দৃষ্টি প্যাডের উপর নত করিয়া, টেবিলের উপর হইতে ফাউন্টেন্ পেন্‌টা হস্তে তুলিয়া লইয়া, যে চিঠি লিখিতেছিল—তাহাতেই যেন মনোনিবেশ করিতে উদ্যত এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিল, কে আপনি—কি চান?

আগন্তুক কালীতারার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, পরে গৃহের একধারে যে টাইপিষ্ট বাবু ও আর একজন কেরাণী আর একটী টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছিল—তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কালীতারাকে বলিল, উঠে পাশের ঘরে চলুন।

১৯৩

সেই পাশের কক্ষের দ্বারের উপর **Private** লেখা ছিল—সেটা কালীতারার খাস কামরা।

কালীতারা মুখ তুলিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে বারেক চাহিয়া দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তাহার "গোপন" কক্ষে প্রবেশ করিল এবং আগন্তুকও তাহার অনুসরণ করিল।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কালীতারা আগন্তুককে অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাও তুমি?

আগন্তুক সেই কক্ষের দ্বারের পর্দ্দা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া স্থির ভাবে কহিল, বসুন না—দাঁড়িয়ে কি কথা হয়?

কালীতারা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিলে, আগন্তুক কহিল, চিনতেই পারলেন না বাবু! কাটা গলা থেকে উলে গেলেই কি সব ভুলে যেতে হয়!

— ওসব বাজে কথা রাখো—খাটছিলে জেল—জেল ভেঙে পালিয়ে আসবে—তা কি করে বুঝবো?

— জেল ভাঙিনি বাবু—জটাধর তেমন কাঁচা ছেলে নয় যে তেমন ফাঁদে পা দেবে—ভাল ভাবে ছিলুম বলে দেড় বছরের মিয়াদ মাপ হয়ে গেছে—তাই খালাস পেয়েছি। তারপর আপনাকে খুঁজে বার করতেই ত মাসখানেক কেটে গেছে—হাতে যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে—আগে শ' খানেক টাকা খরচের মতন দিন দিকি—চেক টেক চাইনি—নগদ দিন—আপনার কেশিয়ার বাবুকে বলে দিন না—তা হলেই হবে।

কালীতারা বাক্যব্যয় না করিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কয়েক মিনিট পরেই ১০ খানা ১০ টাকার নোট আনিয়া জটাধরের হাতে দিয়া কহিল, হয়েছে ত? এইবার সরে যাও। আর—

—সে কি কথা বাবু! আমার কি বন্দোবস্ত করবেন সেটা আগে ঠিক করুন। আপনার ত এখন বেশ চলে যাচ্ছে—আর সে সব ফ্যাসাদে কাজে যাবার দরকার কি? আর কাজ করবারই বা আমার দরকার কি—আমার সামান্যতেই চ'লে যাবে—তবে বিনতির জন্যে কিছু দরকার—

কালীতারা তাহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া পরুষভাবে কহিল, আবার তার নাম কেন? সে সব ত চুকে গেছে।

জটাধর ধীরে ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, সাত বছর জেল খাটাবার ধার কি এত সহজেই চোকে? জেলে ভারি রক্ত-আমাশা ধরেছিল—তা থেকে যখন টে'কে গেছি—তখন আমাকে ঠকানটা আপনাদের কপালে নেই। বিনতিকে আমি ঘরকন্না করতে নিয়ে যাবোই—

কালীতারা অধীরভাবে কহিল, সে ত আর এখন সেই কচি মেয়েটী নেই—যে আমি যা বোলবো তাই শুনবে। সে তোমার সঙ্গে যাবে কেন?

জটাধর—সে ভার আমার—সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি খালি আমার খরচের টাকাটা মাসে মাসে

দেবেন। দেশে গিয়ে থাকবো সে মুখ নেই—কাজেই এখানেই কোথাও থাকতে হবে। কাছে না রাখতে চান আমাদের একখানা আলাদা বাড়ী কিনে দেবেন—আর তাকে যে রকম বাবু বানিয়ে তুলেছেন—ক'দিন খোঁজ নিয়ে তা জেনেছি—তাকে অন্ততঃ মাসে শ পাঁচেক করে টাকা না দিলে তার চলবে না—সে বেঁকে বসবে। তা পাঁচশ' টাকা আপনার আর কি গায়ে লাগ্‌বে—সে খবরও নিয়েছি। আপনার আপিস, বাড়ী এই সব খুঁজে বার করতে ক'দিন আপনার পাছু নিয়ে আমার ২০।২৫ টাকা ট্যাক্সি খরচ হয়ে গেছে। সে যা হোকগে—এখন আমার কথায় রাজি আছেন কি না তা বলুন? চেনেন ত আমাকে—ল্যাজে খেলবেন না।

কালীতারা বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া জটাধরের কথা শুনিতেছিল—তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল—ললাট হইতে ঘেম কণা ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ সে রুমালে মুখ মুছিয়া মুখের উদ্বিগ্ন ভাবও যেন সেই সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলিল এবং সহজ ভাবে কহিল, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি—হঠাৎ ত তোমাকে একটা কথা দিতে পারি না! যে টাকা নিয়ে যাচ্ছো তাতে মাস খানেক ত চালাও—তার পরে এসো।

জটাধর ধীরে ধীরে কহিল, মাসখানেক দেরী করলে চলবে না—১৫ দিন সময় নিন—১৬ দিনের দিন আমি আসবো—বিনতিকে আমার সঙ্গে দিতে হবে—আর সংসার চালাবার

পক্ষে মাসহারা যা দেবেন—সেটাও সেদিন ঠিক করে আমাকে বলে দিতে হবে।

উক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে জটাধর পকেট হইতে একখানা সেলারদের ক্লাস্প্ ছোরা বাহির করিয়া তাহার ধার হাতের আঙুলে পরীক্ষা করিয়া পুনরায় সশব্দে উহা বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে কহিল, দেখবেন বাজে কথা বলে ফেরাফিরি করবেন না—ঠকাতে গেলে নিজে ঠকবেন—যে এক কথায় জেল খাটতে পারে—মরিয়া হোলে ফাঁসীতে লটকে পড়তে একটুও ডরাবে না—পুরোনো মনিব বলে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি—সম্বন্ধটা ভুলতে না হয়—আজ ওরা বুধবার—১৯শে শুক্রবার দিন আসবো। এখন আসি তা হলে।

জটাধর বিদায় লইলে কালীতারা তাহার গোপন কক্ষেই বহুক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট বদনে বসিয়া রহিল। পরে সেদিন আর কোনও কাজ কর্ম্ম না করিয়া শরীর অসুস্থ বলিয়া আপিস হইতে অসময়ে বাটীতে ফিরিল।

তাহাকে অসময়ে বাটীতে ফিরিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখের অস্বাভাবিক বিশুষ্ক ভাব লক্ষ্য করিয়া, অনুপমা তাহার অভ্যস্থ নির্লিপ্তভাব ত্যাগ করিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিল, অসুখ করেছে না কি?

কালীতারা 'না' বলিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ভৃত্য আসিয়া তাহার জুতা,মোজা,জামা খুলিয়া লইল এবং তাহার

বাটীতে পরিধানের চটী, কোচান ধুতি ও জামা হাতে লইয়া নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কালীতারা মুখ তুলিয়া বারেক তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে বিরক্তভাবে হাত নাড়িল। সে সেইখানে চটী, ধুতি প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া বাহিরে গিয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, হয়েছে কি?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—জটাধর বেটা জেল থেকে ফিরেছে।

—এর মধ্যে?

—হ্যাঁ—তার দেড় বছরের কয়েদ মাপ হয়ে গেছে—বেটা জেলের কর্ত্তাদের মন জুগিয়ে ছিল।

—তা সে আবার কি চায়—টাকা? তাই দিয়ে দাও না তাকে।

—শুধু টাকা নয়—আর টাকা যতই দেবো ততই তার লোভ বেড়ে যাবে—শেষে যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে তবে ছাড়বে। —আর সে ত শুধু টাকাই চাইছে না—সে বিনতিকে নিয়ে যেতে চায়।

অনুপমার ঔদাসীন্য ভাব আর একটা ধাক্কা খাইয়া তাহার মাতৃস্নেহ সহসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল। সে বলিল, বিনতি যাবে না। বিনতি যা করবার তার চেয়ে ঢের বেশী

করেছে—তোমার জন্তে তার জীবনটা মাটী করে ফেলেছে—আর তাকে জড়িও না—নিজে যা করতে হয়—যা দিতে হয় দিয়ে তাকে সামলাও গে।

—সামলান কি? সে কিছুতেই ভুলবে না—বিনতিকে যা করে পারে নিয়ে যাবে—নইলে আমাকে খুন করবে—সে বেটার ঘাড়ে খুন চেপেছে—বেটার রকম সকম দেখেই আমি বুঝেছি—সে সব করতে পারে।

অনুপমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া নির্ব্বাক দৃষ্টিতে কালীতারার দিকে চাহিয়া রহিল। কালীতারা নিজেই অনুচ্চ স্বরে কহিল, তোমরা মায়ে ঝিয়ে এখান থেকে সরে যাও—তোমার কাশীর বাড়ীতে যাও—জড়োয়া গয়না সঙ্গে নিয়ে যেওনা—চোরে নেবে—আমার কাছে রেখে যাও। তোমার হাতে ত কিছু আছে—আর বিনতিকে ত সুবিমলের কোলীয়ারিটা পাইয়ে দিয়েছি—সুবিমলকে মোচড় দিয়ে কোলীয়ারিটার জন্তে অন্ততঃ কিছু টাকা সে আদায় করে নিতে পারবে। মকর্দ্দমা করলে কোলীয়ারিটা হয় ত সুবিমল বিনতির কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারত না—কিন্তু সে সব আর হবে না। তোমরা কাশীতেই যাও।

—আর তুমি?

—আমার ঢের দেনা আছে—সে সব শুধতে হবে—নইলে পাওনাদারেরা ওয়ারেণ্ট বার করবে। আমিও এখানকার যা কিছু আছে বিক্রী করে এখান থেকে সরে পড়বো।

—কাশীতে যাবে ?

—এখন না—এক সঙ্গে থাকলে ভটা বেটা আবার মোচড় দেবার সুবিধে পাবে।

অনুপমা গাঢ়স্বরে কহিল, তা হলে তুমি আমাদের এইবারে ছেড়ে দেবে ?

অনুপমার কথায় অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করিয়া কালীতারা কহিল, ছাড়াছাড়ির কথা তুলছো কেন ? আমি আর এসব কাজ কর্ম কোরবো না—কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকবো—তার পর যা হয় হবে।

অনুপমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমিও তাই ভেবেছিলুম—সেইটেই শেষে দাঁড়াবে।

—এখন তোমাদের সঙ্গে গেলে—সবাইকে শেষে একসঙ্গে খুন হতে হবে। হাঙ্গাম চুকে যাক—তার পরে যাবো।

অনুপমা কোনও উত্তর দিল না।

কালীতারা কহিল, বিনতিকে ব'লে তোমাদের যাবার সব ঠিকঠাক করে নাও—পোনের দিনের ভেতরে এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে—বাড়ী বিক্রী করে ফেলবো। কিন্তু চাকর দাসীরা কেউ যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত কিছু জানতে না পারে—যে তোমরা সরে যাচ্ছ। খুব লুকিয়ে সে সব ঠিক্ করতে হবে।

অনুপমার মুখে আবার তাহার অভ্যস্ত ঔদাসীন্য আসিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে যাইল।

(১৭)

কালীতারা যখন মলিন ও উদ্বিগ্ন মুখে অসময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসে বিনতি নিজ কক্ষ হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। অনুপমা যখন কালীতারার বেশ পরিবর্ত্তনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অসময়ে বাটীতে ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল তখন বিনতিও সেই কক্ষে আসিতেছিল, কিন্তু দ্বারের নিকটে আসিয়া জটাধরের নাম শুনিতেই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পিতার ও মাতার সমস্ত কথোপকথনই শুনিয়াছিল—শেষটা তাহার আর শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলেও সেখান হইতে সরিয়া আসিবার শক্তি তাহার ছিল না। মাতা যখন সেই কক্ষ হইতে নিজ কক্ষে গমন করে, তখন মাতার অনুগমন করিয়া তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে সে শক্তিও তখন তাহার ছিল না—নিজের মনস্তাপের জ্বালায় সে তখন এতই অধীর যে নিজ কক্ষে গিয়া সে শয্যার উপর উপুড় হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া অবারিত নয়ন জলে শয্যা সিক্ত করিতে লাগিল।

যে ঘনঘোর দুর্দ্দিনের আবছায়া এতদিন বিনতির মনে ভীষণ দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে দেখা দিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত

করিয়া তুলিত, সেই ভবিষ্যতের কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রেতমূর্ত্তি আজ তাহার সম্মুখে অতীতের আঁধার হইতে সহসা প্রত্যক্ষ বিভীষিকার আকারে উপস্থিত। সে আজ কোথায় যায়—কে তাহাকে রক্ষা করে—এ ভয়ানক বিপদে—ভীষণ সমস্যায় তাহার কর্ত্তব্য কি? সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে—এ কথা ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার নহে। তাহার অভাগিনী জননীকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা—তাহার জন্ম-অভিশাপের সমস্যা মীমাংসা করা তাহার জননীরই ত কর্ত্তব্য ছিল—তাহার জননী সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই বলিয়াই ত আজ বিনতিকে সেই মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইতেছে। আর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না—পিতাই ত তাহার জন্মদাতা—সেই হেতু পরম শত্রু—সকল অনর্থের মূল। সে যে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছে—সে ব্যথা বুঝিবার যোগ্য মনোবৃত্তিও তাহার স্বার্থসর্ব্বস্ব—পাপে রত পিতার নাই—সেই পিতাকে তাহার মনের বেদনা জানাইয়া অরণ্যে রোদনে ফল কি?

কেবল একজনকে এই দারুণ বিপদে সহায় করিলে হয়ত সে উদ্ধারের কোনও সদুপায় বলিয়া দিতে পারে—সে সুবিমল। কিন্তু তাহার জীবনের জটিল সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া যদি সুবিমল নিজে সেই জটিলতার জালে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হয়? বিনতি প্রাণ থাকিতে সুবিমলকে সেরূপ বিপদে ফেলিতে পারিবে

না—সে যে তাহার জীবন অপেক্ষা লক্ষগুণে প্রিয়তর—বিনতি কি তুচ্ছ স্বার্থচিন্তায়—আত্মরক্ষার বিনিময়ে সুবিমলকে বিপাকে ফেলিতে পারে? সুবিমল যে তাহার ইহ-পরকালের চরম সুখ—জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির পরম ফল! সুবিমল যেদিন শান্তশীতল, স্নিগ্ধ-মধুর মলয়ানিলের মত, অরুণালোকোজ্জ্বল নববসন্ত প্রভাতে তাহার জীবন উপবনে আসিয়া বেলমল্লিকা-চামেলী-যূথিকা থরে থরে ফুটাইয়া, মধু গন্ধে গগনপবন আমোদিত করিয়াছিল, সে দিনের সেই নবজীবন লাভের আনন্দ, সেই পঙ্কোত্থিত শ্বেত-শতদলের শোভা সৌরভ, তাহার সেই 'ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো'—সে কি এ জীবনে ভুলিতে পারিবে? সেই স্মৃতি জন্ম জন্মান্তরের মহাযাত্রার পাথেয় করিয়া লইবার দুরাশায় বসিয়া আছে বলিয়াই ত সে এখন তাহার গন্তব্য পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না—নহিলে সে পথ ত সে প্রশস্ত—মুক্ত রাখিয়া এই দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই অমোঘ মুক্তির ভরসায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার জীবনের বিষবাষ্প ভেদ করিয়া অমৃতের ধূপ-গন্ধে আপনাকে সদা নিমজ্জিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে ঠিক্ করিয়াছিল যেদিন তাহার জীবন-নরকের শয়তান—জটাধর, তাহার মাতা পিতার পাপের দায়ে বিক্রীত আত্মার পুনরায় দাবী করিতে আসিবে, সে দিন সে তাহার অভিশপ্ত দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া তাহার আত্মাকে চিরমুক্ত করিয়া অনন্তের পথে ছাড়িয়া দিয়া শয়তানকে ফাঁকী দিবে। সেই দৃঢ় সংকল্পের সাহস ও শক্তিতেই সে

আপনাকে মর্ম্মন্তুদ মনঃক্লেশ হইতে মুক্ত রাখিয়া জীবন পথে নিশ্চিন্তের মত অবাধ গতিতে চলিতেছিল।

সহসা তাহার সেই স্বাচ্ছন্দ্য বিহারে—নিশ্চিন্ত যাত্রায়—এক বাধা আসিল কিন্তু সেই বন্ধন কি কোমল, কত মধুর, কেমন স্নিগ্ধ! সেই বাধা বন্ধনে ধরা দিয়া সে যেন কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব সংকল্প ভাসিয়া গিয়া সে যেন মধুর মাধবী জ্যোৎস্নারাতে কলনাদিনী মন্দাকিনীর মৃদু তরঙ্গে, পারিজাত মন্দারস্তপাকীর্ণ তরণী বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে নন্দনের অজানা পথে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিতেছিল—তরী যে কালের স্রোতে অকূলে গিয়া পড়িবে বুঝিয়াও সে যেন বুঝিতেছিল না—বুঝিবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না—সে যে তখন মন্দারবাসিত নন্দনের পথে—ধরণীর মলিন মাটীর স্পর্শ হইতে অনেক দূরে—বহু উর্দ্ধে! তাহার পরে আসিল কালবৈশাখীর প্রথম ঝটিকা—তরণী বানচাল হইবার ভয়ে তাহাকে ধরণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইল। কত চেষ্টায় প্রাণান্ত ক্লেশে তরী সামলাইয়া—শেষে সেই ঝটিকা বিধ্বস্ত তরী ডুবিবার ভয়ে ধরার ঘাটে আনিয়াই তাহাকে বাঁধিতে হইল। সুবিমলের সেই বিবাহ প্রস্তাবের কালবৈশাখী—সেই দুর্য্যোগ ত সে কখনও ভুলিতে পারিবে না।

তাহার পরে কত ঝড় ঝাপটই না আসিল! তাহার প্রাণপ্রিয়কে পিতার প্রতারণা হইতে রক্ষা করিতে—তাহাকে

কত কৌশলই না করিতে হইল—সুবিমলের বন্ধু এটর্ণীকে সহায় করিয়াই সে সুবিমলের দত্ত কোলিয়ারীর সর্ব্বস্বত্ব আবার সুবিমলকেই ফিরাইয়া দিয়া আসিল! সে কথা সুবিমল এখনও জানে না—পাছে তাহার পিতা জানিতে পারে সেই ভয়েই এত কৌশল—এত লুকাচুরী। পিতা যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিত যে সে সুবিমলকে ভালবাসে—তাহা হইলে পিতার প্রতারণা ব্যর্থ করাও তাহার পক্ষে দুষ্কর হইত—সুবিমলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করাও একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত—সেই দানপত্র সুবিমলকে দিয়া লিখাইয়া দিবার পর হইতে পিতা তাহার অসুস্থতার গুজব তুলিয়া উভয়ের সংস্রব সাহচর্য্য যত কম হইয়া যায় সেই চেষ্টাই করিতেছে—পাছে অসাবধানতা বশতঃ বিনতির মুখ হইতে কোনও দিন কোনও প্রকৃত কথা বাহির হইয়া পড়ে। বিনতির ভালবাসার কথা জানিতে পারিলে পিতার অবিশ্বাস, তাহাকে সুবিমলের সংস্রব হইতে চিরতরে ঘিরিয়া রাখিয়া, তাহার জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত জীবনের কয়টা দিন—এই উপস্থিত দুদ্দিন আসিবার কত পূর্ব্বেই—আঁধার করিয়া দিত। এক দিকে সেই বিপদের আশঙ্কা, অপর দিকে সুবিমলের প্রেমার্ত্ত জীবনের দুর্দ্দমনীয় অধীরতা সুবিমলকে শান্ত রাখিয়া—নিজের জীবনের ভয়াবহ কঙ্কাল গোপন রাখা বিনতির পক্ষে কি যাতনাময়—কত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা বিনতিই জানে আর তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন!

এক একবার বিনতির মনে হইত সে সুবিমলকে স্পষ্ট কথায় জানাইয়া দেয় যে সুবিমল তাহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য যেমন উৎকণ্ঠিত, বিনতির প্রেম-বুভুক্ষিত জীবনও তাহাপেক্ষা শতগুণ ভালবাসার আবেগে তাহার দিকে আকর্ষিত। কিন্তু পাছে অতিলোভে সে সমস্ত হারাইয়া বসে—শেষে হতাশের হাহাকারে সারা জীবনটা তাহাকে গণন কাটাইতে হয়—সেই সংশয়ে সে সাহস তাহার হয় নাই। সে কত চেষ্টায় যে সুবিমলের বেদনাতুর তৃষিত প্রাণকে নিরস্থ রাখিয়াছিল—সেই বিষম উদ্যমে সে যে কত কষ্ট পাইয়াছে—সে কথা সুবিমল জানিতে পারে নাই—কখনও জানিতে পারিবে না—সেই এক আক্ষেপ। কিন্তু বিনতি কি আত্ম-সন্তোষের হোমানলে, আরব্য উপন্যাসের খালিফের মত, প্রণয় পাত্রকে আহুতি দিতে পারে? এক একবার তাহার মনে হইত তাহার জগৎ সংসারে সমস্তই বীভৎস—তমসাবৃত কেবল সুবিমলের ভালবাসাই তাহার সেই ঘোরতম তামিস্রা রজনীতে সুস্নিগ্ধ কৌমুদী ভাতি। সে আর সমস্ত ভুলিয়া সুবিমলের আনীত সেই আলোকের দীপ্ত পথে ভাসিয়া চলুক—অন্ধকার জগৎ উৎসন্ন যাউক—তাহার তাহাতে কি আসিয়া যায়? বাস্তবিক ত বিবাহ প্রথাটা সমাজ বন্ধনের জন্য মানবের সৃষ্ট উপায় মাত্র—কোনও সমাজে উহাকে ধর্মের অঙ্গ করিয়া লইয়াছে—কোনও সমাজে উহা একটা চুক্তির ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। সে যদি খোলসের বাধাটাকে

উপেক্ষা করিয়া বিবাহের যে প্রাণ—সেই ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া সুবিমলকে লইয়া অনন্তের পথে পথিক হইত তাহাতে ক্ষতি কি ছিল? ক্ষতি তাহার নিজের কিছুই ছিল না, কারণ মানবজীবনের সৌভাগ্যে সে নিঃস্ব ভিখারী। কিন্তু সুবিমল ত তাহার মত দুর্ভাগ্যবান নহে—সুবিমলের চক্ষে ত জগৎ একটা কুৎসিৎ প্রহেলিকা—জীবন শুধু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস নহে—সুতরাং কি বলিয়া সুবিমলকে সে তাহার দলে টানিয়া লইবে?

তাহার নিজের অদৃষ্টে প্রভাতেই সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সে প্রিয়তমের হাত ধরিয়া অনায়াসে অনিশ্চিতের ঘনতমসায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকারে লুকায়িত বিকট কঙ্কাল দেখিয়া সুবিমল যদি কখনও বিত্রস্ত হইয়া আলোকে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—সে ত সুবিমলকে ফিরাইতে পারিবে না। বিনতি কি প্রাণ থাকিতে তাহার প্রাণপ্রিয়কে তেমন শঙ্কটে ফেলিতে পারে? মাতা পিতা, আত্মীয় বন্ধু, সংসার সমাজ, শিক্ষা দীক্ষা, অর্থ মান, প্রতিভার সাফল্য—সমস্ত ছাড়িয়া, তাহার দুর্লভ জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, সে কি সুবিমলকে শুধু তুচ্ছ তাহার জন্য তেমন দুঃখ ক্লেশ অভাব নৈরাশ্যের কঠিন ও বন্ধুর অজানা পথে লইয়া যাইতে পারে? সে ইচ্ছা কখনই তাহার মত প্রেমাতুরা নারী-হৃদয়ের প্রেরণা হইতে পারে না—উহা নিশ্চয়ই তাহার জন্মগত দোষিত

শোণিতের নারকীয় আকর্ষণ। তাই সেই ইচ্ছা সে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। তাহার নিজের ভালবাসা যে তাহার জন্মদুষ্ট শোণিতের টানে নহে সে বিষয়ে বিনতির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু সুবিমল যে তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রাণের আধার—দেহকেই বড় বলিয়া মনে করে না—তাহার স্থিরতা কি? তাহার সুন্দর দেহ লাবণ্যই সুবিমলকে প্রথমে তাহার জীবন পথে আনিয়া দিয়াছিল এবং সেই রূপের চুম্বকই হয়ত সুবিমলকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সুবিমল যখন জানিবে সেই দেহ—যাহাকে সে বিশুদ্ধ সুবর্ণ ভ্রমে মূল্যবান মনে করিয়াছে—তাহা আসল নহে—নকল মাত্র, তখন কি সুবিমলের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকিবে—সেই সাংঘাতিক প্রতারণা কি সে ক্ষমা করিবে? সেরূপ কঠিন পরীক্ষা করিবার সাহস বা ইচ্ছা কিছুই তাহার ছিল না—তাই সে নিজের ভালবাসাও সুবিমলের কাছে অব্যক্ত রাখিয়া আসিয়াছে। সুবিমলের কাতর মিনতিতে ব্যথিত হইয়া এক একবার তাহার মনে হইত, সমস্ত সত্য কথা অকপটে বলিয়া সকল সংশয়ের সে শেষ করিয়া দেয়—তাহার নিজের জন্ম-বিড়ম্বনা ও দুর্গতি—পিতার প্রতারণা সমস্ত মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া দিয়া সে প্রেমান্ধ সুবিমলকে তাহার আশা মরীচিকা হইতে চির মুক্তি দেয়, কিন্তু পাছে তাহার অভিশপ্ত জীবনের কদর্য্য কাহিনী শুনিয়া সুবিমল তাহাকে তাহার পিতার পাপ প্রতারণা লোভাদি দুষ্কৃতির বেচ্ছায়

সহায় ভাবিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে—সেই ভয়ে সে সুবিমলকে সকল কথা বলিতে পারে নাই—নিজের সেই স্বার্থপর দুর্বলতার জন্যই সে তাহার হৃদয়েশ্বরকে প্রেমে মোহে দিন দিন আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল।

সুবিমলের পিতার স্বধর্মে নিষ্ঠার কঠিন আদর্শ ও পুত্রকে পবিত্র কুল-ধর্মে টানিয়া রাখিবার আগ্রহ, সুবিমলেরও মাতার স্নেহক্রোড়ে ফিরিবার কামনা এবং বিনতির নিজের পবিত্র প্রেমপূজা পাইবার নিতান্ত অযোগ্যতা—উভয়ের মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় বাধা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও বিনতি সুবিমলকে মিথ্যার বেড়াজালে ঘিরিয়া তাহার প্রভাত-স্বপ্ন—ভালবাসার মৃগতৃষ্ণিকা ভাঙিয়া দেয় নাই। এখন ত সুবিমলের সেই ভ্রম ভাঙিয়া যাইবে—এখন আর সুবিমলকে তাহার প্রেম-স্বপ্নের মোহ কুহেলিকায় ঘিরিয়া রাখিবার কোনও উপায় নাই—একদিন নিজের দুর্ভাগ্য, পিতার প্রবঞ্চনা-চক্র সুবিমলের বিবাহের জন্য জেদ, তাহার দুষমনের ফিরিবার করাল ছায়া প্রভৃতি সপ্তশত্রু যে তাহাকে সুবিমলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল—এইবার ত আর তাহাদিগকে নিবারণ করিবার উপায় নাই—এখন যে তাহার স্ফটিকে গঠিত সুখের সৌধ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত বজ্রদণ্ড হস্তে তাহার যমদূত দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—এখনো যদি সে

তাহার ভালবাসার ব্যর্থ স্বপ্নজালে সুবিমলকে ধরিয়া রাখিবার কামনা করে—তাহা হইলে পাপিষ্ঠা সালোমীর মত তাহাকে প্রিয়তমের ধ্বংসের উৎকট আহ্লাদে প্রেমের শ্মশানে পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য করিতে হইবে।

নিরয়ের অতল গহ্বর তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার পদতলে দেখা দিয়াছে—আর কেন? সে যদি স্বৈরিণী না হইয়া যথার্থ প্রেমিকা হয়—তাহার ভালবাসা যদি তাহার দুষ্ট শোণিতজাত না হইয়া বিধাতার পবিত্র প্রেরণা—তাহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সার্থক আশীর্ব্বাদ হয়—তাহা হইলে সে তাহার স্বার্থ চিন্তা—দুর্ব্বলতা—হৃদয় হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া সুবিমলকে সর্ব্বান্তঃকরণে মুক্ত করিয়া দিবে। প্রিয়তমকে দেখিবার অদম্য সাধ—তাহার সান্নিধ্যে থাকিবার অপার্থিব আনন্দ—এতদিন তাহাকে যে কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধা দিয়াছিল—সেই কর্ত্তব্য এখন সে পূর্ণ মাত্রায় পালন করিবে—সে সুবিমলকে জানিতেও দিবে না যে সে তাহাকে কত ভালবাসে—সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত অপর কোনও নারী কোনও পুরুষকে তত ভাল বাসিয়াছে ইহা তাহার কল্পনায় আসে না। সেই অপার অনন্ত ভালবাসার পূতজল বহ্নিকুণ্ডে সে তাহার সর্ব্বস্বার্থ পূর্ণাহুতি দিবে। সে নিজে সেই নৈরাশ্যের দাবানল রাবণের চিতার মত তাহার হৃদয়াসনে চিরদিন জ্বালিয়া রাখিবে

—সে স্বেচ্ছায় তাহার ভালবাসার সেই অসীম দুঃখ সন্তাপ ইহ-পরজীবনের সার সুখ ভাবিয়া চির-বরণ করিয়া লইবে। কিন্তু সে তাহার প্রিয়তমের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রাণ খুলিয়া পূর্ণমাত্রায় পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইবে—যাহাতে তাহাদের উভয়ের অতীত সদ্য-সুখের স্মৃতিটুকু অবধি সুবিমলের সংসার যাত্রায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাতক না হয়, তাহাই করিয়া যাইবে। সেজন্য যদি বিনতিকে প্রিয়তমের ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হয়—তাহা ভোগ করিয়া সে তাহার পূর্ব্ব দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

তাহার দুর্ভাগ্যে—তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখে সহানুভূতি আসিলে, সুবিমল হয়ত অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সংসার সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। যাহাতে বিনতির প্রতি সেই সহানুভূতি না আসে বিনতি তাহাই করিয়া যাইবে। সেই ত্যাগ সাধনা বিনতির পক্ষে যে কত কঠিন —চিরদয়িতের হৃদয় হইতে চিরবিস্মৃতির কামনা যে কি ভয়ানক যাতনা তাহা ভাবিয়া বিনতি শিহরিয়া উঠিতেছে—কিন্তু সেই ত্যাগ বিনতিকে করিতে হইবেই হইবে—যদি তাহাতে তাহার প্রা[illegible] যায় তাহাও স্বীকার—প্রাণ ত তাহার মত অভাগিনীর প[illegible] তুচ্ছ বস্তু—তাহার জীবনের অভিশাপ—জটাধর জেল হ[illegible] ফিরিয়া আসিলে বিনতি সেই তুচ্ছ প্রাণ ত্যাগ [illegible] লিন [illegible]ত করিতেই হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে বিনতি [illegible] স্থির করিয়াছিল

তাহা বলিয়া দেন। আর সেই পত্রের সঙ্গে বিনতি স্থবিমলকে যে পত্রখানি লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতেছে তাহাও যেন তিনি স্থবিমলকে দলিলের সঙ্গে নিজের হাতেই দেন।

অপর পত্র খানি বিনতি বহুকষ্টে, অনেকগুলি চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া, স্থবিমলকে লিখিল। সে লিখিল—

'স্থবিমল বাবু,

আমরা কলকাতা ছেড়ে দূরদেশে যাচ্ছি, আর এখানে ফিরবো না—আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলুম না—ক্ষমা করবেন। কেন যাচ্ছি—আর কেনই বা আপনার অনুরোধ রাখতে পারিনি, হয়ত এর পরে সমস্তই জানতে পারবেন—আর যদিই জানতে না পারেন তাতেও কিছু এসে যাবে না। আমার শেষ কথাটা বিশ্বাস করুন—আপনার ইচ্ছামত কাজ করবার শক্তি বা অধিকার কিছুই আমার ছিল না। আপনাকে ত আগেই বলেছি, আবার বলছি—আপনি আমাদের সম্বন্ধে যা জানতেন—যা বুঝতেন তার বেশীভাগই ভুল। সেই ভুলের জন্যে আমি কতকটা দায়ী—মনে করেছিলুম আপনার সেই ভুল বোঝাতে কেবল একটু খেলা, একটু আমোদ পাবেন—তাতে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। আপনার কয়লার জমি সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে আপনাকে ফেরত দিয়েছি—এটর্ণী অঘোর বাবু আপনাকে সে দলিল দেবেন। তা ছাড়া সেই খেলায় ভুলে—সরল বিশ্বাসে আপনার আর যদি কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে

—সাধ্য থাকলে তা আপনাকে এখনি ফিরিয়ে দিতুম, কিন্তু সে সাধ্য আমার নেই—শুধু অনুতাপে ত সে ক্ষতি পূরবে না? কাজেই সে জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর আমার কোনও উপায় নেই। আমার এই অক্ষমতাটা শঠতার শাস্তি—সেই শাস্তিটা যদি যথেষ্ট বলে মনে না করেন—তা হলে আর আপনাকে কি বোলবো। কেবল এই টুকু আশা আছে, বিধাতা আপনার মত লোককে অনর্থক কষ্ট দেবেন না—তিনিই আপনার সেই ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে আপনাকে সুখে রাখবেন। নমস্কার— বিনতি'

সেই পত্র খানির খামের উপর সুবিমলের নাম লিখিতে বিনতির নয়নের রুদ্ধ বাষ্প দরদরিত ধারায় ঝরিতে লাগিল—সেই নয়নজলে খাম বন্ধ করিয়া বিনতি সেই চিঠিখানি বহুবার ওষ্ঠাধরে ও বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, বহুক্লেশে তাহা এটর্ণীকে লিখিত চিঠির খামের ভিতরে পূরিয়া, শীল করিয়া, আপনার মনের আবেগ সংযত করিবার জন্য প্রায় একঘণ্টা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। পরে আপনার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া সেই চিঠি রেজিষ্টারী করিয়া ডাকে পাঠাইতে ছিল। ভৃত্য যে পর্য্যন্ত না ফিরিল সে উদাস দৃষ্টিতে গৃহের শূন্য দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। ভৃত্য ডাকঘরের রসিদ আনিলে, তাহার হাত হইতে সেই রসিদ লইয়া বিনতি তাহার শয়ন কক্ষে গিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহতলে লুটাইয়া

পড়িয়া, অবারিত অশ্রুধারায় তাহার মনের তাপ শীতল করিবার বৃথা চেষ্টা করিল। তাহার প্রাণের ভিতর হইতে অন্তরাত্মার করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল—'হে আমার প্রাণাধিক—তোমাকে জানাতে পারলুম না তোমাকে কষ্ট দিতে আমি আমার বুকের অস্থি পঞ্জর ভেঙ্গে চুরে খান খান করে ফেলেছি! আমার যে কত কষ্ট—আমার যে কি ভয়ানক শাস্তি—তা জানলে তুমি আমাকে ক্ষমা করতেই করতে। তোমার অযাচিত অমূল্য দান আমি যেন হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছি এই মনে করে তুমি আমাকে কতই হৃদয়হীনা ভাববে, কিন্তু তোমার সে প্রেম গ্রহণ করবার যে আমার মত অভাগীর অধিকারই নেই তা ত তুমি জানলে না প্রিয়তম! ধুলোমাটি মাখা ঝরা ফুলে ত পূজা হয় না প্রাণাধিক—তুমি যে আমার ইহ পরলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা—তোমার পূজায় দেবার মত ফুল আমি কোথায় পাবো? সে ভাগ্য যদি আমার থাকত তাহলে কি তোমার মনে কষ্ট দিতুম—মনে করেছ? হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমায় ভুলে যাও—দুঃখিনীর অপরাধ ক্ষমা করো—সুখী হও—সুখে থাকো। আমার দুঃখ তোমার জেনে কাজ নেই—আমার দুঃখের কি শেষ আছে। আমার চারিদিক অন্ধকার—যতদূর দেখা যাচ্ছে খালি অন্ধকার—সেই অন্ধকারে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি—আমার চারিদিকে হাহাকার—আমি আর কিছু শুনতে পারছি না—কেবল বুক ফাটা হা হা শব্দ! তুমি আমায় ভুলে যাও।'

(১৮)

এদিকে কালীতারা যতদূর সম্ভব গোপনে তাহার বসতবাটী, আসবাব পত্র, কারবার, সমস্ত বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছিল। গোপনে সেই কার্য্য করিতে হইতেছিল বলিয়া তাহাকে অনেক অসুবিধা, বাধা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও সে চেষ্টার ক্রটী করিতেছিল না এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। বাটী ও আসবাব পত্র দেখাইতে দালাল, ক্রেতা প্রভৃতি অনেক অপরিচিত লোকের যাতায়াত তাহার বাটীতে হইতেছিল তাহা গোপনে রাখিবার উপায় ছিল না—কথাবার্ত্তা সমস্ত গোপনে হইলেও বাটীতে যে একটা কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে ভৃত্যবর্গের বাকি ছিল না।

পুরাতন ভৃত্য ও দাসীদিগকে কালীতারা নানা ওজরে বিদায় দিয়া নূতন লোক রাখিয়াছিল। পূর্ব্বে জালিয়াতী ও অন্যান্য অপকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময় কালীতারার অধীনে যে সকল গুণ্ডা কর্ম্ম করিত, তাহাদের সংশ্রব কালীতারা একেবারে ত্যাগ করে নাই, তাহারা মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে আসিয়া বক্শিস

লইয়া যাইত। তাহারা কালীতারার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ পকেট-মারা, কেহ কোকেন-বিক্রেতার গুণ্ডা, কেহ ট্যাক্সির শফার, কেহ বা বড়বাজারে দ্বারবান হইয়াছিল, কেহবা হ্যারিসন্‌রোডের, মেছুয়াবাজারের বা রাজাবাজারের গুণ্ডা সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। কালীতারা তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে পুনরায় তাহার বাটী রক্ষার ও দেহ রক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জটাধরকে বিশেষ ভাবে চিনিত। কালীতারা তাহাদের একজনকে শফার আর দুই জনকে অষ্ট প্রহর বাটী প্রহরায় অন্যান্য দ্বারবান ও গুণ্ডাদের সহিত নিযুক্ত রাখিল।

জটাধরের সহিত যে দিন পুনরায় দেখা হইবার কথা ছিল—তাহার পূর্ব্বেই কালীতারা তাহার বিষয় সম্পত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত বিক্রয় করিয়া, অনুপমা ও বিনতিকে কাশীতে পাঠাইয়া দিবে এবং নিজেও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল। অনুপমা ও বিনতিকে সে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিল।

এত সতর্ক হইয়াও কিন্তু কালীতারা জটাধরের নিকট তাহার কার্য্যকলাপ গোপন রাখিতে পারিল না। জটাধরকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া কালীতারা যে সকল গুণ্ডা রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাদের চক্ষে ধুলি দিয়া জটাধর একদিন হঠাৎ কালীতারার বাটীতে আসিল—ঠিক যে দিন

অনুপমা ও বিনতিকে কাশীতে পাঠাইবার জন্ত কালীতারা গাড়ী রিজার্ভ করিয়াছিল—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে আসিল।

তখন মধ্যরাত্রি—অন্ধকার—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কালীতারার বাটী বাঙ্গলার ফ্যাসানে নির্ম্মিত—উচ্চ প্লোরের উপর একতলা—বড় বড় খড়খড়ি—কোনটীতে গরাদে নাই—বাটীর সম্মুখে উঠান ও দ্বারবান চাকদের থাকিবার ঘর, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদি—অপর তিন দিকে বাগান—অনুচ্চ প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা। বিনতি পশ্চাৎভাগের কোণের ঘরে শয়ন করিত। কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই দুর্ভাবনায় ও অবসাদে বিনতির সুনিদ্রা হইতেছিল না। তাহার শয্যার নিকটেই টেবিলের উপর একটী অমলারের বাটীর সুদৃশ্য কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প—ক্ষীণভাবে জলিতেছিল। সহসা কি একটা শব্দ শুনিয়া বিনতি চক্ষু মেলিতেই দেখিল কে একজন তাহার শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিনতি আতঙ্কে বলিয়া উঠিল—কে?

ছায়া শয্যার পার্শ্বে আসিয়া অনুচ্চ অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, চুপ্। চেঁচালেই মরবি।

বিনতি দেখিল লোকটার হস্তে শাণিত ছোরা—জার্ম্মাণ ষ্টেক্ নাইফ্—আলোক পাতে চকচক্ করিতেছে। ছোরার লক্ষ্য বিনতির বুকের উপর।

লোকটা পুনরায় চাপা অথচ কঠোর স্বরে কহিল, আয়—উঠে আয় আমার সঙ্গে—ভালোয় ভালোয়—

বিনতি সাহসে ভর করিয়া কহিল, কে তুই ?

লোকটা একটু সরিয়া গিয়া টেবিলের উপরের ল্যাম্পের আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া কহিল—দেখছিস না—আমি জটাধর—তোর মালিক—আর একটাও কথা কইবি না—শীগ্‌গির উঠে আয় !

বিনতি শয্যা হইতে উঠিয়া চকিতে টেবিলের পশ্চাতে গিয়া কহিল, আমি যাবো না। পরে টেবিলের উপরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত গুলিভরা রিভলভার লইবার জন্ত হাত বাড়াইতেই—জটাধর ক্ষিপ্র হস্তে কোমরে বাঁধা খাপের ভিতর ছুরিকা পূরিয়া, পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া বিনতির দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল—কি খুঁজছিস্—এইটে ?

বিনতি দেখিল তাহারই নিকেলকরা ক্ষুদ্র রিভলভার জটাধরের হস্তে ! সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, মেরে ফেল্‌লেও আমি যাবো না।

জটাধর তীব্রস্বরে কহিল, যেতেই হবে—তোর ঘাড় যাবে—নইলে তোর বাপ মাকে সুদ্ধু নিকেশ করে দিয়ে ফাঁসী যাবো।

বিনতি স্পষ্টস্বরে কহিল, সেও ভাল তবু যাবো না।

বিনতির দৃঢ়তা দেখিয়া জটাধর অধীর ভাবে কহিল, আয়

বলছি—নইলে তোর মানুষকে অবধি খুন করবো। আমি কিছু খবর রাখিনি মনে করেছিস? তোর বাপের নেমকহারামী—তোর নষ্টামী—সব জেনেছি। আয় এখনো ভালোয় ভালোয়—নইলে রক্তগঙ্গা করবো—তোর চেহারা বিগড়ে দেবো—

—বলিতে বলিতে জটাধর হঠাৎ টেবিল বেষ্টন করিয়া বিনতিকে ধরিতে যাইল এবং বিনতি—তাই হোক—বলিয়া চক্ষের নিমেষে টেবিলের উপর হইতে বেলোয়ারী টেবিল ল্যাম্পটা সজোরে টানিয়া লইল—ল্যাম্পের চিমনি ও কাটগ্লাসের সুদৃশ্য আবরণ ছিটকাইয়া টেবিলে ঠেকিয়া গৃহতলে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল এবং বিনতি মুক্ত শিখা ল্যাম্পটাকে যেন পরম প্রিয় বস্তুর মত নিজ বক্ষে টানিয়া চাপিয়া ধরিল—দীপ্ত শিখা স্পর্শে বিনতির সূক্ষ্ম বস্ত্র ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়া পলকে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—ল্যাম্পের পট ও স্ট্যাণ্ডটা সশব্দে গৃহতলে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল এবং গৃহতলে পতিত কেরোসিন তৈল জ্বলন্ত পলিতার সংযোগে জ্বলিয়া উঠিল।

ল্যাম্প ভাঙার দুই দুইবার উচ্চ শব্দে কালীতারা ও তাহার ভৃত্য ও প্রহরিগণ যে যেখানে ছিল সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। কালীতারা সকলের অগ্রে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিনতির গৃহের দ্বারের কাছে ছুটিয়া আসিল এবং দ্বার ধাক্কা দিতে খুলিয়া গৃহতলের নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিশিখায় দেখিল গৃহমধ্য হইতে

একজন লোক ত্রস্তভাবে খোলা খড়খড়ির ভিতর দিয়া বাগানে লাফাইয়া পড়িল—সেই বিরল আলোকেই কালীতারা তাহাকে চিনিল—সে জটাধর। কালীতারার পশ্চাতেই একজন ভৃত্যও ছুটিয়া আসিয়াছিল; সে জটাধরকে বাগানে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—'চোর চোর—বাগান দিয়ে পালাচ্ছে।' কালীতারার দ্বারবান ও গুণ্ডা প্রহরীবর্গ বহির্বাটী হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া চারিদিক হইতে বাগানে ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিতে আসিতে জটাধর বাগানের অনুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল।

তখন বিনতির কক্ষ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। অন্নপমা একটী হ্যারিকেন লণ্ঠন হস্তে আসিয়াছিল—সেই আলোকে সকলে দেখিল—টেবিলের নিকটেই বিনতি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার পরিধেয় বসনের ও সেমিজের বেশী ভাগ পুড়িয়া গিয়াছে—তাহার কেশরাশি, মুখ, কণ্ঠ হস্ত পদ ঝলসিয়া গিয়াছে—কপালের ও অঙ্গের স্থানে স্থানে ল্যাম্পের কাচে কাটিয়া গিয়া—রক্ত পড়িতেছে। গৃহতলে কার্পেট বা ম্যাটিং ছিল না—বার্ড কোম্পানির রঙ্গিন পেটেন্ট পাথরের মেঝের ঢাল বিপরীত দিকে ছিল বলিয়া কেরোসিন তৈল পড়িয়া যে স্থানে জ্বলিতেছিল—তাহার সহিত বিনতির বস্ত্রাদির সংযোগ ছিল না—নহিলে অগ্নিকাণ্ড স্বতঃই নিভিয়া না গিয়া ভীষণতর হইয়া উঠিত।

বিনতিকে নিথর নিস্পন্দ মৃতার ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অনুপমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো আমার কি হোলো গো—ওগো মেয়ে আমার অমন হয়ে গেল কেন গো?

কালীতারা ধমক দিয়া উঠিল—থামো—থামো—মিছে চেঁচিও না। পরে তাহার ভৃত্যবর্গের দিকে চাহিয়া আদেশ দিল—ডাক্তার—ডাক্তার—সরকারকে বল্—মোটর নিয়ে যাক্ —কাছে যে ডাক্তার পায়—যত চায়—নিয়ে আসবে। চট করে যা।

ভৃত্যগণের মধ্যে দুইজন ছুটিয়া গেল—একজন মোটর তৈয়ারী করিতে আদেশ দিল এবং অপর ব্যক্তি সরকারকে প্রভুর আদেশ জানাইল।

ইতিমধ্যে দুইজন গুণ্ডা প্রহরী বাগানের দিকের খড়খড়ির কাছে আসিয়া কালীতারাকে ডাকিল। কালীতারা নিকটে যাইতেই একজন কহিল, হুজুর দুষমন পালিয়েছে। অপর ব্যক্তি কহিল—সুন্দর সিং শফারটা ট্যাক্সি নিয়ে তার সঙ্গে এসেছিল—আর আপনার আগেকার খানসামা বেটাও মোটরে ছিল—বেটারা এখান থেকে ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে মিশেছে।

কালীতারার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি জ্বলিতেছিল—সে খড়খড়ির ধারে নত হইয়া চুপি চুপি তাহাদের কি কহিতে কহিতে

সে বিষয়ে আদেশ দিল। উভয়েই—বহুৎ আচ্ছা—বলিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া বিনতির দগ্ধ স্থান ও ক্ষত পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। অল্পক্ষণ পরে বিনতির জ্ঞান হইতেই ডাক্তার কহিল—আশু মৃত্যুর ভয় নাই। কালীতারা ডাক্তারকে সকাল অবধি রাখিল এবং সকালে একজন সাহেব ডাক্তার পরামর্শের জন্ত আসিল। উভয়েই বলিল জীবনের ভয় নাই—দেহের ত্বক্ অধিক দগ্ধ হয় নাই বলিয়া সাবধানে চিকিৎসা করিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে। বাড়ীতেই চিকিৎসা হইতে লাগিল। কালীতারা ডাক্তারদের নিকট হঠাৎ ল্যাম্প ভাঙ্গিয়া দুর্ঘটনা হইয়াছে এই কথা বলিয়া প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া রাখিল—পুলিশেও কোনও সংবাদ দিল না। এক মাস চিকিৎসার পর বিনতির ক্ষত শুকাইয়া আসিল এবং সে উঠিতে চলিতে পারিল—কিন্তু তাহার দেহের বর্ণ ও ক্ষত চিহ্নময় আকৃতি এমন বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়া গেল যে তাহাকে সহজে চিনিবার উপায় রহিল না।

বিনতি সারিয়া উঠিতেই কালীতারা তাহাকে ও অন্নপমাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিল এবং নিজেও সে বাড়ী ছাড়িয়া দিল—সেই বাটী ও আসবাব পত্র সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কালীতারা নিজে থাকিবার জন্ত একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল—ভৃত্যদের সকলকে বিদায় দিয়া সে

একজন ঠিকা পাচক ও একজন নূতন চাকর রাখিয়া একাই সে বাটীতে বাস করিতেছিল—তাহার পূর্ব্ব পরিচিত গুণ্ডাদ্বয় ব্যতীত অপর কাহাকেও তাহার নূতন ঠিকানা কালীতারা প্রকাশ করিল না। গুণ্ডাদের নিকট হইতে কালীতারা জটাধরের গতিবিধির খবর পাইত—এক দিন তাহারা আসিয়া কালীতারাকে সংবাদ দিল—পূর্ব্ব রাত্রে তাহার আদেশ পালিত হইয়াছে।

কালীতারা কলুটোলার মর্গে গিয়া দেখিয়া আসিল—মৃতদেহ জটাধরেরই বটে। সংবাদ পাইল—লোকটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে। ট্যাক্সি-চালক ধরা পড়িয়াছে।

করোনারের কোর্টে তদন্তের দিন গুণ্ডাদ্বয়ের ও পুলিশের দ্বারা ট্যাক্সি চালকের পক্ষ সমর্থনের তদ্বির করিতে কালীতারা পরদিন অবিরত ব্যস্ত রহিল ও অকাতরে অর্থব্যয় করিল।

ফলে সাক্ষ্যদ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণ হইয়া গেল মৃত ব্যক্তি জেল ফেরত জটাধর। লোকটার মৃগী রোগ ছিল তাহার উপর মদ খাইয়াছিল। ট্যাক্সি চালক তাহাকে বাঁচাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল—হর্ণের পুনঃ পুনঃ ফুৎকার শব্দ করিয়াছিল—ব্রেক বাঁধিয়াছিল—পথের বামদিক দিয়া মন্থর গতিতে ট্যাক্সি চালাইতে ছিল। লোকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠিক তাহার ট্যাক্সির চাকার নীচে আসিয়া পড়ে। দুইজন পথিক তাহাকে টানিয়া আনিতে

চেষ্টা করে—কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। পথিক দুইজন—পূর্ব্বোক্ত গুণ্ডাদ্বয়—ট্যাক্সিচালকের সাক্ষ্যদিগের কথার সমর্থন করিল। ঘটনা ঘটিয়াছিল চীৎপুর রোডে সোণাগাছির মোড়ের নিকটে। রাস্তার উপরের বারান্দা হইতে একজন বেশ্যা ঐ দুর্ঘটনা দেখিয়াছিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইল। সে বলে লোকটা মোটরের সম্মুখে পড়িতেই সরিয়া আসিতে চেষ্টা করে কিন্তু দুইজন লোকের উপর্য্যুপরি ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যায় - মোটর তাহাকে পশ্চাৎ হইতে চাপা দিয়া আবার পেছু হটিয়া আসিয়া চাপা দেয়—সে শিঙার শব্দ শুনিতে পায় নাই। কিন্তু তখন রাত্রি প্রায় ৯টা—ঠিক নিকটে গ্যাসও ছিল না—সেই জন্ত অপর সাক্ষ্যদের সহিত বেশ্যার সাক্ষ্যের অনৈক্য হওয়ায়, সে অন্ধকারে ঠিক্ দেখিতে পায় নাই বলিয়া তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইল। ফলে ট্যাক্সি চালক বেকসুর খালাস পাইল—করোনারের জুরীরা এক বাক্যে তাহাকে নির্দ্দোষ—লোকটার অপঘাত মৃত্যু দৈবাৎ ঘটনা মাত্র বলিয়া রায় দিল এবং করোনারও তাহাদের সহিত একমত হইলেন।

সেই তদন্তের তদ্বির করিতে কালীতারাকে ট্যাক্সি চালক ও গুণ্ডাদ্বয়ের প্রত্যেককে পাঁচশত করিয়া টাকা এবং আরো প্রায় এক হাজার টাকা খরচ করিতে হয়।

করোনারের তদন্তের দুই দিন পরেই কালীতারা কলিকাতা

ত্যাগ করিল : সে বলিয়া গেল, সে পশ্চিমে হাওয়া বদলাইতে যাইতেছে— কোথায় যাইবে ও কত দিন থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই—নানাস্থানে বেড়াইবে—বিষয় কর্ম্ম হইতে সে অবসর লইয়াছে।

(১৯)

কালীতারা সপরিবারে তাহার বসত বাটী ছাড়িয়া গিয়াছে অথচ তাহাকে কোনও খবর দেয় নাই—এরূপ ব্যবহার সুবিমল কালীতারার নিকট প্রত্যাশা করে নাই—অন্ততঃ বিনতিরও তাহাকে একখানা চিঠি লেখা উচিত ছিল। তাহারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে সেই ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুবিমলকে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে? কি বিড়ম্বনা! কালীতারার ঘনিষ্ঠতা তাহা হইলে শুধু মুখের কথা? আর বিনতি! সুবিমলের অভিমানে আঘাত লাগিল—সে ভাবিল—যাক্ সে আর তাহাদের খোঁজ খবর লইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই বিনতির অসুস্থতার কথা মনে পড়িল—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—কালীতারার আপিসে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে শুনিল কালীতারার সহিত সে আপিসের আর কোনও সম্পর্ক নাই—কালীতারা তাহার সর্ব্ব-সত্ব বিক্রয় করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে—কালীতারা সেই কোলিয়ারীর মালিক ছিল না শুধু ম্যানেজার ছিল এবং তাহার কতকগুলা শেয়ার ছিল। কালীতারা কোথায় গিয়াছে সে ঠিকানা তাহারা জানে না—তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিবেন এবং বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাই

তাহারা জানে। নৈরাশ্যে ও চিন্তায় আকুল হইয়া সুবিমল তাহার নিজের আপিসে তাহার নামে কোনও প্রাইভেট চিঠি আছে কিনা তাহা জানিতে গিয়া শুনিল, তাহার নামের অন্যান্য চিঠি সমস্তই তাহাকে যথা সময়ে পাঠান হইয়াছে—কেবল একখানা চিঠিতে লেখাছিল সুবিমল কলিকাতায় ফিরিলে তাহাকে দিতে হইবে—সেই চিঠিখানি আছে। সেই চিঠি খুলিয়া সুবিমল দেখিল উহা তাহার এটর্ণী বন্ধু অঘোর বাবুর লেখা—অঘোর সুবিমলকে কলিকাতায় ফিরিলে সুবিধা মত তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছে। সুবিমলের সে সময়ে অঘোরের সহিত দেখা করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না—কিন্তু যদি সে বিনতির বা কালীতারার ঠিকানার সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখে—সেই আশায় সে তখনই অঘোরের সহিত দেখা করিতে যাইল। অঘোর বিনতির দলিল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল এবং সেই সূত্রে অঘোরের বিনতির ঠিকানা জানিবার সম্ভাবনা—ইহাই সুবিমলের সেই আশার কারণ।

অঘোর আপিসেই ছিল। সুবিমলকে অভ্যর্থনা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সে বলিল, তোমার নামে একখানা চিঠি আছে—মিস্ হালদার দিয়েছেন।

সুবিমল তাহার মনের আবেগ ও কৌতূহল যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া কহিল, তাঁরা ত সে বাড়ী থেকে উঠে গেছেন—তাঁদের ঠিকানা জান?

—তা জানিনা—শুনেছি ত কালীতারা বাবু কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

—তুমি কি করে শুনলে?

—একজন দালালের কাছে—বাড়ী বিক্রীর দালাল। কালীতারা বাবু যখন তাঁর বাড়ী বিক্রী করেন—সেই সময়ে ঐ দালাল আমার কোনও মক্কেল কিনতে পারে কি না তাই জানতে এসেছিল। তা তাঁর যে রকম তাড়া ছিল তার ভেতর আমি কিছু ঠিক্ করে দিতে পারি নি।

—তাড়া কেন?

—শুজোব কালীতারা বাবু কোনও রকম একটা financial difficulty তে (আর্থিক কষ্টে) পড়ে ছিলেন। সেই টাকার দাবীটা meet (পূরণ) করবার জন্মে ১০।১৫ দিনের ভেতর যা তা করে তাঁর যেখানে যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে ফেলেছিলেন। এমন কি তোমার কোলীয়ারীটা থেকেও কিছু টাকা তোলবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি তোমার এটর্ণী ব'লে একজন খদ্দের আমার কাছে কোনও আপত্তি আছে কিনা জানতে চেয়েছিল। আমি সাফ্ জবাব দিয়েছিলুম—তোমার কোলীয়ারী তোমারই আছে—তাতে কালীতারা বাবুর কোনও অধিকার নেই—তাঁর কন্তার নামে সেটা বেনামী করা মাত্র।

—বেনামী বলাটা তোমার ঠিক্ হয় নি—আমি ত মিস্ হালদারকে সেটা দিয়েই দিয়েছি।

—তুমি ত দিয়েছ—তিনি তা নেবেন কেন ? তিনি সেটা আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে দস্তুর মত রেজিষ্টারী করে দিয়ে গেছেন—সেই জন্যেই ত তোমার সঙ্গে তিনি এখানে এসেছিলেন। তখন তোমাকে বলতে বারণ করেছিলেন বলে বলতে পারিনি। কালীতারা বাবুর কোনও রকম অন্য মতলব ছিল কিনা তা জানি না, অন্ততঃ মিস্ হালদার ত তাঁর সেই দলিলটার কথা যাতে তাঁর বাপ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন সেজন্যে আমাকে বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছিলেন। মিস্ হালদারের বাপের ওপর অবিশ্বাস করবার কারণ যথেষ্ট আছে বলে বোধ হয়।

—কেন বল দেখি ?

—বাজারে গুজোব কালীতারা বাবু লোকটা খুব যে খাঁটি তা নন—অনেক রকম shady transactionএ (গোলমেলে ব্যাপারে) তাঁর যোগ ছিল—সেটা তাঁর বিষয় সম্পত্তি বিক্রী নিয়ে লোকে খুঁজে বারকোরে ছিল—শুধু তাই নয় তাঁর জাতেরও কি একটা দোষ আছে—সেই জন্যে মিস্ হালদারের বিয়ে হয় নি —এই রকম একটা গুজোব ও করেছিল।

—ওসব বাজার গুজোবের কথা ছেড়ে দাও।

—নাহে শুধু বাজার গুজোব নয়—মিস্ হালদার বোধহয় সেটা জানেন—তাই বোধ হয় কোলীয়ারীটা ফেরত দেবার জন্যে অত ব্যগ্র হয়েছিলেন। আমি তাঁর কথায় ভাবে যা বুঝেছিলুম

—তুমি তাঁদের এমনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলে—যে তাঁকে তোমার অত দামী কোলীয়ারীটা বেনামী করে দিতেও কুণ্ঠিত হও নি—তিনি তাতে খুব খুসী হয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই জন্যেই বোধ হয় তোমাকে কোনও রকমে ঠকাতে—তোমার কাছে কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে—তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। অথচ বাপের নামেও কিছু বলতে পারছিলেন না—তাই পাছে তুমি কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতার আশা করো—বুঝেছ ত? সেইটে তিনি চাইছিলেন না। তাই কোলীয়ারীটা বাপকে না ব'লে ফিরিয়ে দিয়ে সেই বাধ্য বাধকতার হাত থেকে তিনি রেহাই পাবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিবাহে—জাতের দোষ কি অন্য কোনও রকম একটা বেশী গোছ বাধা ছিল—এইটেই আমার বিশ্বাস। যাক্—তিনি তোমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন—তোমার হাতে দিতে লিখেছিলেন ব'লে তাকে পাঠাতে পারিনি।

এই কথা বলিয়া অঘোর তাহার ডেসপ্যাচ্ বাক্স হইতে বিনতির লিখিত চিঠিখানি এবং বিনতির রেজিষ্টারী করা দলিল বাহির করিয়া—উভয়ই হরিমলের হাতে দিল।

হরিমলের তখন হৃৎপিণ্ড লোহার হাতুড়ীর মত শক্ত ভাবে তাহার বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছিল—কিন্তু বিনতির চিঠি তখনই বন্ধুর সম্মুখে পাঠ করিবার সাহস তাহার হইল না। সে

বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়া মলিন মুখে দলিল ও চিঠিখানি লইয়া সে দিন বিদায় লইল।

মোটরে উঠিয়াই সুবিমল বিনতির চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করিল। একবার পাঠে সে যেন উহার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না—সে উহা দ্বিতীয়বার ধীরে ধীরে পাঠ করিল। পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখের ভাব কঠিন—মায়া-মমতা-প্রীতি-শ্রদ্ধা-শূন্য জড়ের মত হইয়া আসিল। চিঠিখানা ব্যঙ্গ পরিহাস কি ধ্রুবতম সত্য তাহা প্রথমে সে যেন ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না। কালীতারার কলিকাতা ত্যাগের যে সংবাদ সে সংগ্রহ করিয়াছিল—তাহা যে সত্য, বিনতির চিঠিতে তাহার শেষ সাক্ষ্য দান করিল। বিনতি যে সত্যই তাহার সহিত দেখা না করিয়া, তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে, এ কথায় সন্দেহ করিবার তাহার আর কোনও কারণ রহিল না। কিন্তু সে যাহা সত্য বলিয়া অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিত সেই বিনতির ভালবাসাটা যে সমস্তই ভুল—নিষ্ঠুর শঠতা—ইহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সত্যই কি তবে সে প্রতারিত? আর সকল কথা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তাহাতে সুবিমলের কিছু আসিয়া যায় না। কালীতারা প্রতারক জাতিহীন হোক—বিনতি সেই প্রতারকের কন্যা—জাতিহীনা হোক তাহাতেও সুবিমলের বিশেষ ক্ষতি

বুঝি নাই—কিন্তু বিনতি যে সুবিমলের অসীম ভালবাসার প্রতিদান দিয়াছে বলিয়া সুবিমল সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত—বিনতির ভালবাসার লক্ষণ সুবিমল দিনের পর দিন লক্ষ্য করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত—তাহা ভুল—নিছক ছলনা—হৃদয়-হীনার অভিনয় মাত্র—একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সুবিমলের ভগবানের উপর অবিশ্বাস আসিতে লাগিল—জগৎটাকে পিশাচের তাণ্ডব লীলা—মানব জীবনটা কেবল বিষে ভরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে বিশ্ব সংসার তাহার চক্ষে কৌমুদী-পুলকিত মধু-যামিনীর মত সুন্দর বলিয়া বোধ হইত—তাহা যেন পূতিগন্ধময় অন্ধতমসাচ্ছন্ন নরককুণ্ডের মত মনে হইতে লাগিল। যে বিশ্বাসে তাহার ভালবাসা—দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া তাহার হৃদয় ভরিয়া দিয়া জগৎসংসার অমিত অমৃতের আধার বলিয়া তাহার মনে হইত, শয়তানের চকিত-দৃষ্টিতে কি করিয়া সেই অমৃত কুণ্ড—বিষকুম্ভে পরিণত হইল—কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার চক্ষে কি করিয়া এই সত্য-শিব-সুন্দরের নিলয় বিশ্ব-সংসার, স্রষ্টার একটা কদর্য্য কীর্ত্তি—নিপুণ প্রতারণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নৈরাশ্যে—অবিশ্বাসে সে যেন সহসা অন্য মানুষ হইয়া গেল—সে যেন আর সেই সরল হৃদয় সদা প্রফুল্ল সুবিমল নহে—সে একজন অবিশ্বাসী—দুঃখবাদী নাস্তিক হইয়া গৃহে ফিরিল।

সে দিন আর স্থবিমল বাটীতে কাহারো সহিত কোনও কথা কহিল না—নিজের শয়ন কক্ষে যাইয়া শয্যা লইল। তাহার সে দিন আহারে রুচি নাই—রাত্রে আহার করিবে না—এই কথা সে বাটীতে ফিরিয়াই তাহার ভৃত্যকে দিয়া সরস্বতীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি কতক বিনিদ্র-নয়নে—কতকটা দুঃস্বপ্নে ও দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া প্রিয়জন-মৃত্যু-শোকার্ত্তের চেহারা লইয়া সে পরদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রভাতের আলোক সেদিন তাহার চক্ষে যেন অন্য রকম ঠেকিল। যে অরুণালোক তাহার চক্ষে এতদিন নবজীবন জাগরণের চির সহচর বলিয়া প্রতিভাত হইত—যে আলোক স্পর্শে তাহার মনে কর্ম্মের উৎসাহ, আশার আনন্দ আনিয়া দিত—সে দিন যেন সেই আলোক অসত্যের ছায়াবাজি—নৈরাশ্যের মায়াজাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের অগ্রদূত কাক চড়াইএর চিরপরিচিত কলরবের ভিতর দিয়া সে যেন একটা করুণ শোকধ্বনির সুর শুনিতে পাইল—সেই শোকধ্বনি তাহার মনের উপর অবসাদের তুষার রাশি চাপাইয়া দিল।

সে বিষণ্ণ বদনে উঠিয়া—নৈরাশ্যে পঙ্গুর মত নিরুৎসাহে দৈনন্দিন অভ্যাসের বশে তাহার নিত্য কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সরস্বতীর কোনও কথা জিজ্ঞাসা

করিতে সাহস হইল না—আহারাদির সময় অন্য দিনের মত সে নিজেও কোনও কথা কহিল না।

আহারাদির পর সে দিন সে যথা সময়ে আপিসে যাইল—এবং ক্লান্তভাবে অপরাহ্ণ কালে ফিরিয়া আসিল। জলযোগের পর সে তাহার পড়িবার ঘরে একখানা সংবাদপত্র হাতে করিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া গৃহের বাহিরে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—এমন সময় ধারা ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া একখানি চেয়ারে বসিল। সে একটা মোটা কাপড়ের সেমিজ সেলাই করিতেছিল। সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বিনতি দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না। তাঁরা সে বাড়ীতে নেই—কলকাতাতেই নেই।

—কোথায় গেছেন?

—তা জানি না। ঠিকানা কেউ বলতে পারলে না।

—কবে আসবেন আবার?

—বোধ হয় আর এখানে আসবেন না—বাড়ী বিক্রী করে, বাস উঠিয়ে, বিষয় কর্ম তুলে দিয়ে, তাঁর বাপ কলকাতা ছেড়ে গেছেন।

—খোঁজ নিয়ে—যেখানে গেছেন সেখানে একবার গেলে হয় না?

—না যাবার দরকার নেই—যেতে এক রকম বারণই করে দিয়ে গেছে।

—কে? বিনতি দিদি? এই যে বল্লে—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি?

—চিঠি দিয়ে গেছে। ভুল ভেঙে দিয়ে গেছে!

—কি ভুল?

—সে ভালবাসে বা ভালবাসতে পারে এই বিশ্বাসটা—সে আমাকে ঠকিয়ে গেছে।

—তাতে তাঁর লাভ?

—লাভ কি তা ঠিক বলা যায় না। তার বাপের মতলব ছিল আমার একটা কয়লার জমি ঠকিয়ে নেওয়া—সেটা নিয়েও ছিল—বিনতি সেটা কি ভেবে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

—তবে? বিনতি দিদি তোমাকে ঠকাবেন কেন?

—বোধ হয় ছলনা করাটা মেয়েদের অভ্যাস—সেই অভ্যাসের দোষ। লিখেছে—সেটা খেলা ভেবে করেছিল—একটু আমোদ—তাতে কারুর কিছু ক্ষতি হবে না! কি নিষ্ঠুর ছলনা!

পারা অল্পকাল মৌন থাকিয়া সবিস্ময়ভাবে কহিল, শুধু ছেলে খেলা—শুধু আমোদ! সেই জন্যে এতদিন ধরে সকলকে ঠকিয়ে গেলেন—আমাদের শুদ্ধু! তা কি কখনো হতে পারে?

সুবিমল কয়েক মিনিট করুণ দৃষ্টিতে পারার ব্যথাভরা মুখের দিকে চাহিয়া, বিষণ্ণ-বদনে হতাশভাবে কহিল, আর—হবে

পারে ! অভিনয়টা খুব চূড়ান্ত করে গেছে যাহোক। আমি যে দিন প্রথমে তাকে দেখি সেই দিনই ঠিক্ করেছিলুম—সে খুব ভাল অভিনয় করতে পারবে—অভিনয় করাটা তার স্বভাবজাত—সেটায় তার প্রতিভা আছে। এখন দেখছি—সত্যিই সে ধারণাটায় আমার একটুও ভুল হয়নি—ভুল হয়েছে আমার সেই অভিনয়টাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে।

ধারা অবিশ্বাসের সুরে প্রতিবাদ করিল, কি করে জানলে যে সেটা অভিনয় ?

—সে নিজে যে স্বীকারই করে গেছে এক রকম—যে সেটা অভিনয়। সত্যি হলে কি এই রকম করে না ব'লে, না দেখা ক'রে—একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারত—না তার সঙ্গে আমার দেখা আর যাতে না হয়—সে কথা বলে যেতে পারত ? লিখে দিয়ে গেছে যে দেখা না করতে।

—লিখে ত দিয়ে গেছেন—কিন্তু—

—এর আর কিন্তু কি ?

—যাক্—তাঁর যখন ইচ্ছে নয় যে তুমি তাঁর সঙ্গে আর দেখা করো—তখন তাঁর সেই নিষেধ করবার কারণটাকে যাই ভাবো না কেন—তাতে তাঁর কিছু এসে যাবে না।

—তা না যাক্—কিন্তু সে যে কি কষ্ট দিয়ে গেল—তার খেলাটা যে অপরের মৃত্যু—সেটা জেনে গেল না—সে যে জীবনটাকে তেত করে দিয়ে—নারী জাতটার ওপর একটা

অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে গেল—সেইটাই খালি মনে হচ্ছে!

সুবিমলের কথায় ধারার মনে যে অপ্রীতি আসিতেছিল, তাহা গোপন না করিয়া ধারা স্পষ্টই বলিল, যাতে মনটা খারাপ হয়ে ওঠে—সেই কথাই খালি না ভেবে বরং সে কথাটা ভুলে গিয়ে, তাঁর যে কথা গুলো মনে হলে মনটা ভাল থাকে—সেই গুলো মনে রাখলে ভাল হয় না?

—সেটা কি সহজ?

—যাকে ভালবাসতে বলে বিশ্বাস—তার জন্তে কি যা সহজ বলে সবাই করে থাকে তাই করতে হয়—যা সহজ নয় সেটা চেষ্টা করতে নেই?

এই কথা বলিয়া ধারা সুবিমলকে উত্তরের অবসর না দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গৃহের কোণে কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল—সুবিমল নির্ব্বাক হইয়া অন্ধকারের পূর্ণ আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। অন্ধকারই তখন তাহার একমাত্র প্রার্থনীয় সহচর বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সে দিন রাত্রেও সুবিমলের সুনিদ্রা হইল না—গভীর রাত্রি অবধি ধারার শেষ কথাটা ধরিয়াই সে ভাবিতে লাগিল। বিনতি তাহার প্রাণে ব্যথা দিয়াছে সত্য, কিন্তু সে কি শুধু আঘাত করিয়াই গিয়াছে—নিজে কি সে আঘাতের প্রতিঘাত পায় নাই? সুবিমলের চিন্তাস্রোত সেই খাতে প্রবাহিত হইতেই তাহার এমন অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল যাহা কয় দিন বিনতির উপর ক্রোধ বা অভিমানের ধূমান্ধকারে তাহার মানসে উদিত হয় নাই। সুবিমল বিনতিকে ভালবাসা জানাইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে বিনতিকে যে মর্মান্তিক ব্যথা পাইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নাই। তাহার সেই অলক্ষ্যে ও নীরবে অশ্রুপাত কি ছলনা? না—তাহা হইতেই পারে না। সুবিমলের বিবাহ প্রস্তাবে ত বিনতি প্রথম হইতেই প্রশ্রয় দেয় নাই—তাহাতে সে বরং বেদনাই পাইয়াছিল। তাহার সেই ব্যথিত অন্তরের ছায়া যে তাহার মুখাবয়বে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কি ছলনা হইতে পারে? কখনই নহে। বিনতি ত স্পষ্টই বলিতে পারিত সে প্রস্তাব তাহার অভিপ্রেত নহে। বলিলে তাহার কি ক্ষতি হইত? কিছুই

নহে—কোলিয়ারী ত তখন তাহার পিতা লিখাইয়া লইয়াছে। তবে সে কথা স্পষ্ট না বলিয়া কথাটা যাহাতে সুবিমল না বলে বিনতি কেন সেই চেষ্টাই সর্ব্বান্তঃকরণে করিয়াছিল? ছলনা হইলে সেই বিবাহের প্রস্তাবই ত তাহার জয়ের চরম পরিণতি—তাহাতে তাহার মন ত উল্লাসে ভরিয়া উঠিবার কথা—কিন্তু তাহা না হইয়া সে যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল—তাহার অর্থ কি? অথচ সেই বিষণ্ণতায় সেই প্রস্তাবটা যে তাহার বিরক্তিকর সে ভাবের কিছু মাত্র লক্ষণ দেখা যায় নাই—বরং উহা প্রত্যাখান করিতে তাহার দারুণ ক্লেশ হইয়াছে সেই ব্যথাই তাহার মুখে চোখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। বিনতি ত কোনও দিন নিজে তাহাকে ভালবাসা জানায় নাই—সুবিমল চেষ্টা করিয়াও বিনতির মুখ দিয়া সে কথা স্বীকার করাইয়া লইতে পারে নাই। সুবিমল কেবল বিনতির আচরণে—ব্যবহারে পরোক্ষভাবে—ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিল সুবিমলের অবাচিত ভালবাসার সে মনে মনে প্রতিদান করে। বিনতি যাহা কখনও কথায় ব্যক্ত করে নাই, যাহা প্রকাশ করিতে সুবিমলকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, প্রকাশ করিলে ব্যথিত হইয়াছিল—সেই ভালবাসা তাহার কপটতা মাত্র বলিয়া তাহাকে দোষ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাটা সুবিমলের নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল।

বিনতি কিন্তু বস্তুতঃ তাহার ব্যবহারকে শঠতা বলিয়া আত্মগ্লানি করিয়াছে—তাই সুবিমলকেও কি সেই দুর্ব্বাক্যের

খুঁয়া তুলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া নিজের সান্ত্বনা খুঁজিতে হইবে? বিনতি কি তাহার স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছেদে ক্লেশ পায় নাই? সে যে শান্তির কথা লিখিয়াছে সে শান্তির তাহা হইলে অর্থ কি! আর এই বিচ্ছেদই কি বিনতির স্বেচ্ছাকৃত—তাহার তথাকথিত হাসি খেলা প্রমোদের অবশ্যম্ভাবী অবসান? বিনতির শেষ বিদায়ের বেদনাপ্লুত বদনের করুণ চাহনী—তাহার সহিত শেষ কয়েক বারের সাক্ষাতের নৈরাশ্য ও বিষাদ মাখা কথার ভঙ্গী—সমস্তই একে একে সুবিমলের মনে পড়িতে লাগিল। সুবিমল যে বিনতির সেই সমস্ত স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া—যাহা প্রত্যক্ষ তাহা মিথ্যা ভাবিয়া—যাহা তাহার নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাস সেই চিঠির কথাই সত্য ভাবিয়া, বিনতির উপর এত রোষ, অভিমান, অবিশ্বাস, অবিচার করিতেছিল সে জন্য সুবিমল নিজের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। বিনতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ঠিকানা না দিয়া—ভবিষ্যৎ মিলনের পথ রুদ্ধ করিয়া বিদায় লইয়াছে—তাহা বিনতির উচিত হয় নাই ইহা সত্য। কিন্তু সে ত স্পষ্টই বলিয়াছিল—বিবাহ হইতে পারে না—কোনও অনতিক্রম্য বাধা আছে। সে বাধা যে কি তাহা গোপন রাখা বিনতির অন্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু সে বাধা যদি জাতির দোষ বা অন্য কিছু, যাহা সমাজের চক্ষে সুবিমলেরই সমূহ অনিষ্টকারী হয়, এবং সেই

অনিষ্ট হইতে সুবিমলকে রক্ষা করিবার জন্যই যদি বিনতি সুবিমলকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভাবিয়া নিজে নিরুদ্দেশ হওয়াই শ্রেয় ও প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে? সাক্ষাৎ দর্শনে সুবিমলের প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিবার সামর্থ্য থাকিবে না ভাবিয়াই যদি বিনতি দেখা না করিয়া বিদায় লওয়াই নিরাপদ ভাবিয়া থাকে? সেইরূপ কল্পনা অসম্ভব বলিয়া সুবিমলের মনে হইল না এবং সেই ভাবে দেখিয়া বিনতির আচরণের বিচার করিতেই সুবিমলের মনে হইল, তাহার ইষ্ট সাধনের জন্যই বিনতি আপনাকে সুবিমলের চক্ষে শঠ ও নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। জাতিকুলের দোষ বা সেইরূপ অন্য কোনও বাধার জন্য সুবিমল হয় ত নিজের জীবনটাকে চিরদিনের জন্য দুঃখময় করিতে অস্বীকার করিত, কিন্তু সে পথে যাইলে সুবিমল সমাজের চক্ষে হেয় হইয়া থাকিবে ভাবিয়াই সম্ভবতঃ বিনতি নিজেই চিরবিচ্ছেদ-দুঃখের পশরা শিরে তুলিয়া লইয়া সুবিমলকে আত্মীয় স্বজনের সহিত অনন্ত মনান্তর হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাই যদি হয় তাহা হইলে বিনতিকে নির্দয় ভাবা ত সুবিমলের ভুল ও অন্যায় হইয়াছে।

যাহা ঠিকই বলিয়াছে। অবিরত দুঃখ কষ্টের মধ্যে বিমল সুখের অবসর মানবের অদৃষ্টে কয় দিন ঘটে? বিনতির সাহচর্য্যে সেই সুদুর্লভ সুখের যে কয়টী দিন সুবিমলের জীবনে আসিয়াছিল তাহা কি সামান্য কথা? সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ!

সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া কি সম্ভব? তাহা হইলে সে আনন্দ যে সাধারণ ও সুলভ হইয়া যাইত। বিনতিকে যখন বিধাতা সেই অমূল্য আনন্দ মূর্ত্তিমতী করিয়া সুবিমলের জীবন পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন সেই অসীম পুলকে পূরিত দিনগুলি প্রভাত-স্বপ্নের মত অল্পস্থায়ী হইয়াছে বলিয়া বিনতিকে দোষী করিলে যে মহা অবিচার করা হইবে। বিনতির সেই দুর্লভ দান, তাহার নিজের ত্যাগ ও মনের বেদনা তুচ্ছ ভাবিয়া তাহার উপর রোষ অভিমান শুধু সুবিমলেরই স্বার্থসুখসর্ব্বস্ব ক্ষুদ্র মনেরই পরিচায়ক। বিনতি যে, বুদ্ধির ভ্রান্তিতেই হউক বা সত্য কোনও অলঙ্ঘনীয় বাধার জন্যই হউক, সুবিমলের মঙ্গলের যূপ-কাষ্ঠে হয়ত নিজের সুখ শান্তি বলি দিয়া স্বেচ্ছায়-হৃদয়-হীনতার অপবাদ বরণ করিয়া লইয়াছে সে জন্য বরং সুবিমলের তাহার নিকট লজ্জিত থাকা উচিত। সুবিমল কোন সাহসে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া বিনতির উদার হৃদয়ের উপর হীনতার আরোপ করিয়া তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিল? যাহা যথার্থই সুবিমলকে স্বার্থসর্ব্বস্বের দাম্ভিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। বিনতির বোধ হয় কোনও দোষই নাই—দোষ সুবিমলের নিজের অদৃষ্টের। তাহা না হইলে জীবনের দুর্লভ সুধা ভাণ্ড তাহার করতল গত হইয়াও হঠাৎ পদতলে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে কেন?

এইরূপ আত্মতাড়নায় সুবিমল কিছুদিন অস্থির হইয়া

রহিল। পরে কালের অমোঘ প্রলেপ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের ক্ষত শুকাইয়া আনিতে লাগিল।

বিনতি তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মনঃক্লেশ দেয় নাই। উভয়ের ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে যে ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছিল সে বিষয়ে বিনতির কোনও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না, এবং উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটনায় হয় ত বিনতিও তাহার মত মনে ব্যথা পাইতেছে—এই ভাব সুবিমলের মনে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেই তাহার বিনতির উপর রোষ ও অভিমান ধীরে ধীরে অপগত হইল এবং মনের অবসাদ হ্রাস না হইলেও তাহার কর্ম্মে নিশ্চেষ্টতা অল্পে অল্পে কমিয়া আসিল। সে আবার কোলিয়ারী পরিদর্শনে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাহার কোলিয়ারীর সুনাম ও সাফল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার বিষয় কর্ম্মে পূর্ব্বের মত আগ্রহ ফিরিয়া আসিল।

সেই সময়ে নবীন সপরিবারে তাহার বাসায় বাস করাতে সুবিমলের যখন তখন বাসা ফেলিয়া কোলিয়ারীতে যাইতে কোনও অসুবিধা হইত না। সে যখনই যাইত বা আসিত যথা সময়ে আহারাদি প্রস্তুত হইত এবং তাহাকে সংসার চালাইবার কোনও চিন্তা বা বন্দোবস্ত করিতে হইত না।

কিন্তু সেরূপ ভাবে অধিক দিন কাটিল না। নবীনের দেশে যে সামান্য জমিজমা ছিল—তাহার তত্ত্বাবধানের ও খাজনা আদায়ের জন্য তাহার দেশে গিয়া কিছুদিন থাকা নিতান্ত

প্রয়োজন হইল। ইতি মধ্যে ধারার বিবাহের কোনও সম্বন্ধই স্থির হইল না। অপর যে সম্বন্ধটীর উপর নবীন এতদিন নির্ভর করিয়াছিল—সে সম্বন্ধেরও কিছু স্থির হইল না। প্রথমতঃ বরপক্ষীয়দিগের কন্যা দেখিয়া যাইবার সময়ই হইয়া উঠিল না—আজ নয় কাল এইরূপ করিয়া উহা স্থগিত রাখিতে লাগিল। শেষে তাহারা বলিয়া পাঠাইল, দেনা পাওনার কথা স্থির না হইলে তাহারা কনে দেখিতে যাইবে না। নবীন বলিয়া পাঠাইল, সে যৎসামান্যই দিতে পারিবে—কন্যার হার, চুড়ী, তাগা, ইয়ারীং, মল, পাঁজর—আর বরের ঘড়ী চেন আংটী শয্যা আর পিতল কাঁসার দান সামগ্রী। বরকর্ত্তা বলিয়া পাঠাইল—দুই হাজার টাকা নগদ দিতে হইবে—গহনা তাহারা নিজে গড়াইয়া দিবে। সরস্বতী কহিল নগদ টাকা নিয়ে শেষে মেয়েকে গহনা কিছুই দেয় না—এমন ঢের শোনা যায়। নবীনও দেখিল এক সঙ্গে নগদ অত টাকা সংগ্রহ করাও কঠিন। অথচ শেষ জবাব দিবার পূর্ব্বে একবার সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে সময়ে সুবিমল কলিকাতায় ছিল না। পরে সুবিমল কোন্নগর হইতে ফিরিলে একদিন তাহার উপস্থিতি কালেই ঘটক নবীনের উত্তর জানিতে আসিল।

নবীন সকল কথা বলিয়া কি করা উচিত তাহা সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিল।

সুবিমল কহিল, দেখুন তাঁরা যখন বলেছেন—কনে দেখবার

দরকার নেই—দেনা পাওনা ঠিক্ হলে তাঁরা একেবারে এসে কনে দেখে যাবেন—তখন তাঁরা কনের চেয়ে টাকাটাই বড় ভাবছেন। আমার ত মনে হয় সে জায়গায় বিয়ে না দেওয়াই ভাল। ছেলেটী কি করে?

নবীন—ছেলেটী ভাল—আই-এ পাশ করে সওদাগরী আপিসে চাকরী করছে—৪০, টাকা মাইনে পায়।

সুবিমল—তাহলে আজকালের বাজারে ছেলেপুলে হ'লে সে সংসার চালাবে কি করে? এখন ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রীরা—যারা আগে ১৫৲ টাকা মাসে পেত—তারাই মাসে ৪০।৫০ টাকা মাইনে পাচ্ছে—খোরাকী ধ'রে ১৷০ দেড় টাকা দুটাকা তাদের রোজ দাঁড়িয়েছে।

নবীন—তা হলে কি হবে বাবা—ওর কমে যে ওরকম সম্বন্ধ পাওয়াই যায় না। আমার যেন অবস্থায় কুলোচ্ছেনা বলে ইতস্ততঃ করছি—কিন্তু অন্য লোকে হয়ত আমার চেয়ে বেশী দিয়ে ঐখানে মেয়ের বিয়ে দেবে।

ঘটক—সে কথা ঠিক্ই বলেছেন পণ্ডিত মশাই। আজকাল ছেলের বাজার যে রকম চড়া তাতে আপনার সস্তাতেই হচ্ছে। ছেলেদের পড়াতে এখন খরচ পড়ে কি রকম!

সুবিমল ঘটকের কথায় কাণ না দিয়া কহিল, অন্য লোকে ওখানে বেশী টাকা দিতে হয় দিক্গে—আপনি ওখানে বিয়ে দেবেন না। যারা কনে দেখার দরকারই ভাবছেন না—কেবল

টাকাটা পাবেন কি না সেই খোঁজই নিচ্ছেন—সে বাড়গায় মেয়ের বিয়ে দিলে স্ত্রীজাতির অপমান করা হয়—মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে ছোট—সেইটে স্বীকার হয়। এদিকে ছেলেদের মূল্য কত তা দেখছেন ত—কুলী মজুর কারিকরদের দরে—আর কলেজের ছেলেদের কাজের মূল্য এখন সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি ও সম্বন্ধ ভেঙে দিন মেসো মশাই—যারা নারীর মর্য্যাদা জানে সেই রকম ভদ্র ঘরে বিয়ে দিন—তাতে কিছু বেশী দিতে হয় সেও ভাল। টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না। আমাকে আপনারা পুত্রের মতনই স্নেহ করেন—ধারার বিয়ের ভারটা আমার ওপরই দিন—না দিলে আমি জানবো আমাকে আপনারা আপনার জন ভাবেন না।

নবীন—সে জন্যে নয় বাবা—তোমার খেয়ে পরেই ত আমরা এখানে আছি—পর ভাবলে এখানে কি থাকতে পারতুম। তবে সম্বন্ধটা মন্দ বলে বোধ হয় নি—এর পরে আবার ওরকমও জুটবে কিনা—তাই ভেবে ছাড়তে ইচ্ছে ছিল না।

সুবিমল—এ সম্বন্ধ ভাল নয় মেসো মশাই—ওরকম সংসারে পড়লে ধারা সুখী হতে পারবে না। আপনি অন্য সম্বন্ধ দেখুন ঘটক ঠাকুর।

অগত্যা সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। নবীনও সপরিবারে দেশে ফিরিয়া গেল। কোনও ভাল সম্বন্ধের সন্ধান পাইলে নবীন আবার কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিবে স্থির হইল।

(২১)

তাহার পর এক বৎসর ঘুরিয়া গেল। কত নূতন পুরাতন হইয়া গেল—কত পুরাতন বিস্মৃতির গর্ভে ঝরিয়া পড়িল—আর সেই পুরাতনের শূন্য স্থান নূতন আসিয়া অধিকার করিল। সুবিমলের মাতা সুবিমলকে সংসারী হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে আদেশ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতেন—কিন্তু সুবিমলের সেদিকে কোনও আগ্রহ ছিল বলিয়া বুঝা যাইত না। সুবিমলের মাতা নবীনের মুখে সুবিমলের সহিত বিনতির প্রণয় ও বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী শুনিয়াছিলেন এবং উভয়ের পুনর্মিলন বা বিবাহের আর কোনও সম্ভাবনা নাই—সে কথাও অবগত হইয়াছিলেন। সেই ঘটনায় নারায়ণী বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত কোনও পল্লীগ্রামের সুশ্রী বা সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত সুবিমলের বিবাহ দিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র—সুবিমল ত সেরূপ নির্ব্বাচনে সম্মত হইবে না এবং হইলেও সুখী হইবে না। তাতে হইতে তাহাকে অবাধ্য বা অসুখী করিবার দোষের ভাগী হইতে হইবে। সুবিমলের নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোনও শিক্ষিত ঘরের সহরের মেয়েকেই বিবাহ করা উচিত—কেবল এইটুকু তাঁহাদের দেখা উচিত যে সেই কন্যার কুলশীল তাঁহাদের পুত্র-

বধূ হইবার যোগ্য হয়। স্বামীর মনের অনুকূল অবস্থা বুঝিয়া উভয়ের মিলনের জন্ত—সুবিমলের বিবাহ যাহাতে সত্বর সংঘটিত হয় সে বিষয়ে তিনি নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের সে বিষয়ে নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশঃ তাঁহাকে হতাশ ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল।

শেষে পূজার বন্ধের সময়, সুবিমল কিছুদিনের জন্ত বিষয় কর্ম হইতে অবসর লইয়া কোথাও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে শুনিয়া, নারায়ণী তাহাকে অন্ত কোথাও না যাইয়া হরিপুরে আসিবার কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। স্বামীর মনোভাব, ক্রমশঃ কালের গতিতে ও নবীনের মুখে সুবিমলের প্রশংসা শুনিয়া, পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছিল—পুত্রের প্রতি বিরাগের কর্কশতা ধীরে ধীরে মসৃণ হইয়া তাহার সহিত মিলনের সম্ভাবনা অনুকূল করিয়া তুলিয়াছিল। নারায়ণী স্বামীর মনের অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন—তিনি সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া এক দিকে যেমন সন্তুষ্ট হইতেছিলেন,—অন্ত দিকে তেমনি পুত্রের বিবাহে নিশ্চিন্ততায় অধীর হইতেছিলেন। তিনি বাসুদেবকে হরিপুরে গিয়া কিছুদিন থাকিবার কথা বলিতে, বাসুদেব তাহার ব্রাহ্মণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াও পূর্ব্বের মত কোনও আপত্তি করিলেন না। সুবিমলও মাতার পত্রের উত্তর দিল—কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—হরিপুরে থাকিলেও সে উদ্দেশ্য সাধনের কোনও ব্যাঘাত

হইবে না—অথচ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা হইবে—সুতরাং সুবিমল হৃষ্টচিত্তেই মাতার আদেশ পালন করিবে। নারায়ণী সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বের মত নবীনের বাটীতেই পুত্রের সহিত উভয়ে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া সুবিমলের পৌঁছিবার দুইদিন পূর্ব্বে সেখানে গিয়া পুত্রের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুবিমল হরিপুরে পৌঁছিয়া এবারে ঘরের ছেলেরই মত বিনাড়ম্বরে নবীনের বাটীতে গিয়া উঠিল। নবীন নিজেই দ্বারে উপস্থিত ছিল—তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছিয়া দিয়া গেল। সেই সুপরিচিত কক্ষ সুবিমল পূর্ব্বেরই মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজান গোছান দেখিল। সেই কক্ষে বিশ্রাম করিতে করিতে সহরের কর্ম্ম-কোলাহলের পর পল্লীবাসের শান্তিসুখ কিছুদিনের জন্য সুবিমলের ভালই লাগিবে বলিয়া বোধ হইল। ভোজনে বসিলে সরস্বতীর সযত্ন পরিবেশন এবং নারায়ণীর এটা ওটা খাইবার সস্নেহ অনুরোধ সুবিমলের মনে পূর্ব্ব বৎসরের হরিপুর বাসের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল—এবারে বহুদিন একত্র বাসের জন্য সুবিমলের রুচি অরুচির পরিচয় পাইয়া সরস্বতী তাহার আহারাদির আয়োজন ঠিক তাহার মনের মতনই করিয়াছিল।

পরস্পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, কই দাদাকে ত দেখতে পাইনি—সে গেল কোথায়?

সরস্বতী—আছে এখানেই—ওপরে তোমার কাপড় চোপড় গোছাতে গিয়েছে বুঝি।

নারায়ণী—আহা বাছার একটাও কি সম্বন্ধ জুট্‌লো না—যাও বা জোটে—আঁজলা পুরে নগদ টাকা চায়।

সুবিমলের মনে পড়িয়া গেল সে নবীনকে আশ্বাস দিয়াছিল—ধারার বিবাহের ব্যয়ভার সে বহন করিবে। অথচ বৎসরাধিক কাল সে সংবাদই লয় নাই—ধারার কোনও সম্বন্ধ স্থির হইল কি না। সুতরাং নবীন ভাবিতেই পারেন সুবিমলের সেই প্রতিশ্রুতি একটা কথার কথা মাত্র। সেই কারণেই সম্ভবতঃ নবীন উপযাচক হইয়া সুবিমলকে সে কথা স্মরণ করিয়া দিতে পারেন নাই এবং নিজের অর্থাভাব বশতঃ, সাধ্যাতীত অর্থ দিতে হইবে এরূপ সম্বন্ধ, মনোমত হইলেও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। সুবিমলের নিজের ব্যবহারের জন্য নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, টাকা যদি দিতেই হয়—তা হলে যাতে পাত্রটি ভাল হয় সেটার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

নারায়ণী—আর চেষ্টা কবে করবে বাবা—মেয়েটা যে দেখতে দেখতে ডাগর হয়ে উঠেছে—এর পরে আমাদের সমাজে ভাল সম্বন্ধ আর কি পাওয়া যাবে?

সুবিমল—তা যাবে না কেন—সে আর এমন কি বড় হয়েছে।

নারায়ণী—বড় হয়েছে বই কি বাবা—তুমি যে দেখনি অনেক

দিন—কথায় বলে মেয়ের বাড় কলাগাছের বাড়—অ ধারা ! ধারা—একবার নেমে আয় ত মা।

ধারা উপর হইতে সাড়া দিল—এই যে যাচ্ছি মাসীমা—সঙ্গে সঙ্গে সে নামিয়া আসিল। সুবিমলকে নমস্কার করিয়া সে নারায়ণীকে ও সরস্বতীকে পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। সরস্বতী অনুযোগের সুরে কহিল—সুবিমলকে একটা নমস্কারও করিস্‌নি বুঝি এতক্ষণ ?

ধারা অপ্রতিভ ভাবে কহিল—ওঁর জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখছিলুম যে ?

সুবিমল হাসিয়া বলিল, জিনিস পত্তরের ত যত্ন করছিলে—কিন্তু যার জিনিস তার কি এতক্ষণ একটি বারও খোঁজ খবর নিতে নেই ?

ধারা নতমুখে উত্তর দিল, আপনি ত আর এখনই পালিয়ে যাচ্ছেন না—ওপরে গেলেই সে সব জিজ্ঞেস করতুম।

সুবিমল চাহিয়া দেখিল ধারা সত্য সত্যই যেন কোনও মায়াবীর যাদুদণ্ড স্পর্শে এক বৎসরের মধ্যে বালিকা হইতে কৈশোর পার হইয়া গিয়াছে—যৌবনশ্রী তাহার তরঙ্গিনীকে পূর্ণতোয়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিয়াছে।

সুবিমল কহিল, আচ্ছা তাই হবে—চল আমি ওপরে যাচ্ছি এখনই।

ধারা যেন নিষ্কৃতি পাইয়া দ্রুতপদে উপরে প্রস্থান করিল।

সুবিমল সেদিন সন্ধ্যার পর ছাদে আসিয়া বসিলে—নারায়ণী জপমালা হস্তে করিয়া আসিয়া সেখানে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন এবং জপ শেষ হইলে তিনি একথা সেকথার পর কহিলেন, বাবা যে কথা তোমাকে লিখে পাঠিয়েছিলুম তার কি করলে ? কর্ত্তার মনটা এখন অনেক নরম হয়ে এসেছে—এখন তুমি জাতকুল বজায় রেখে বিয়ে করলেই—তিনি তোমাকে ঘরে ডেকে নেন—খালি নিজের কোটটা বজায় রাখার জন্তে তোমাকে ঘরে যেতে বলতে পারছেন না। তাই তোমাকে সেই চেষ্টা করতে লিখেছিলুম—যাতে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোমাকে সংসারী হয়েছ দেখে যেতে পারি। আমাদের এ সব পাড়া গাঁয়ে ত আর ভাল লেখা পড়া জানা, সহরের চাল চলন শেখা মেয়ে পাওয়া যাবে না—তাই তোমাকেই দেখে শুনে একটী কনে পছন্দ করে নিতে বলেছিলুম।

সুবিমল উদাসভাবে কহিল, তা ত তুমি লিখেছিলে মা ? কিন্তু সে সব মেয়ে নিয়ে কি তোমরা ঘর করতে পারবে—না তোমাদের সঙ্গে মানিয়ে তারাই চলতে পারবে ?

নারায়ণী—তা নাই পারুক—তুমি ত সুখী হবে বাবা। তবে আমাদের সঙ্গে চলতি আছে এমন বামুনের ঘরের মেয়ে হলেই হোলো—তা হলেই কর্ত্তাকে বলে কয়ে আমি মত করাবো।

সুবিমল—সে রকম পাওয়া যায় কিনা তা ত আমি জানি না। আমি সে চেষ্টা করিনি—করতে ইচ্ছেও নেই। তবে

আমি ত তোমায় বলে রেখেছি মা—তোমার কথা রাখবার জন্যে তুমি যা বলবে তা কোরবো। আমি সুখী হব কিনা সে কথা ছেড়ে দাও—সেটা অনেকটা ভবিষ্যতের কথা—সুখী হবো কি দুঃখী হবো তা কে বলতে পারে। কিন্তু সহরের শিক্ষিতা মেয়ে যে তোমাদের সংসারে থেকে সুখী হবে তা ত বোধ হয় না—সম্ভবতঃ অসন্তোষেই থাকবে। তাই শুধু শুধু একজনকে জেনে শুনে অসুখী করে রাখতে ইচ্ছে করে না।

নারায়ণী—তা হলে আমাদের পাড়াগাঁয়েই দেখতে শুনতে ভাল হয়—আর ভাল বংশের হয় এমন একটী মেয়েকে দেখে শুনে বিয়ে কর না কেন ?

সুবিমল—সে আর আমি কোথা দেখতে যাবো মা—সে যা হবে তা যখন বুঝতেই পারা যাচ্ছে, তখন আমার দেখা মিথ্যে।

নারায়ণী—মিথ্যে কেন হবে—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি রকম হবে তুমি মনে করেছ ?

সুবিমল—অশিক্ষিত হলে যেমন হয়ে থাকে—অল্প বুদ্ধি শুদ্ধি হবার কথা ছেড়ে দাও—তা ছাড়া আমি যে গুলো বলবো তার—সে সে গুলো জানে মন্দ—এই রকম উল্টো বোঝা লোককে নিয়ে সংসার করবে কি করে মা !

—পাড়াগাঁয়ের সব মেয়েরাই কি সেই রকম আকাটমুখো হয় বাবা ?

—বেশী ভাগই ত তাই।

—বেশী ভাগই যে সেই রকম—তাই বা কি করে জানলে? তুমি কটা মেয়েকেই বা দেখেছো? এই ধরনা কেন আমাদের ধারা। ধারার কি বুদ্ধি বিবেচনা কম—না সে আড়বুঝো?

— ধারার কথা ছেড়ে দাও মা—ধারা মেসো মশায়ের মতন পণ্ডিতের কাছে পড়া শুনো করেছে—আর আপনা হতেই ওর জ্ঞানবুদ্ধি বেশী। তার পর ধারা একটু বড় সড়ও হয়েছে ত?

—তা হলে আমার কথাটাই রাখনা কেন বাবা,—ধারাটীকেই আমি বউ করে ঘরে নিয়ে যাই—ও যে তোমাকে অসুখী করবে না—এটা আমি জোর করে বলতে পারি—কেন না তোমাকে যেমন আমি জানি—ওকেও তেমনি জানি। দেখতেও ওর শ্রীছাঁদ আছে—তবে রংটা তেমন ধপ্ ধপে ফর্শা নয়। খুব সুন্দর দেখতে হয় এমন বউ তুমি যদি চাও—

—ও কথা তুলছ কেন মা! সে জন্যে নয়।

—তবে? ওর বাপ মা গরিব—তেমন দিতে থুতে পারবে না? তা না পারুক—তুমি ত রোজগার করছ—বেঁচে থাক—তোমার টাকার ভাবনা কি?

—টাকার কথাই বা তুলছো কেন মা?

—তা হলে আর আপত্তি কি? কর্ত্তা ত এ সম্বন্ধের কথা শুনলে খুশী হবেনই হবেন। একে ত তোমার মেসো মশাইকে উনি শ্রদ্ধা করেন—তার ওপর ধারাকে আমি সেবার নিয়ে

গিয়ে আমার কাছে দিন কত রেখেছিলুম—সে সময়ে ওকে তিনি খুব ভালবাসতেন।

সুবিমলকে চিন্তিত ও নির্ব্বাক দেখিয়া নারায়নী কহিল, খারা ইংরিজী লেখা পড়া জানত না—তাও এখন শিখছে। একজন পাদ্রী মেম কৃষ্ণনগর থেকে এসে পড়িয়ে যায়। মেম বলে ওর শেখবার চেষ্টা আর বুদ্ধি দুইই খুব বেশী। তুমি ইচ্ছে করলে শিখিয়ে নিতে পারবে—যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে।

সুবিমলের মুখ ঘনবর্ষায় মেঘে ঢাকা আকাশের মত আঁধার হইয়া আসিয়াছিল এবং নয়নযুগল বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে তখন আর একজনের কথা ভাবিতেছিল। যে দুদিনের জন্ত তাহার জীবন মার্গে আসিয়া—সেই পথ সৌরভে আকুল—কৌমুদী-প্লাবিত মধুযামিনীতে পরিণত করিয়াছিল—যাহাকে শিক্ষা দিবার আনন্দে তাহার হৃদয় বর্ষাবারি সম্পাতে ময়ূরীর মত নৃত্য করিয়া উঠিত, সে আজ কোথায়? ভাগ্য-নিয়ন্তার নিষ্ঠুর অভিশাপে তাহার সেই সোণার স্বপ্ন কি উৎকট দুঃস্বপ্নের মত তাহার বক্ষে দুর্ব্বহ পাষাণ স্তূপ হইয়া বসিয়াছিল! কালের গতিতে সেই বেদনা-ভার হইতে সে অল্পে অল্পে নিষ্কৃতি পাইতেছিল। যাহাকে শিক্ষা দিবার কথায় সেই ভস্ম ঢাকা অগ্নিকুণ্ডে ফুৎকার লাগিয়া আবার স্ফুলিঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইল। সুবিমল সজোরে বলিয়া উঠিল, সে কথা নয় মা—আমার

১৭

ও ভাল রকম লেখাপড়া শিখেছে—ইংরেজী লেখার জন্তে কি এসে যায় ?

—তাহলে এইতেই মত করো বাবা—তোমার মেসো মশাইরাও কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পান, আর আমিও নিশ্চিন্ত হই। ওঁরা অনেক যত্নে মেয়েটাকে মানুষ করেছেন—কার হাতে গিয়ে পড়বে সেই ভাবনায় ওঁরা সারা হয়ে যাচ্ছেন। এক একটা সম্বন্ধ আসে আর ওঁরা যেন অকূল সাগরে গিয়ে পড়েন। সেই ভাবনার হাত থেকে রক্ষে পান।

হরিবল সে কথায় কোনও উত্তর দিল না—কিন্তু মামার বিবাহের ব্যয়ভার লইয়া সে কথা বিস্মরণের জন্য সে যে সংসারকর্তা ও নবীনের কাছে এ কয়দিন সঙ্কুচিত হইয়াছিল—সেই সংকোচ হইতে উদ্ধারের একটা উপায় দেখিয়া সে যেন অশান্তির মধ্যেও মনে একটা স্বস্তি পাইল। তাহার মুখে কোনও অসন্তোষের লক্ষণ না দেখিয়া মাতাঙ্গিনী কহিল, তাহলে সেই কথাই ঠিক রহিল—আমি ওঁদের বলিলে—অঘ্রাণ মাসের প্রথম লগ্নে দিনে দিনে আমি ছেলে বউ ঘরে নিয়ে যাবো।

হরিবল বিনতিপূর্ণ কণ্ঠে মাতার দিকে চাহিয়া কহিল—না মা আজ আর বোলোনা—আমি কলকাতায় গেলে বোলো। তারপরে তুমি যেরকম বলে পাঠাবে তাই হবে।

সেই কথামত হরিবল কলিকাতায় যাইলে মাতাঙ্গিনী নবীন ও সরস্বতীকে বলিল অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম লগ্নেই বিবাহের বন্দো

দিন স্থির করিয়া নবদ্বীপে যাইলেন। নবীনও তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়া বাসুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বাসুদেব প্রথমে বলিলেন, তিনি ও বিষয়ের কিছু জানেন না—তাঁহার মতামতের আবশ্যকও নাই—পুত্রের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই—ইত্যাদি—তাঁহার পূর্ব্বের মতগুলি পাখীপড়ার মত আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু নবীনের সবিনয় অনুনয়ে এবং তিনি যে সেই বিবাহ হইলে কত উপকৃত ও কৃতার্থ হইবেন তাহা শুনিয়া, অবশেষে বাসুদেব মত প্রকাশ করিলেন—তিনি নিজে যদি মনোনীত করিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিতেন তাহা হইলে নবীনের কন্যার মত সুলক্ষণা কন্যা তিনি আর পাইতেন কি না সন্দেহ। তাহার পরে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে আনিবারও অনুমতি দিলেন।

বিবাহ হরিধনের মাতুলালয় হইতেই সম্পন্ন হইল। নবীন যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া ধারাকে কয়েক খানি অলঙ্কার দিলেন এবং নবদ্বীপ ও হরিপুরের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া—পরিষদ স্থলে উপস্থিত রাখিয়া বাসুদেবের পুত্রকে অবাধে গৃহে লইবার পথ সুগম করিয়া দিলেন।

বিবাহের পরে হরিধন নববধূকে লইয়া পিতৃগৃহে যাইয়া পিতার চরণ ধূলি লইল। বাসুদেব যদিও পুত্রকে মুখে কোনও রূপ আদর যত্ন করিলেন না—কিন্তু ধারাকে যথোচিত স্নেহে গৃহে লইলেন। সপ্তাহকাল পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে রাখিবার পর

বাসুদেবের পুত্রের সহিত অল্পে অল্পে পূর্ব্বের স্নেহ-বন্ধন পুনরায় দৃঢ় হইয়া উঠিল—কথোপকথনের কৃত্রিম কঠোরতা ও আড়ষ্ট ভাব অপগত হইয়া স্নেহ যত্নের আভাস ফিরিয়া আসিল। ধারাকে পিতামাতার কাছে নবদ্বীপের বাটীতে রাখিয়া এক বৎসর কাল সুবিমল কলিকাতার বাসায় একাকী পূর্ব্বের মত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং পিতার অনুমতি ক্রমে সে বাসের সুবিধার জন্ত পিতার গৃহের খড়ের ছাউনি কুটীর ভাঙ্গিয়া সেখানে একখানি অনতিবৃহৎ পাকা দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিল। সেই নবনির্ম্মিত গৃহে সুবিমল পূজার ও বড়দিনের বন্ধের সময় আসিয়া বাস করিয়া গেল।

এ দিকে পুত্রকে কর্ম্মস্থানে একাকী রাখিবার অসুবিধা বুঝিয়া বাসুদেব স্বয়ং পুত্রবধূকে কলিকাতায় বাসায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রথম বারে যখন ধারা কলিকাতায় বাসায় থাকিতে যায় তখন নারায়ণী তাহার সঙ্গে গিয়া পুত্রের গৃহস্থালী গুছাইয়া দিয়া আসিলেন এবং বাসুদেবের অনুরোধে নবীন ও সরস্বতীও মধ্যে একবার সুবিমলের কলিকাতার বাসায় গিয়া পূর্ব্বের মত কিছু দিন থাকিয়া আসিলেন।

(২৯)

এই ভাবে সুবিমলের বিবাহিত জীবনের সারা বর্ষ নিস্তরঙ্গ তটিনীর অবিরল প্রবাহের মত একই ভাবে কাটিয়া গেল। ধারাকে বিবাহ করিয়া সুবিমল জননীকে সুখী করিয়াছে, পিতার পূর্ব্বস্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছে, নবীন ও সরস্বতীকে শুধু যে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছে তাহা নহে, তাহার মত আশাতীত সুপাত্রকে কন্যা দিয়া তাঁহারা আপনাদের ভাগ্যদৃষ্টকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। এইরূপ সকল দিক ভাবিয়া সুবিমল মনে যে একটা শান্তি ও সন্তোষ পাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। আর ধারাকে সে মনের মত নানারকম কাপড় জামা প্রভৃতি কিনিয়া দিয়াছে, ধারা পড়া শুনা ভাল বাসে বলিয়া সুবিমল তাহাকে প্রধান প্রধান মাসিক পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট পুস্তক গুলি কিনিয়া একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছে। ধারা গৃহকর্ম্মে ও অধ্যয়নে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছে। সুবিমলের প্রতি ধারার স্নেহ যত্নের ত্রুটী নাই। সুবিমল তাহার কোলিয়ারীর পরিদর্শনে, উন্নতি সাধনে ও পরিচালনে তাহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া যে অবসর পাইত তাহা বিলাতী ও

মার্কিন ম্যাগেজিন পাঠে কাটাইয়া দিত। সকল দিক দিয়া দেখিয়া বলিতে হইলে সুবিমল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ছিল। অবশ্য ধারার সঙ্গে বেশভূষা, নাচ গান, থিয়েটার, বায়স্কোপ, বিদেশীয় নাটক, নভেল, আর্ট ইণ্ডাষ্ট্রী, এই সকল বিষয়ের আলোচনা বা স্বদেশ ও বিদেশের তুলনায় সমালোচনা করিবার উপায় ছিল না, কারণ ধারা সেই সকল বিষয়ের ধার ধারিত না—অন্ততঃ সেই সকল বিষয়ের বিদেশীয় আদর্শের সহিত তাহার পরিচয়ই ছিল না। সেই কারণে ধারার সঙ্গে গৃহস্থালী সম্বন্ধে অথবা অশনবসনাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে কথোপকথন হইত না। ধারাও সুবিমলের সহিত অধিক কথাবার্ত্তা ভাল বাসিত না। সে তাহার নিজের গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিত এবং সুবিমলেরও সেই হেতু নিজের বিষয় কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার কোনও অসুবিধা হইত না।

এইরূপে দুই জনেই বেশ শান্তিতে সংসার চালাইতে ছিল। অবশ্য পূর্ব্বে সুবিমল যে সকল নব নব শিল্পের পত্তনের বা উন্নতি বিধানের কল্পনা করিত—এখন সে দিকে তাহার কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। সে সকল কল্পনা এখন তাহার নিকট আকাশ-কুসুম বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সে সময়ের সেই অহোরাত্র উত্তেজনার মধ্যে অহরহ বাস অপেক্ষা নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিতে বাস করাই তাহার শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে ভালবাসার আবেশে মানুষকে যেন বিস্ফোরক

গ্যাসের চোঙার—'এই ফেটে যায়' ভাবটা লইয়া সদাই শঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দেয়—সে উত্তেজনায় একটা উৎকট উল্লাস আছে বটে—চড়া সুরে বাঁধা তারের মত ছিঁড়িয়া যায় যায় অবস্থায় সুরের ঝঙ্কারটা উচ্চতম গ্রামে বাহির হয় বটে—কিন্তু উহা কি স্থায়ী হয়? হয় ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া যায় নয় ত আপনি আপনি ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। সেরূপ সুখের উল্লাসটা যেমন অসীম বলিয়া বোধ হয় তেমনই আবার উহার হঠাৎ অবসানে বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কাও ততই বেশী। তাহা অপেক্ষা যাহা রহে সহে—যেমন বঙ্গ গৃহে পিতামাতার দ্বারা সংঘটিত পরিণয়ের দাম্পত্য প্রেম—তাহাই বোধ হয় ভাল। একটীতে যেমন তীব্র মধুর কিন্তু সদাই ধ্বংসোন্মুখ ভাব—অপরটীতে আনন্দের তত প্রখরতা না থাকিলেও স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা অধিক। যাহার আবেগ উত্তেজনা স্থায়ী হইবার নহে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্বের অবস্থার স্মৃতিটুকুই বোধহয় প্রার্থনীয় বলিয়া সুবিমলের মনে হইল—তাহার অধিক আকাঙ্খা করিলে অবসানের অবসাদটা আসিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখটাই স্থায়ী করিয়া রাখিয়া যায়। যে বস্তু অতুল সুখ দিয়া চলিয়া যায়—তাহার চরম অবস্থার স্মৃতি টুকুই মূল্যবান—সেই স্মৃতি টুকুই সযত্নে হৃদয়ের গোপন মন্দিরে বদ্ধ করিয়া সতর্কে রক্ষা করিতে হয়। পোষাকী জিনিস আটপৌরে ব্যবহার করিলে তাহার নূতনত্ব থাকে না—নিত্য ব্যবহারের

যন্ত্র নরম সুরে বাঁধিলে সুর নামিয়া বেসুরা হইবার তত ভয় থাকে না। যে প্রেমের মোহ মদিরা এত অধিক যে তাহার জন্ত সর্ব্বত্যাগ করিলেও তাহার ধার শুধিতে পারা যায় না, সে প্রেম লইয়া কি ঘর সংসার করা চলে? পাশ্চাত্য দেশের যে হনিমুনের প্রথা আছে—সেই অল্পস্থায়ী সময়ে সেই প্রেম লইয়া জীবনযাত্রা চলিতে পারে—কিন্তু তাহার পরে সংসার করিতে যাইলে—বাঙ্গালীগৃহস্থের যে দাম্পত্য জীবন—সেইটাই বোধ হয় ভাল। হইতে পারে উহা বাস্তব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত সাংসারিক বন্দোবস্ত—উহাতে তাহার অধিক কিছু নাই—কিন্তু উহাতে একটা স্থায়ী সন্তোষ আছে—তাহার কি মূল্য নাই? এই যেমন ধারা—ধারা সেই সরল সত্যটা বুঝিয়াছে বলিয়াই ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—সুবিমল নিজেও সেই বন্দোবস্তের কৃপায় কেমন নির্ভাবনায় দিন গুলো কাটাইয়া দিতেছে? ইহার অধিক আর প্রয়োজনই বা কি? অন্ততঃ ধারা ত তাহা প্রত্যাশা করে না—বোধ হয় বাঙ্গালী ঘরের অপর বধূরাও প্রত্যাশা করেন না। ভালই হইয়াছে—মাঝে হইতে সুবিমলের একটা অনুভূতি-বৈচিত্র্য রহিয়া গেল—একটা দুর্লভ বস্তুর স্মৃতি—কয়জনের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে? আর তাহার কি চাই? কিছুই না।

অবশ্য পূর্ব্বে তাহার কর্ম্মে যে অদম্য উৎসাহ আসিত—কত কি উদ্ভট উন্নতির চিন্তা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত—এখন সেই ভাবটা তাহার মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে—তাহাকে

ক্ষতি কি ? তাহার জন্ত অনুশোচনাই বা কেন ? এখন স্বার্থচিন্তা —আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণের চিন্তা ছাড়া সে অন্ত কিছু ভাবে না—তখন তাহার সেই চিন্তা সদাই স্বদেশ স্বজাতির চিন্তায় কখনও বা বিশ্বমানবের হিত চিন্তায় ছড়াইয়া পড়িত—দেশের উন্নতি—মানবজাতির মঙ্গল বিধানের কত কি আকাশকুসুম রচনা করিতে তাহার হৃদয় মন কখনও কখনও ব্যগ্র হইয়া উঠিত—, এখন আর সে দিকে তাহার মন যায় না—তাহাতেই বা কি আসিয়া যায় ? মানুষ তাহার ক্ষুদ্র জীবনকালটুকু ব্যস্ততায় কাটাইবার জন্ত বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পচর্চ্চা, অর্থোপার্জ্জন আত্ম-সেবা, সংসার পালন, পরসেবা, দেশ-সেবা, আত্মোন্নতি, ধর্ম-সাধনা প্রভৃতি যতগুলা উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার মধ্যে স্বার্থ-সেবাটাই সব চেয়ে হীন বলিয়া গণ্য হয় বটে, কিন্তু অপর গুলারও গৌণ উদ্দেশ্য নিজের মনের সন্তোষ বিধান করা। তবে সে গুলার কোনও কোনওটাতে খ্যাতি আনে—দশের কাছে নাম থেকে যায়—এই প্রভেদ। কিন্তু সেই সুনামের জন্তই বা এত আকাঙ্খা কেন—সুনামই বা কয়দিনের জন্য ? কালের গতিতে সুনাম দুর্নাম, খ্যাতি অখ্যাতি সবতরই একই দশা—কিছুরই স্মৃতি থাকিবে না—থাকিতে পারে না। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে, দেশসেবায়, লোকহিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে—যাহাদের লোকে অমর বলিয়া থাকে, তাহাদের নাম—কয়েক শত বৎসর—না হয় জোর দুই চার হাজার বৎসর থাকিতে পারে। তাহার পরে

কিছুই থাকিবে না—ততদিনে কোনও না কোনও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে সবই হয়ত নষ্ট হইয়া যাইবে—না হয়ত মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধ্যান, ধারণা, সমাজের বা জীবনের আদর্শ —সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। আজ যাহা ভাল বলিয়া সমাজে আদর পাইতেছে সেদিন তাহা নির্ব্বোধের কর্ম্ম বলিয়া উপহসিত হইবে, আজ যাহা জ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া উচ্চ প্রশংসা পাইতেছে —সেদিন হয়ত তাহা অজ্ঞানের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে, আজ যে ধর্ম্ম—যে জীবনের আদর্শ—শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা পাইতেছে —সেদিন হয়ত তাহা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বলিয়া লোকে পরিত্যাগ করিবে। আজ যাহা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য, শিল্পির অমর কীর্ত্তি বলিয়া প্রশংসা পাইতেছে কালের গতিতে তাহা প্রাচীন যুগের খেয়াল—অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হইবে—তাহার পরে সেই সকল সাহিত্যিক, কবি, ধর্ম্মবীর, অমরশিল্পির নামের অস্তিত্বও থাকিবে না—কালসাগরে সমস্তই ডুবিয়া যাইবে। সম্মুখে যখন অনন্ত কাল পড়িয়া আছে—তখন মহা সমুদ্রের জল-বিন্দুর মত এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর মধ্যে নাম রাখিয়া যাইবার চেষ্টাটা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। ম যুগে তাহা বুঝিয়াও বোঝে না—ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার একটা প্রকাণ্ড কীর্ত্তি—তাহার আর সন্দেহ নাই!

এইরূপ নিরাশাবাদে হৃদয়ের সমস্ত উচ্চাভিলাষ দমন করিয়া, মানবজীবনটাকে ইতর জীবের জীবনের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত

করিয়া, সুবিমল তাহার—বুদ্ধির প্রখরতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল এবং সেই নিরাশাবাদী যুক্তি তর্কের লূতাতন্তুজালের কোষ বুনিয়া গুটিপোকার মত বহির্জগতের সুখ দুঃখের আশা আকাঙ্খার ঘাত প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া—নিশ্চেষ্টতা ও শান্তির সন্তোষ লাভ করিতেছিল। এই ভাবেই সে নিদাঘের রৌদ্রতাপ, শীতের শৈত্য ও জড়তা, বর্ষার বারিধারা, শরতের আনন্দহিল্লোল, হেমন্তের শস্যশোভা, বসন্তের নবজীবনসঞ্চার একইভাবে গ্রহণ করিয়া আপনার নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছিল। সুবিমলের ধারণা ছিল তাহার মনস্তত্ত্বের সেই গূঢ়রহস্য তাহারই নিজস্ব বস্তু—তাহার সহিত জগতের অপর কাহারো কোনও সম্বন্ধ নাই—কেহ তাহার সন্ধানও রাখে না—সেই ধারণা যে তাহার স্বরচিত যুক্তিতর্ক-কোষের মধ্যে বাসের ভ্রম—শশকের চক্ষু মুদিয়া নিখিল জগতের অপর সকলকে অন্ধ মনে করিবার ভ্রান্তি—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সুবিমলের সেই ভ্রান্ত ধারণা একদিন ধারা ভাঙিয়া দিল—তাহার মনের গতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য ধারার অজ্ঞাত ছিল না।

ধারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রথামত বয়স্থা বধূদিগের পূর্ব্বরাগের মোহকর মাধুর্য্যের সহিত পরিচিত না থাকিলেও বা সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবে সেই ভাবের ঠাট দেখাইতে না পারিলেও, যাহারা স্বেচ্ছায় জগতের সব মায়া মোহ আশা আকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, ধারা

সেই নারীকুলের বংশধর—সুবিমল ধারার চরিত্র ধারণায় সেই মূল সত্যটা ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

একদিন বৈকালে আপিস হইতে বাসায় আসিয়া সুবিমল দেখিল ধারা পাচক ব্রাহ্মণকে তাহার জলখাবারের লুচী ভাজিবার পূর্ব্বে তরকারি ও ভাজা প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিতেছে। সুবিমল অন্যদিন সন্ধ্যার পরে বাটীতে আসিত; সেদিন তাহাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া ধারা তাহার মুখের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত সকাল সকাল যে?

সুবিমল উত্তর দিল, তেমন কিছু কাজ নেই—তাই চলে এলুম।

ধারা যেন হাফ ছাড়িয়া কহিল, তাই ভাল!

ধারার ভয় হইয়াছিল বুঝি সুবিমলের শরীর অসুস্থ হইয়াছে। সে সময়ে সহরে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছিল।

সুবিমল হাসিয়া কহিল, ভাল বড় নয়, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে—বামুন ঠাকুরকে একটু হাত চালিয়ে নিতে বল।

ধারা কহিল, আচ্ছা সে হচ্ছে—তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোওগে ত?

সেদিন আর ধারা পাচকের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই লুচী তরকারি ভাজা প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে তাহা লইয়া গিয়া

সুবিমলের জলখাবারের টেবিলের উপর যথাস্থানে রাখিয়া—ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিল।

সুবিমল অন্যমনস্ক ভাবে একখানি আরাম কেদারায়, অমৃত-বাজার পত্রিকা হাতে করিয়া অর্দ্ধশয়ন করিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি কিন্তু সংবাদপত্রে নিবদ্ধ ছিল না—শূন্যে ন্যস্ত ছিল। ধারা যে আসিয়া তাহার জলখাবার সাজাইয়া দিল, সুবিমল তাহা দেখিয়াও যেন দেখিল না। শেষে ধারার আহ্বানে সে সচকিতে বলিয়া উঠিল, এই যে খাবার এনেছ—এর মধ্যে সব হয়ে গেল? তুমি দেখছি খুব পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছ এর মধ্যে ধারা! সত্যি বলছি।

শেষের কথা গুলি সুবিমল হাসিমাখা মুখেই কহিল—কিন্তু সে হাসির ভিতর যে করুণ ভাবটা লুকাইয়া ছিল, তাহা ধরিতে ধারার একটুও বিলম্ব হয় নাই। ধারা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভোজনে বসিয়া সুবিমল পুনরায় সহাস্যবদনে কহিল আজ যে লুচী তরকারীর মধ্যেই একটা নতুন স্বাদ পাচ্ছি—তুমি নিজে তৈরী করে আন্‌লে বুঝি?

ধারা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, হাঁ।

সুবিমল—তাই ত বলি, এত শীগ্‌গির হোলো কি করে। বামুনঠাকুর হলে অন্ততঃ আর আধ ঘণ্টা লাগত। আর—তুমি

অমন করে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চেয়ার খানায় বোসো না?

— তা বলছি—বামুন ঠাকুরকে আর খানকত লুচী বেল্‌তে বলে এসেছি—সে কখানা ভেজে এনে দি।

— না না আর চাই না—তা হলে আর রাত্তিরে খেতে পারবো না। তার চেয়ে তুমি বোসো কথা টথা কও!

— কথা আর কইব কি? খালি ঘরকন্নার কথা—নবদ্বীপের কথা আর হরিপুরের কথা—সে ত সব বাসি হয়ে গেছে—ভাল লাগবে কেন?

— বিলক্ষণ—কে বললে ভাল লাগবে না?

— বলবে আবার কে—আমিই বলছি। এই কলকাতাতেই কত কাণ্ড হচ্ছে—দেশ বিদেশের কত খবর আস্‌ছে। দেশের জন্যে ছেলেরা জেলে যাচ্ছে—পড়া ছাড়ছে—বুড়োরা সর্বস্ব ত্যাগ করছে—কত কি হচ্ছে। হিন্দু মুসলমান ভায়ে ভায়ে এক করবার চেষ্টা হচ্ছে—সে সব কথা—কোনো দিন তুমি আমাকে বলোও না—জিজ্ঞাসাও করো না। তুমি পড় সকালের ইংরেজী কাগজ—আমি পড়ি বিকেলের বাংলা কাগজ—কাজেই আমি যে খবর পাই তা তোমার কাছে বাসি হয়ে যায়। তুমিই ত সে সব খবর আগে পাও—আমাকে কি কোনও দিন সে সব খবর দাও? আমি আর সেই বাসি কথা বলে তোমাকে বিরক্ত করে কি করবো?

— বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কি?

— তোমার ভাবনার ব্যাঘাত হবে ত?

— ভাবনা? ভাবনা কিসের?

— কিসের ভাবনা তা তুমিই জান—আমাকে ত বলনা—আমি কি করে জানবো?

— হ্যা—না—সে সব কাজ কর্ম্মের ভাবনা—তোমাকে বলে কি করবো?

— কাজকর্ম্ম ত এক ঘেয়ে ভাবেই চলে যাচ্ছে—তাতে এত ভাবনা আসবে কোথা থেকে? নতুন ত কিছু করছো না। আর তাতে কি মুখের হাসি এমনি করে একেবারে কেড়ে নেয়—না লোককে এত অন্যমনস্ক করে?

— নানা ঝঞ্ঝাট যে—

— সে ত আছেই, কিন্তু তাতে যদি মানুষকে এমন ক'রে আর এক রকম করে ফেলে—তা হলে সে কাজকর্ম্ম ক'রে ফল কি? সংসার চালান ছাড়া তোমার এই কাজকর্ম্ম থেকে আর কিছু করছ কি—যাতে তোমার কাজ থেকে নিজেদের ছাড়া—আর দশজনে উপকার পায়—দেশের ভাই বোনদের দুঃখ অভাব দূর হয়? তা যখন হচ্ছে না—তখন নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে সামান্যভাবে কাজগুলোকে গুটিয়ে আনলেই বা ক্ষতি কি? আগে তোমার মন যেমন উৎসাহে কাজকে কাজ বলেই গ্রাহ্য করত না—তোমার কাজের উন্নতি হলে—দেশের দশের

মধ্যে সে উন্নতির ফল ছড়িয়ে পড়বে—সেই চেষ্টায় তোমার মন ব্যগ্র হয়ে থাকত—তখন কাজগুলো ছিল আহ্লাদ—ভাবনায় দাঁড়িয়ে কষ্ট দিত না। মনের সে অবস্থা যখন হারিয়েছ—তখন তোমার কাজের দাম কমে গেছে—সে কাজের জন্যে এত ভাববার কোনো দরকার নেই। তবে ভাবনাটা ঠিক্ কাজের জন্যে কি অন্য কিছুর—তা হয়ত তুমি নিজেই ঠিক্ ধরতে পারছ না। একটা কাজ করবে ?

—কি ?

—দিন কত এই কাজ কর্মের ভাবনা একেবারে ছেড়ে দাও—যারা কাজ চালাচ্ছে তারাই চালাক। কিছু ক্ষতি হয় হবে—তাতেও কিছু এসে যাবে না—সেই ক্ষতি থেকে যদি তুমি আগে যেমন ছিলে ঠিক্ সেই রকমটী হয়ে আপনাকে ফিরিয়ে পাও। সে মানুষ তুমি যে আর নেই। আর একজন হয়ে দাঁড়িয়েছ যে।

সুবিমল কেবল একটু মলিন হাসি হাসিল আর করুণ নয়নে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদাও সেই হাসি ও দৃষ্টির—অর্থ বুঝিয়া আর কোনও কথা কহিল না।

আবার কিছু দিন উভয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন-নদের ধীর প্রবাহ অবাধে বহিয়া গেল।

কিন্তু অধিক দিন সে ভাবে চলিল না—আবার স্থির নদে ঢেউ উঠিল।

(২৩)

বিনতির সহিত বিচ্ছেদের পরে সুবিমল আর তাহার কোনও সংবাদ লইবার চেষ্টা করে নাই। যে তাহার জীবনপথ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে—তাহার সংবাদ জানিয়া লাভ কি? কেবল অতীত সুখ-স্বপ্নের স্মৃতিকে বর্ত্তমানের দুঃখের ধূমে মলিন করা বৈত নয়। তার চেয়ে বিনতি যেমন তাহার অতীতের উজ্জ্বল আলোক—ঘন বর্ষার দিনে 'নব মেঘে বিজ-বিজুরী' হইয়া তাহার মানসগগন উদ্ভাসিত করিয়া আছে তেমনিই থাকুক! এই ভাবে বিনতির অন্বেষণের চিন্তা সুবিমল মন হইতে বিদায় দিয়াছিল। বিবাহের পরে সে চেষ্টায় তাহার আর অধিকার নাই স্থির করিয়া মনে উঠিলেই সে উহা দমন করিত। কিন্তু তবু এক এক বার তাহার মনে সেই চিন্তা উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বিনতি আজ কোথায় কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে—তাহা জানিবার কৌতূহলটাও কি দোষের? সুমতি বলিত দোষের বৈকি—বিনতি যদি পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া মনে শান্তি পাইয়া থাকে—সে শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইয়া সুবিমল কি তাহার

মিত্রের কাজ করিবে? তবু তাহার মনে প্রতিবাদ উঠিত—বিনতি যদি দুঃখে কষ্টে পড়িয়া থাকে—অন্নবস্ত্রের চিন্তা যদি তাহার মনের দুঃখের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া থাকে—বিনতির সেই অর্থ-কষ্ট দূর করিবারও কি তাহার অধিকার নাই? কিন্তু বিনতিকে সে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল তাহাতে তাহার পিতার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়া থাকিলেও সেরূপ অর্থক্লেশে পড়িবার সম্ভাবনা খুবই অল্প ছিল—সুতরাং সেরূপ ভাবিবার কোনও প্রকৃত কারণ নাই—এইরূপ ভাবিয়া সে মনকে প্রবোধ দিয়াছিল। কিন্তু একদিন তাহার বন্ধু এটর্ণী অঘোর বাবুর নিকট একটা নূতন সংবাদ পাইয়া তাহার মন পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন অঘোরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে কথায় কথায় কহিল, ওহে তুমি সেই কালীতারা বাবুদের আর কোনো খবর রাখো?

সুবিমল চকিতভাবে উত্তর দিল—না, কেন?

অঘোর—দু দুটো মোকর্দ্দমায় তার নাম উঠেছিল—লোকটা সহজ নয়—সেটা ঠিক।

—কিসের মকর্দ্দমায়!

—একটা বাড়ী বিক্রীর। বাড়ী খানা ছিল—মিস্ হালদারের মায়ের নামে—বিক্রী করলে কালীতারার ছেলে।

—ছেলে!

—হ্যা—কালীতারার ছেলে। মিস্ হালদারের মা—

কালীতারার রক্ষিতা—তার বিয়ে করা স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব আছে—তাদের ছেড়েছুড়ে দিয়ে কালীতারা মিস্ হালদারের মাকে নিয়ে ছিল—তাহলে বুঝ্‌ছো—মিস হালদার্ কালীতারার illegitimate (জারজ) মেয়ে। সেই মোকর্দ্দমায় এই সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো—মিস্ হালদারের মার বাড়ীখানা কালীতারা তার ছেলেকে দান করে—ছেলে সেখানা বিক্রী করে। মিস্ হালদারের মা আপত্তি করলে কি হোতো বলা যায় না—এরা বলছিল ওটা তার নামে বেনামী ছিল—সে যদি দাবী করতো—বেনামী নয় বাড়ীখানা তারই গয়না পত্তর বিক্রী করে কেনা হয়েছিল, তাহলে গোলযোগে দাঁড়াতো। কিন্তু সে পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি হোলো না।

—তাঁরা কি খবর পেয়েছিলেন ?

—পেয়েছিল নিশ্চয়ই—কালীতারার একজন পাওনাদারই বিক্রী বন্ধ করবার জন্যে মোকর্দ্দমা করছিল কি না। মিস্ হালদারের মা দাবী করলে না বলেই মোকর্দ্দমা ফেঁসে গেল।

—আপত্তি করলেন না কেন—তা জান ?

—শুনেছি স্ত্রীলোকটা একেবারে দমে গেছে—সে বলেছিল—কালীতারাই যখন তাকে ছেড়ে দিলে, সে যখন কালীতারাকেই আটকে রাখতে পারলে না—তখন তার বাড়ী নিয়ে তার ছেলের সঙ্গে সে বিবাদ করতে চায় না। ফলে হোলো এই—কালীতারার পাওনাদারটা ফাঁকিতে পড়ে গেল।

আর একটা মোকর্দ্দমা আবার আরো ভয়ানক। তবে সেটা সত্যি কি না তা বলা যায় না।

—সেটা আবার কি মকর্দ্দমা।

—সেটা ফৌজদারী—ডাকাতী মোকর্দ্দমা। একটা ডাকাত ধরা পড়ে—সে আর কোথায় কি করেছে তার confession এর (স্বীকারোক্তির) মধ্যে একটা কথা থাকে যে সে কালীতারার টাকা খেয়ে তার জামাইকে মোটর চাপা দিয়ে খুন করে ছিল—পুলিশ তাই নিয়ে verify (সত্য মিথ্যা তদন্ত) করে ধরলে কালীতারার বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে—সে জামাই বেঁচে আছে। ডাকাত তা শুনে বললে কালীতারার যে আবার একজন স্ত্রী আছে—মেয়ে ছেলে আছে—তা সে জানত না—সে মিস্ হালদারকেই কালীতারার মেয়ে বলে জানত—আর যে লোকটা খুন হয়েছে সে মিস্ হালদারেরই স্বামী। কালীতারার পক্ষ থেকে জবাব দিলে মিস্ হালদার তার মেয়ে নয়, আর মিস্ হালদারের বিয়ে হয় নি। কাজেই ডাকাতের কথাটা প্রমাণ হোলো না—কালীতারা সে যাত্রা ফ্যাসাদ থেকে বেঁচে গেল। যা হোক তা থেকে বোঝা যায় কালীতারা লোকটা খুব ধড়িবাজ।

সুবিমল ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল—মিস্ হালদারের মা কোথায় আছেন তা শুনেছ?

—কাশীতে আছে শুনেছিলুম—ঠিকানা বলতে পারিনা।

সেই কথোপকথনের পর বিনতি কোথায় আছে—আর্থিক কষ্ট পাইতেছে কি না তাহা জানিবার জন্ত সুবিমল পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। যে একদিন তাহাকে স্বর্গের আভাস ভূতলে আনিয়া দিয়াছিল—তাহার সেই অসামান্ত ঋণের সামান্ত পরিশোধ করিবার অধিকারও কি তাহার নাই? সে যদি এখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত ক্লেশে পড়িয়া থাকে সে সংবাদ জানিবার প্রয়োজন শুধু কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্ত নহে, কর্ত্তব্য সাধনের জন্ত—উহা তাহার উচিত—সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে তাহার পাপ আছে।

সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া সুবিমল সে দিন যখন গৃহে ফিরিল, তাহার মুখ দেখিয়াই ধারা ধরিয়া ফেলিল—যাহা হউক একটা কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছে।

ধারা সেদিন কোনও কথা কহিল না। পরদিন সুবিমল চা পান করিতে করিতে এক একবার ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে প্রাপ্ত সংবাদপত্র দেখিতেছে, এমন সময়ে ধারা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, কি? খরচের টাকা ফুরিয়েছে বুঝি?

ধারা—না।

সুবিমল—তবে?

ধারা—বিনতি দিদির কোনও খবর পেয়েছ কি?

সুবিমল সচকিতে ধারার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি জানলে কি করে?

ধারা সে কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছেন তারা? কেমন আছেন?

সুবিমল—বোধ হয় কাশীতে আছেন। কেমন আছেন তা জানিনা—তাঁরা একলাই আছেন—কালীতারা বাবুর সঙ্গে বোধহয় তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ধারা—বোধহয় বলছ কেন? ঠিক খবর কি জান না?

সুবিমল—না।

কথোপকথন এক তরফা অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়া ধারা তখন আর কোনও কথা কহিল না।

সেই দিন আপিস হইতে আসিয়া জলযোগ করিয়া সুবিমল পড়িবার ঘরে বসিলে ধারা ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁদের চল্‌ছে কি করে?

—তা কি করে জানবো?

—তুমি সব কথা আমাকে ভেঙে বল না কেন?

সুবিমল স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে ধারার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—তুমি যে ছেলে মানুষ ধারা, সব কথা কি তোমাকে শোনাতে আছে—অনেক কথা তোমার শোনবার নয়—তার গুরুত্ব তুমি ঠিক্ বুঝতে পারবে না। শুধু মনে

হয় ত কষ্ট পাবে—আমার ভাবনা কমাবার মত কোনও কথা বলতে পারবে না—তোমার ত এখনো সে অভিজ্ঞতা হয় নি।

ধারা একটু অভিমানের সুরে কহিল, যাতে সেই অভিজ্ঞতা হয় তাই করো—চিরকালই কি শুধু রান্না বান্না আর ঘরকন্নার কথা ছাড়া অন্য কথা কইবার যোগ্যতা আমাকে দেবে না। তুমিই ত বলেছিলে, পাঁচ যায়গায় ঘুরে দেশ দেখে বেড়ালে দুমাসে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, ঘরে বসে দুবছরে তা পাওয়া যায় না। চলনা কোথাও যাই? তোমার এসব ছেড়ে দিন কতক কোথাও যাওয়া দরকার।

—কোথায় যেতে চাও।

—চলনা কাশীতেই যাই।

সুবিমল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধারার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষনকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সেটা কি উচিত হবে?

ধারা সুবিমলের 'পেটে খিদে মুখে লাজ' যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইল। সে আশ্বাস দিবার জন্য কহিল, উচিত হবে না কেন? তাঁদের একদিন আপনার জনের মতন দেখতে, এখন কেমন আছেন—দুঃখ কষ্টে পড়েছেন কি—সে খবরটা নিতে নেই —একথা কে বললে তোমায়? খবর না নেয়াটা বরং উচিত হচ্ছে না।

সুবিমল বিমর্ষ ভাবে কহিল, লোকে ত ভাল দিকটা দেখেনা—মন্দ দিকটাই আগে দেখে। আমার সঙ্গে তাঁদের

অনিশ্চিতা কি ভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেইটে ভেবে এখন আমার সেখানে যাওয়াটা তাঁরাও পছন্দ করবেন না হয় ত—তা ছাড়া তোমার ওপরও ত আমার একটা কর্ত্তব্য আছে ?

ধারা সে কথা যেন হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ছলেই কহিল, আমার ওপর কর্ত্তব্যের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না—সে সব ঠিক্ থাকবে। আর আমি সঙ্গে যাচ্ছি যখন, তখন অত ভাবনা ভাববার ত তোমার দরকার নেই। তোমার যাওয়া তাঁরা যখন নিষেধ করেছিলেন—সে অবস্থা এখন তাঁদেরও বদলে গেছে—তোমারও বদলে গেছে। আমি ত তাঁকে একদিন দিদি বলে ছিলুম—তোমার কর্ত্তব্যটা আমাকে পালন করতে দিও—তাহলেই তোমার করা হবে। আমিই তাঁদের কাছে যাবো—তুমি সঙ্গে থাক্‌বে—তাতে কিছু দোষ হবে না।

ধারা তাহার মনের কথা টানিয়া বলিয়া এবং তাহার মনের সঙ্কোচ তাহার ইচ্ছা পালনে যে বাধা দিতে ছিল—সেই সমস্যার সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহাকে যে চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিল, তাহাতে আন্তরিক প্রীত হইয়া তাহার মুখের দিকে সুবিমল সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। ধারার অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও মনের বলের পরিচয় সে পূর্ব্বেই পাইয়াছিল—কিন্তু তবু উপস্থিত ব্যবহারটা যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহাকে প্রীতি ও বিস্ময়ে অভিভূত করিল।

সুবিমল কহিল, আচ্ছা তাই চল—তোমার কথাই থাক্—

আমি কাজকর্মের যত শীগ্‌গির পারি একটা বন্দোবস্ত করে দিই। তার পরে কাশীতে থাকবার জায়গা একটা ঠিক্ করেই তোমাকে নিয়ে যাবো।

সেই কথা মত পর সপ্তাহেই সুবিমল সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করিল।

কাশীতে গিয়া সুবিমল নবদ্বীপবাসী একজন আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে বাসা লইল। কিছু দিন পূর্ব্বে নবীন ও সরস্বতীর সঙ্গে নারায়ণী তীর্থ করিতে আসিয়া সেই বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিলেন—সেই তীর্থদর্শনের ব্যয়ভার সমস্তই সুবিমল বহন করিয়াছিল—নবীন লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে—সুবিমলের সবিনয় অনুরোধে শেষে সেই সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বিধবা কন্যা বাটীর এক পার্শ্বে বাস করিত—অপর অংশে সুবিমল দাস দাসী পাচক লইয়া বাস করিবার বন্দোবস্ত করিল।

সেই বাড়ীখানি বাঙ্গালীটোলার নিকটেই অথচ সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে নহে—অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায়—দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইবার রাস্তার উপরে। সেখানে যাইয়া সুবিমলের একটী সুবিধা হইয়াছিল। ধারাকে দেবদেবী দর্শন করাইতে ও গঙ্গাস্নান করাইতে সুবিমলকে নিজে সকল দিন সঙ্গে যাইতে অথবা ভৃত্যদের সঙ্গে পাঠাইতে হইত না—বাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণের কন্যা ও প্রতিবেশী কাশীবাসী কয়েকজন সুপরিচিত ভদ্র গৃহস্থের গৃহিণীরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

(২৯)

সুবিমল বিনতির কাশীর ঠিকানা পায় নাই—সুতরাং পথে ঘাটে সাক্ষাৎ ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। সেই জন্য কাশীতে গিয়া ধারা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও দেবদেবী দর্শন করিতে যাইবে পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল।

অবশ্য উভয়েই কাশীবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সন্ধান পাইবার প্রথমে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই। ধারার যে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত পরিচয় হইত তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিত, 'মায়ে ঝিয়ে দুজন ব্রাহ্মণদের মেয়ে এখানে কোথায় থাকেন তা জানেন—মেয়েটী খুব সুন্দরী—নাম বিনতি—অল্প বয়স—কর্ত্তার নাম কালীতারা হালদার—তিনি এখানে থাকেন না।' কেহই কিন্তু সে খবর দিতে পারে নাই।

তাহার পরে সুবিমল নিজেই সঙ্গে করিয়া কাশীর প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান ধারাকে একে একে দেখাইয়া আনিল—এবং যেখানে যাইত পথের উভয় দিকে দুইজনের চক্ষু অনবরত

বিনতির অনুসন্ধান করিত। শেষে স্বতন্ত্রভাবে, সুবিমল দেবদেবী দর্শন করিতে এবং ধারা ব্রাহ্মণ কন্যাদের সঙ্গে যাইয়া, পথের লোকদের সকলকেই দেখিবার চেষ্টা করিত। ধারার পক্ষে সে চেষ্টায় কোনও অসুবিধা হইত না—কিন্তু সুবিমল তাহাতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিত এবং অনেক সময়ে সে চেষ্টা হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে হইত। প্রায় এক সপ্তাহ এই ভাবে কাটাইয়া শেষে ধারা বাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণকন্যাকে ধরিয়া বসিল—তাহাকে প্রতিদিন নূতন নূতন ঘাটে লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণকন্যার অসুবিধা হইলেও, ধারার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইল। বাড়ীভাড়া ছাড়া—সুবিমল নানা রকমে মুক্ত হস্তে তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। সেই নূতন উপায়েও প্রথমে কোনও সুফল পাওয়া গেল না—সুবিমল ও ধারা ফিরিলে—উভয়ের মুখ দেখিলেই তাহারা পরস্পরে বুঝিতে পারিত—কেহ কাহাকেও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা বৃথা বিবেচনা করিত।

দুই সপ্তাহ কাশীবাসের পর যখন তাহারা হতাশ হইয়া আসিয়াছে—সেই সময়ে একদিন ধারা কেদারঘাটে স্নান করিতে গিয়া ঘাটের উপরে সোপানে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতেছে এমন সময় দেখিল, একজন স্ত্রীলোক স্নান করিয়া উঠিয়া দূর হইতে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—ধারা তাহার দিকে ফিরিলে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইতেই স্ত্রীলোকটী

তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, ধারা—কেমন আছ? ভাল ত সব?

ধারা প্রশ্নকারিণীকে নিকটদৃষ্টিতে দেখিয়াও প্রথমে চিনিতে পারিল না। তাহার অঙ্গে কোনও অলঙ্কার নাই—পরিধানে মোটা সরুপাড় ধুতি—মস্তকের স্থানে স্থানে কেশ নাই—যাহা আছে ছোট তাহাও করিয়া ছাঁটা—মুখে ও অঙ্গের ত্বক্ যতটুকু দেখা যাইতেছিল—দগ্ধ, বিকৃত, ক্ষত চিহ্ন বিশিষ্ট —মলিন ও কদাকার। কিন্তু তাহার ভ্রূ ও পক্ষ্ম-বিরল চক্ষুর্দ্বয়ের চাহনী দেখিয়া একটা সভয় সংশয়ে ধারার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—সে বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে?

উত্তর হইল, আমি বিনতি।

ধারা ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তুমি বিনতি দিদি!

ধারার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।

সহানুভূতিতে বিনতির নয়নযুগলও সজল হইয়া আসিয়াছিল। সে বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে কহিল, তোমাদের একদিন গাড়ী করে পথে যেতে দেখেছিলুম—আমি পাশ কাটিয়ে পথের ধারেই দাঁড়িয়েছিলুম—তোমরা দেখেও চিনতে পারলে না। তোমাকে ডাকতুম—তিনি সঙ্গে ছিলেন বলে ডাকা হোলো না।

—তিনি যে তোমাকেই খুঁজতে এসেছেন।

—সব জেনে শুনেও!

—সব ত শোনেন নি—তোমার এমন হয়েছে—তা তিনি জানেন না।

—এটাও জানিয়ে দেওয়া ভাল ছিল—তা হলে হয়ত এই কর্ম্মভোগ করতে হোত না।

ধারা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, ও কি কথা বলছ বিনতি দিদি! তুমি কি তাঁকে চেন না? তিনি আমাকে বিবাহ করেছেন—আমি যে তাঁর সঙ্গে তোমাকেই খুঁজতে এসেছি।

বিনতি অনুতপ্ত-কণ্ঠে উত্তর দিল, মাপ কর বোন—আমার অন্যায় হয়েছে। আমি সেদিন তোমাদের একসঙ্গে দেখেই বুঝেছিলুম—তুমিই তাঁর ঘরের লক্ষ্মী হয়েছ। আমার মনে একটা বড় ভয় ছিল—বুঝি আমার শাস্তির বোঝাটা তাঁর দিক থেকেও বেড়ে যাবে—তিনি অসুখী থাকলে—সে শাস্তিটা আমার সব চেয়ে বেশী হোত। যাহোক বিশ্বনাথ আমাকে সে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। তুমি আজ বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদ হয়ে এসে আমাকে কি ভাবনা থেকে উদ্ধার করলে তা আমি জানছি—আর বিশ্বনাথই জানছেন। আমার আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আছে কিনা তা জানি না—তবু কায়মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি নিজে সুখে থাকো—তাঁকে সুখে

রাখো—তুমি পাশে থাকলে তিনি যে সুখে থাকবেন—তা তোমাকে একদিন দেখেই আমি বুঝেছিলুম।

ধারা বিনতির আবেগ ও উচ্ছ্বাসে সঙ্কুচিত হইয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার ইচ্ছায় কহিল, তোমার এমন দশা কি করে হোলো —বিনতি দিদি?

বিনতি বিমর্ষভাবে কহিল, সে কথা এখানে দাঁড়িয়ে কি বল্‌বো বোন। গঙ্গাস্নান করে যাবার কি আসবার সময় এক দিন যদি আমাদের বাড়ী যাও—কি তিনি যখন বাড়ীতে না থাকেন এমন সময়ে আমাকে ঠিকানা দিলে আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

ধারা কহিল, তোমাকে যেতে হবে না—আমিই তোমাদের বাড়ীতে যাবো—কোথা তোমাদের বাড়ী? আমি কালই যাবো।

বিনতি—কাছেই—চলনা তোমাদের বাসায় যেতে হয়ত আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়েই যেতে হবে।

সেই সময়ে ধারার সঙ্গিনী ব্রাহ্মণকন্যা ও তাঁহার প্রতি-বেশিনীদের আসিতে দেখিয়া বিনতি নিম্নস্বরে ধারাকে কহিল, আমার পরিচয় দিও না—বোলো চেনা লোক।

পরে ধারা ও তাহার সঙ্গিনীদিগের পশ্চাতে যাইতে যাইতে অল্পদূরে গিয়াই বিনতি ধারাকে একান্তে ডাকিয়া, একখানি বাড়ী দেখাইয়া কহিল, ঐ আমাদের বাড়ী।

ধারা তাহাকে কহিল, কাল খুব সকালেই গঙ্গাস্নানে আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা কোরবো।

বিনতি বিদায় লইল।

বাড়ীওয়ালা ব্রাহ্মণের কন্যা ধারাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কে?

একজন প্রতিবেশিনী কহিল, মাগীকে দেখতে যেন কি রকম বিশ্রী দেখেছ? দেখলে ভয় করে!

অপর একজন কহিল—আহা! পুড়ে গিয়ে অমন হয়ে গেছে—দেখলে না।

প্রথমোক্তা ধারাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কাশীতে যার তার সঙ্গে মিশোনা মা। এ বড় বিদন জায়গা। কত রকম লোক এখানে আছে তা কি জান বাছা। যত রকম পাপ করতে পারে তা করে শেষে সব এইখানে মরতে আসে—শিব ভোলা ঠাকুর—তাই মাগী নিজেদের এখানে ঠাঁই দেয়—অন্য ঠাকুর হলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিত।

ব্রাহ্মণকন্যা ধারার মুখে অধৈর্য্যের লক্ষণ দেখিয়া শেষোক্তাকে কহিল, শুনছো—চেনা মানুষ—তবে আবার ওসব কথা কেন বিন্দে দিদি! গঙ্গাচান করে কি পরের নিন্দে করতে আছে—ঠাকুর দেবতার কথা—ভাল কথা কওনা?

অগত্যা পথে সেদিন আর পরচর্চ্চা হইল না—অন্য কথাও জমিল না।

ধারা বাসায় ফিরিয়া সেদিন সুবিমলকে নিজে কোনও কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সুবিমল তাহার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কিছু খবর পেলে নাকি?

ধারা নতমুখে উত্তর দিল—দেখা পেয়েছি। কাল ভোরে আবার দেখা হবে। আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।

ধারার মুখের বিষাদমাখা গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুবিমলের অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসও হইল না। ধারার সঙ্গে যখন দেখা হইয়াছে—প্রাণে বাঁচিয়া আছে—সেই সংবাদই যথেষ্ট। এতদিন নিরম্বু উপবাসের পর জল বিন্দুরও মূল্য আছে। এই ভাবিয়া সুবিমল তাহার কৌতূহল দমন করিল।

(২০)

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ধারা তাহার সঙ্গিনী ব্রাহ্মণকন্যাকে পুনরায় কেদারঘাটে স্নান করিতে যাইতে অনুরোধ করিল এবং বিনতিদের বাটীর কাছে আসিয়া কহিল, তিনি যেন স্নান ও আহ্নিক পূজা করিয়া ফিরিবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া যান। পূর্ব্বদিন ধারা তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিল সে সেদিন স্নান করিবে না—তাহার সেই পরিচিতা স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে।

বিনতি দ্বারেই দাঁড়াইয়া ধারার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধারা দেখিল—বাটীর মধ্যে মুক্ত উঠানের এক ধারে বাস করিবার দ্বিতল বাটী—মধ্যে ক্ষুদ্র উঠান—অপর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দির; উঠানের এক পার্শ্বে একটী চারা বেলগাছ—আকন্দ গাছ—ধুতুরা গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ধারা বুঝিল বাটীতেই শিবস্থাপনা করা হইয়াছে। মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া একটী স্ত্রীলোক নৈবেদ্য সাজাইতেছিল। বিনতি পরিচয় দিল—সেই স্ত্রীলোকটীই তাহার জননী—অনুপমা।

কালীতারা ত্যাগ করিবার পর অনুপমার দেহ ও মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—সে যেন কত বৃদ্ধা। ধাঁরা তাহাকে রোয়াকের নীচে হইতে প্রণাম করিলে, বিনতি তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া বসাইল। কাশীর সেই বাটীখানি অনুপমার বিবাহ কালে প্রাপ্ত নিজের গহনা বিক্রয়ের অর্থে কালীতারা অনুপমার নামেই ক্রয় করিয়া দিয়াছিল। সে বাড়ীতে কালীতারার কোনও দাবী ছিল না—কালীতারা যখন অনুপমার রূপেমোহে মুগ্ধ সেই অবস্থাতেই সেই বাটী ক্রয় করা হয়—তখন অনুপমাকে শেষে ফাঁকি দিবার মতলব কালীতারার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। বাড়ীখানির বাহিরের পথের ধারের ঘর গুলিতে দোকান ও দ্বিতল বাটীর অর্দ্ধেক ভাড়া দিয়া সেই অর্থেই অনুপমা ও বিনতির জীবিকা চলিতেছিল। শিবস্থাপনা কালীতারা নিজের অর্থে করাইয়া দিয়াছিল। কালীতারার শত দুর্ব্যবহারেও অনুপমা তাহার প্রতি ভালবাসা ভুলিতে পারে নাই। এজন্মে হতাশ হইয়া পরজন্মে আবার তাহাকেই পতিভাবে পাইবার কামনায় অনুপমা তখনো একান্ত মনে শিবপূজার আয়োজন নিত্যই স্বহস্তে করিয়া দিয়া—শিবারাধনা করিত। অনুপমা তাহার অদৃষ্টের সহিত মিটমাট করিয়া শিবসেবা করিতে করিতে শেষ নিমেষপাতের জন্য দিন গণিতে ছিল।

বিনতি কিন্তু তাহার প্রতি ভাগ্যদেবতার অত্যাচার অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই। বিনতি তাহার সকল দুর্ভাগ্যের—

সকল দুর্গতির এবং তাহার জননীর হীনতার জন্ত তাহার পিতা-কেই দায়ী ভাবিয়া, তাহার উপর দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিত। বিশেষতঃ শেষে অসহায় অবস্থায় তাহার জননীকে ত্যাগ ও তাহাদের অলঙ্কারাদি সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য বলিয়া তাহার জন্মদাতাকে বিনতি ঘৃণা করিত। সে তাহার জন্মগ্রহণের জন্ত শুধু জনকের উপর নহে বিধাতার উপরও এক একবার খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত। যদি তাহার তামসী জীবননিশায় দূরাগত বংশীরব—সুবিমলের সখ্যতার স্মৃতিটুকু তাহাকে শয়তানের আহ্বান হইতে অক্ষয় কবচের মত সতত রক্ষা না করিত, তাহা হইলে সে তাহার দুর্ব্বহ জীবনের ভার একদিন স্বেচ্ছায় নামাইয়া দিত। সুবিমলের স্মৃতিই তাহাকে নৈরাশ্যে তাড়িত নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতায় টানিয়া রাখিয়াছিল—ক্রমশঃ জন্মান্তর-বাদে ও বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ত্বে আস্থাবান করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পবিত্র তীর্থে শত শত পাপী তাপী নর-নারীকে ধ্রুব বিশ্বাসে ধর্ম্ম ও ভক্তি সাধনায় নিরাশা হইতে আশায়, অশান্তি হইতে শান্তিতে আসিতে দেখিয়া, বিনতি প্রাণপণ চেষ্টায়, তাহার জন্মগত অভিশাপ, শিক্ষা ও পূর্ব্বাভ্যাস সমস্ত ভুলিয়া, অটল শান্তি ও শাশ্বত আনন্দের অন্বেষণে ফিরিতে-ছিল। প্রিয়তমের কল্যাণে ত্যাগের ইচ্ছায় সেই পথে সে পদক্ষেপ করিয়াছিল—সেই পথেই সে তাহার অভিশপ্ত তাপদগ্ধ

জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ত্যাগ তাহার জীবনকে ধূলিশয়ন হইতে তুলিয়া মুক্ত নভের ঊর্দ্ধ পথে লইয়া চলিতেছিল। ধারার সঙ্গে যখন বিনতির সাক্ষাৎ হইল তখন বিনতির ধর্ম্মে মতি আত্ম-সম্মোহিত অবস্থা হইতে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আশ্বস্ত অন্তরে জীবন ও জগত রহস্যের পরিণাম দর্শনের প্রতীক্ষায় শেষ দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল।

বিনতি ধারাকে লইয়া গিয়া তাহাদের গৃহে বসাইলে ধারা দেখিল সেই গৃহটীর একধারে একখানি তক্তপোষ—তাহাতে মাতা ও কন্যার উভয়ের সামান্য শয্যা, অপর ধারে একটী ট্রাঙ্ক, দুইটী বাক্স ও কয়েকটী তৈজসপত্র ভিন্ন আর কোনও দ্রব্য ছিল না।

ধারা বিনতির দগ্ধ মুখাবয়বের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া কহিল, এমন করে পুড়েগেলে কি করে বিনতি দিদি! তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা যে কি রকম হয়ে আছে তা বলতে পারি না। এযে একেবারে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছ।

বিনতি উদাসভাবে কহিল, এ আমার নিয়তি—একেবারে যাবার জন্তেই ত এরকম করেছিনুম বোন। এ জন্মের শাস্তি বাকি ছিল বলেই বোধ হয় বিধাতা নিলেন না।

ধারা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নিজে ইচ্ছে করে এই রকম করেছ! কেন? কি হয়েছিল?

—না হলে শয়তানের সঙ্গে নরকে যেতে হোত—তার চেয়ে মরণই ভাল বলে মনে করেছিলুম।

ধারা জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বিনতির বিকৃত মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে তাহার মুখে বাক্য সরিল না।

বিনতি নিজেই ধীরে ধীরে কহিল, তোমরা সব কথা জান না—জানাবার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু যখন এ অভাগীকে খুঁজতে এতদূর এসেছ—তখন সব কথা বলাই ভাল। একজন লোক বাবাকে একটা ভারি বিপদের সময় রক্ষে করে—বাবার দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে সে দ্বীপান্তরে যেতে রাজি হয়—সেই উপকারের দাম—সে আমাকে চায়। সে একটা কারিকর—জাতে কামার—বলে আমাকে বিয়ে করবে—বুঝছো লোকটা কি রকম শয়তান। বাবার তখন মাথার ঠিক ছিল না—বাবা রাজি হন—অন্ত কেউ হলে কখনো রাজি হতেন না—কিন্তু আমার বাবা কি রকম লোক তা শুনেছ ত—তিনি রাজি হন। আমি তখন ১৩।১৪ বছরের। শয়তান দিন পোনের আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নরক যাতনা ভুগিয়ে—ফিরিয়ে দিয়ে নিজে ৭ বছর জেল খাটতে যায়। তখন মরবার ইচ্ছে হলেও ছোট ছিলুম বলেই বোধ হয় সে সাহসটা হয়নি—হলেই কিন্তু আপদ চুকে যেত। কিছু দিন পরে মনে করেছিলুম—৭ বছর অনেক দিনের কথা—তার ভেতর হয় তার নয় ত

আমার একটা কিছু হয়ে যাবে। আর তা যদি না হয় ত সে ফিরে এলে আমাকে যাতে দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো। এই ঠিক্ কোরে আমি জেলে থেকে আগেকার কথা যতটা পারি ভুলতে চেষ্টা ক'রে—জীবনটাকে আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলছিলুম। এমন সময় হোলো স্থবিমল বাবুর সঙ্গে দেখা। মরবার ইচ্ছেটা ভুলে গেলুম—তখনো তার মিয়াদের দু বছর বাকি ছিল—তার পরে একদিন হঠাৎ শুনলুম সে খালাস পেয়েছে—তার বাকি মিয়াদটা মাপ হয়ে গেছে!

ধারা আড়ষ্ট হইয়া সেই ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনিতেছিল—সেই অল্প কয়েকটা কথার ভিতর দিয়া যে কি ভীষণ যাতনা আতঙ্ক হতাশার মূর্ত্তি তাহাকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল তাহা ধারা যেন ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—কেবল একটা পৈশাচিক বিভীষিকার আবছায়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে যেন পিষিয়া দিতেছিল—একটা অসহ্য বেদনায় বুক ফাটা হাহাকার যেন বিনতির সহজ স্বরের ভিতর দিয়া ধারার শ্রবণ পথে মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিতেছিল।

বিনতি যেন দম লইবার জন্য—একটু থামিয়া ছিল। ধারা তাহার মুখের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া তাহার কথার সূত্র ধরাইয়া দিবার জন্যই যেন কহিল, সেই জন্যেই ওঁদের কথায় কাণ দাওনি—বিয়ের কথা তুলতে বারণ করেছিলে বুঝি?

বিনতি বিষণ্ণ ভাবে কহিল, না বোন—সে কথা হয়েছিল—

জেলথেকে খালাসের খবর পাবার অনেক আগে। সুবিমল বাবু যে বিয়ের কথা পাড়বেন সেটা আগে ভাবিনি—মনে করে-ছিলুম, যেমন হেসে খেলে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তেমনিই যাবে—যত দিন পোড়া কপালে সে সুখটুকু থাকে ততটুকুই লাভ। কিন্তু তা ত হোলো না—উনি বিয়ের কথা পাড়তেই আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। সব কথা বলবার সাহসও হচ্ছিল না—পাছে ওঁর সঙ্গে একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—তখন ছাড়াছাড়ির দরকারও ছিল না। যেমন বন্ধুভাবে দিন কাটছিল, মনে করেছিলুম, উনি যদি ঐ তাড়া না দিতেন তাহলে, বরাবরই তেমনি কেটে যাবে—সে যে আবার জেল থেকে ফিরে এসে আমাকে ফিরে পাবার দাবী করবে, সেটা তখন মন থেকে একরকম মুছেই ফেলেছিলুম। যাহোক যতটুকু ভেঙ্গে বলতে পারি ততটুকু বলে—ওঁকে থামিয়ে রাখবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে কথা উনি শুনলেন না—ওঁর জেদ আরো যেন বেড়ে গেল। আসল কথা বলতে কিছুতেই পারলুম না। তা ছাড়া আরো একটা মস্ত বাধা ছিল—সেটাও বলবার নয়—একটা নিজের দোষ আর একটা মায়ের লজ্জার কথা—মেয়ে হয়ে বলি কি করে তা।

ধারা কহিল—সে কথা আর বলতে হবে না—সে কথা আমরা শুনেছি।

বিনতি যেন একটা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কহিল—

সেইটের ওপরই ভর দিয়ে—বিয়ে হতে পারে না এই কথাটা বলেছিলুম। সেটাও উনি বুঝলেন না। আমার তখন নিজের ভাবনা ঘুচে গিয়ে তাঁকে কি করে আমার পাপের স্পর্শ থেকে রক্ষে কোরবো—তিনি আর যাতে আমার ত্রিসীমানায় না আসেন তাই কোরবো—সেই ভেবে ভেবে পাগল হবার মত হয়ে ছিলুম—এমন সময় এল সেই জেল থেকে খালাস পেয়ে সে আমাকে নিতে আসছে—সেই খবর। সেটাকে আমি আমার মৃত্যুদণ্ড বলেই ধরে নিয়েছিলুম—তখন আমার নিজের ভয় ভাবনা লজ্জা সব ঘুচে গিয়েছিল—সব তাঁকে বলতে পারতুম—পারলুম না খালি মার নিন্দের—বাবার পাপের কথা বলতে হবে বলে—কাজেই তাঁকে হেঁয়ালীতে চিঠি লিখে—শেষ বিদায় নিতে হোলো। আমি ঢের সয়েছি সেটাও সয়ে গেল। তার পরে আমার যম সত্যিই ফিরে এলো—একদিন রাত্তিরে চোরের মতন এসে আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে এলো। তখন আমার সব ভয় কেটেগেছে—আমি তার হাত থেকে এড়াবার অন্য উপায় না দেখে—সুমুখে একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছিল সেইটে ভেঙ্গে সেই তেলে আগুনে পুড়ে মরতে গেলুম। প্রাণটা গেল না—যমে নিতে এসেও ফেলে রেখে গেল—কিন্তু যে রূপের জন্যে সে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল, সেই রূপ জ্বলে পুড়ে ক্ষার হয়ে গেল। শান্তি পেলুম খুবই কিন্তু সেটাকে তখন শান্তি বলে ভাবলুম না—কেননা সেই

শাস্তিতে আমার শত্রুর হাত থেকে ত নিস্তার পেলুম। তাছাড়া সুবিমল বাবুর জন্যেও একটা ভয়ছিল—সে ভয় ভাবনা আর রইল না—তিনি যাকে জানতেন সে বিনতি পুড়ে গিয়ে রইল তার প্রেত।

ধারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সে ত ঠিক রূপের মোহ নয় —সে ভয় আর নেই, কিন্তু তুমি কেমন ভাবে আছ—খাবার পরবার কষ্ট পাচ্ছ কিনা সে ভাবনাটা ত যাবার নয়? সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হয়ে আছেন বলেই—ত তাঁকে নিয়ে এসেছি এখানে।

—সে ভাবনাটা এখন তুমিই তাঁর ভেঙে দিও বোন—তুমি বোলো আমার সে সব কষ্ট নেই। আর তিনি নিজে যেন আমার সঙ্গে আর দেখা না করেন—এইটা কোরো বোন—তোমায় মিনতি করছি। এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমার কোনও ভয় লজ্জা কিছুই নেই—কিন্তু তিনি যে মনে কষ্ট পাবেন—তাঁর স্মৃতির স্বপ্নটা ভেঙে যাবে—এ দুঃখটা আমি শুধু শুধু তাঁকে দিতে চাই না।

—তা ঠিক্ বলেছ। তোমাকে দেখে আমারই যখন বুক ফেটে যাচ্ছে—তাঁর কত কষ্ট হবে তা ত বোঝাই যাচ্ছে। আমি তাঁকে দেখা করতে বারণ করবো—কিন্তু তোমাদের সংসারের কষ্ট যদি কিছু থাকে সেটা তাঁকে জানাতে দোষ কি দিদি? সে অভাব থেকে রক্ষে করতে পারলে—তোমাকে

দেখে যে কষ্ট পাচ্ছি—সেটা তবু একটু কমতে পারে। আমাদের সে কর্ত্তব্য থেকে বঞ্চিত কোরো না দিদি ?

—না না—সত্যিই আমাদের সে রকম অভাব কিছু নেই। তিনি যখন আমার এত দোষ ক্ষমা করে আমাকে দয়া করে খুঁজতে এসেছেন—তখন মিছে অভিমান করে, কি চক্ষুলজ্জা করে, তাঁর সাহায্য নেবো না—এরকম স্পর্দ্ধা আমি করবো না—যদি কখনো অভাব হয় সত্যিই বলছি তোমাদের জানাবো। কিন্তু সে অভাব আমাদের হবে না—এই বাড়ীখানা আমার মার নিজের—বাবার যা কিছু সব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই বাড়ী থেকেই যে সামান্য আয় আছে—তাইতেই আমাদের দুজনের চলে যায়। তাঁকে এটা বুঝিয়ে বোলো—তাঁর দয়ার জন্যে তাঁকে নমস্কার জানিও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধারা কহিল, তুমি যে দয়ার বার হয়ে গেছ দিদি—ভগবান যে তোমাকে সুখী করবার কোন পথই রাখেন নি—ভগবানই তোমাকে শান্তি দিন। তোমাকে না দেখে ফিরে যেতে যে তাঁর মনে কত কষ্ট হবে তা বুঝতে পারছি কিন্তু দেখলে আরো কষ্ট।

—না না—দেখা যাতে না করেন তা তোমাকে করতেই হবে।

—তা হলে শীগ্‌গিরই আমাদের এখান থেকে যেতে হবে—নইলে হয়ত তোমার কথা রাখতে পারবো না। তাই হোক

তবে। কিন্তু তুমিও কথা দাও যে যদি কখনও অভাবে পড়—কি কষ্টে পড়—আমাদের খবর দেবে?

—চিঠি? চিঠি ত আর আমি লিখি না বোন।

—তা হলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই কি করে? সেবা করতে দেবে না—কষ্টও কখনও জানাবে না—

—আচ্ছা—কথা দিলুম—চিঠি দেবো—তুমিও খালি কেমন থাক তোমরা শুধু তাই এক এক ছত্র লিখে জানিও।

ধারা মৃদুস্বরে কহিল—আচ্ছা।

সেই সময় জানালা দিয়া ধারা দেখিতে পাইল তাহার সঙ্গিনী ব্রাহ্মণকন্যা গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিয়াছে। ধারা বিনতিকে নমস্কার করিয়া সাশ্রুনয়নে তাহার নিকট বিদায় লইল।

বিনতির চক্ষে তখন কি একটা কঠিন নৈরাশ্যের তাপ জাগিয়া উঠিয়া তাহার অশ্রু যেন শুষিয়া লইয়াছিল। অনেকক্ষণ দেখা গেল সে ধারার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পরে তাহার সহিত পৃথিবীর শেষ বন্ধন যেন ছিঁড়িয়া গেল—এইরূপ একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহে আসিয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

সুবিমল ধারার ফিরিবার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। ধারা বাসায় ফিরিয়া আর তাহাকে সংশয়ে রাখা উচিত বিবেচনা করিল না। সুবিমল নিজে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া ধারা ধীরে ধীরে কহিল, আজ

তাঁর কাছ থেকে সব শুনে এলুম—কেন তোমাকে তিনি ভালবেসেও দূরে দূরে রেখে ছিলেন—বিয়ের কথায় কেন ভয় পেয়ে ছিলেন—কেনই বা তোমাকে না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে এসেছিলেন—সব শুনলুম।

বিনতির সেই অতীতকালের ব্যবহারে সুবিমলের প্রাণে যে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছিল সুবিমলের মুখে ক্ষণকালের জন্ম তাহার স্মৃতিচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধারা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, আমরা না জেনে না বুঝে লোকের ওপর কি অন্যায়টাই না করি। তুমি তখন নিজের কষ্ট ভেবেই অস্থির হয়েছিলে—তাঁর যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছিল তা ত জানতে পারনি—জানলে তোমার কষ্ট হবে বলে তিনি জানতেও দেন নি।

সুবিমল সন্দিগ্ধভাবে ধারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তখনও কোনও কথা কহিল না।

ধারা বলিল, এখন জেনে মনে হচ্ছে—বুঝি না জানলেই ভাল ছিল—তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে—না দেখা হলেই বুঝি ভাল ছিল। আমি সইতে পেরেছি—তুমি বোধ হয় সইতে পারতে না।

সুবিমল এইবারে কথা কহিল, বিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কি হয়েছে?

ধারা—খালি প্রাণে বেঁচে আছেন—তিনি যে বল্লেন—যম নিতে এসে ফেলে রেখে গেছে—তাই বুঝি ঠিক্। তাঁর

অমন সোণার দেহ সত্যি সত্যিই জলে পুড়ে গেছে—সে মানুষ বলে কেউ চিনতে পারবে না। তিনি যে বল্লেন—বোলো সে বিনতি সত্যিসত্যিই মরে গেছে—আছে তার প্রেত—সেটা কথার কথা নয়—একেবারেই ঠিক। তিনি কেরোসিনে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন—তার কি ভয়ানক শাস্তি পেয়েছেন তা দেখলে আর কেউ সে পাপ করতে চাইবে না। প্রাণটা খালি শাস্তিভোগের জন্তেই যেন রয়ে গেছে—শরীর এমন পুড়ে জলে গেছে যে দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়।

সুবিমলের মনের ভিতরে যে আগ্নেয়গিরি প্রধূমিত হইতেছিল তাহার দহনজ্বালার বাহ্য লক্ষণ যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া অস্বাভাবিক কঠোরতার সহিত সুবিমল কহিল, এ দুর্বুদ্ধি হোলো কেন? কষ্ট সইতে এতই ভয়—যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল!

—কষ্ট সইবার ভয়ের জন্তে ঠিক নয়—আর ভাল মন্দ বিচার করবার তখন সময়ও ছিল না—করতে গেছলেন আত্মরক্ষা-আত্মহত্যা নয়। তাঁর ভাগ্যটা যে কি তা ত সব জান না—খালি জান তাঁর বাপ একজন ঠক্—তাঁর মার সর্ব্বনাশ করেছিল—তাই জাতের বাধা ছিল বলেই তিনি তোমাকে তফাতে রেখে ছিলেন—সেটাও তাঁর নিজের জন্তে নয়—তোমাকে লোকের চোখে খাটো হতে দেবেন না বলে—মা বাপের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি

থেকে রক্ষা করবেন বলে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা যে ভয়ানক পাপ তাঁর বাপ তাঁকে দিয়ে করিয়েছিল—সেটা ত বলতে পারেন নি।

সুবিমল শুধু সভয়-দৃষ্টিতে ধারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধারা একটু থামিয়া অতিকষ্টে বিনতির দুর্গতির অতীত কথা ও আত্মরক্ষার প্রয়াসের ভয়ঙ্কর ঘটনা সুবিমলকে শুনাইল। শেষে বলিল, যাহোক তাইতে সেই লোকটার হাত থেকে জন্মের মত উদ্ধার পেলেন—আর তোমারও আর তার জন্যে ক্ষতি হবার ভয় রইল না ব'লে, সেই অসহ্য শাস্তিও তিনি সয়ে যাচ্ছেন—কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোরোনা—তাহলে তিনি সইতে পারবেন না।

সুবিমল স্তম্ভিত হইয়া সেই ভীষণ কাহিনী শুনিতেছিল। সে অনেকক্ষণ ভ্রূকুটী-কুটিল কটাক্ষে অন্তরীক্ষে চাহিয়া যেন অদৃষ্ট দেবতাকে তাহার দুষ্কৃতি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিল। মহাশূন্যে তাহার অন্তরের ডাকের সে কোনও সাড়া পাইল না। শেষে স্রষ্টার অনন্ত বিশ্বব্যাপী বিচারালয়ে তাহার অভিযোগ কতই ক্ষুদ্র তাহা স্মরণে আসিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে মলিনমুখে দৃঢ়স্বরে কহিল, না ধারা আমি তার দুর্দশা দেখতে গিয়ে তার শাস্তি আর বাড়াবো না—সে যে সয়ে যাচ্ছে তাই ঢের।

—শুধু সইছেন না—এত শাস্তির পরও তিনি বিধাতার সঙ্গে এক রকম মিটমাট করে নিয়েছেন—বিশ্বনাথের দয়া পাবেন ভেবে তাঁকে ডাকতে শিখেছেন বলে বোধ হোল। মায়া কাটিয়ে উঠেছেন তিনি—আর তাঁকে মায়ায় না জড়ানই ভাল।

সুবিমলের মনে হইল সুগন্ধি ধূপ আপনাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছে। সে ছাই দেখিয়া আর কি হইবে—সৌরভটুকুই মনের মন্দিরে অক্ষুন্ন থাকুক। সে ভগ্নস্বরে কহিল, তাই হোক্ তবে ধারা, চলো আজই আমরা এখান থেকে ফিরে যাই—থাকলে দেখা হতে পারে—তাঁকেও ভাবনায় রাখা হবে।

ধারা—তাই চলো—খাওয়া দাওয়া ওঁদের সামান্যতেই চলে—বিনতি দিদির মায়ের বাড়ীর যে সামান্য আয় আছে তাতেই চলে—সে জন্য আমাদের ভাবতে হবে না—উনি যেমন থাকেন আমাকে চিঠি দেবেন বলেছেন।

সেই দিনই উভয়ে কাশী ত্যাগ করিল। ষ্টেশনে যাইবার সময় গাড়ী বিনতিদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিলে—ধারা উৎসুক-দৃষ্টিতে বিনতির গৃহের মুক্ত বাতায়নের দিকে চাহিয়াছিল—বিনতিকে সে দেখিতে পাইল না—কিন্তু তাহার কক্ষটি দৃষ্টির বাহিরে পড়িতেই ধারার চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অনুমানে কারণ বুঝিয়া সুবিমল ধারার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি নিজ কম্পিতবক্ষে সস্নেহে টানিয়া লইল।

পর বৎসর ডাক্তার গৌরের বিবাহ বিলের প্রতিবাদ করে কলিকাতায় যে সকল মহতী সভা হয়—তাহার একটীর প্ল্যাকার্ডের আড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়া সুবিমল সেই সভাস্থলে উপস্থিত হয়। সুবিমল যখন সেখানে পৌছিল তখন এত জনতা হইয়াছিল যে সভাস্থলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। সুতরাং সুবিমলকে বক্তৃতা-মঞ্চের এক পার্শ্বে সকলের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত পিনাকপাণি শাস্ত্রনিধি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক শাস্ত্রবাগীশ, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সমাজনেতা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক জন প্রধান প্রধান সমাজনেতা ও বাগ্মীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয়, মাক্তবর শ্রীযুক্ত কালীতারা বেদান্তসাগর, কবিশেখর, এম্ এ, বি-এল্ ইত্যাদি ইত্যাদি মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং সংক্ষেপে বক্তার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, 'অদ্যকার এই সুবিরাট সভার পরবর্ত্তী বক্তা কালীতারা বাবুর নাম বিজ্ঞজনসমাজে সুপরিচিত—সুতরাং তাঁহার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় আমার ধৃষ্টতা—তবু যদি এমন কেহ এখানে

উপস্থিত থাকেন যিনি তাঁহার সম্যক পরিচয় জানেন না—তাঁহারই জ্ঞাপনার্থে আমি জানাইতেছি—যে কালীতারা বাবু সনাতন হিন্দুসমাজের একজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি—মেরুদণ্ড-বিশেষ—বনিয়াদি বংশের তিনি একজন নেতা—পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজেও তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি—অথচ তাঁহার মত নিষ্ঠাবান হিন্দু কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি বিন্ধ্যাচলের প্রেমানন্দ গিরির শিষ্য। তিনি একাধারে একজন—উচ্চদরের সাহিত্যিক প্রত্নতত্ত্ববিদ, পরলোক-তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহার হিন্দু-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অতি উপাদেয়। নান্দীগ্রামের শিলা-লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে কৈলাস হইতে বিবাগী হয়েন, তখন কৈলাস-ত্যাগী প্রমথবর্গের নেতা হইয়া স্বয়ং নন্দী আসিয়া নান্দীগ্রামে বাস করেন। অতএব তিনি যখন এত বড় প্রত্নতত্ত্ববাগীশ তখন তিনি যে একজন সাহিত্যরথী একথা বলা বাহুল্য, কারণ প্রত্নতত্ত্ব হইতে ইতিহাস—ইতিহাস হইতে সাহিত্য। সুতরাং তিনি সাহিত্যের বনিয়াদ গাঁথিতেছেন। তার পর, পরলোকতত্ত্বে তাঁহার অগাধ জ্ঞান—দেশ বিদেশের বিশিষ্ট প্রেতাত্মা-গণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—তদুপরি তাঁহার মত আইনজ্ঞ ব্যবহারাজীব অল্পই আছে—তিনি আইনের কূটতর্কে ও অভিজ্ঞতায় অনেক ধুরন্ধর এটর্নি, ব্যারিষ্টার, উকিল

মোক্তারকে শিক্ষা দিতে পারেন। এহেন কালীতারা বাবুর বক্তৃতা যে আপনাদের অবহিতচিত্তে প্রণিধান যোগ্য—একথা বলাই বাহুল্য। আপনারা সেই বচন সুধা পান করুন।"

অতঃপর কালীতারা ঘন ঘন করতালির অভ্যর্থনার মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতার পরে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, ন্যায়, সহজজ্ঞান যে দিক দিয়া দেখিবেন সেই দিক হইতেই এই বিলের অনিষ্টকারিতা দেখিতে পাইবেন। এই বিল পাশ হইলে হিন্দু-সমাজ উৎসন্ন যাইবে, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে, কুলকামিণীরা পথে বসিবেন, কুলত্যাগিনীরা রাজরাণীর মত সমাজের বুকের উপর বসিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে টিট্‌কারী দিতে থাকিবে। যাহারা জারজ বলিয়া এখন সমাজের চক্ষে ঘৃণিত, তাহারা তাহাদের জন্মদাতার বিষয় সম্পত্তি দখল করিয়া বসিবে এবং ধর্ম্মপত্নীজাত সন্তানগণকে ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিবে। অর্থাৎ যাহা অবৈধ তাহা বৈধের স্থান অধিকার করিবে—যে সকল নারীর বৃদ্ধা হইলে টুকনি হাতে করা অথবা ভেক লওয়া শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত পথ—তাহারা সে পথে না গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া তাহাদের প্রাপ্য শাস্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবে। সেই হেতু প্রত্যেক নীতি-পরায়ণ সাধু ব্যক্তির উচিত—যাহারা তথাকথিত অনুরাগ, পূর্ব্বরাগ, প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা প্রভৃতি আবিমৃষ্যকারিতার

বশে পদস্খলিত হয়—তাহাদের সন্তানগণ যাহাতে সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজকে কলুষিত না করে তাহার বিধিমত চেষ্টা করা এবং যে সকল মহাপাতকীর কুহকজালে পড়িয়া সেই সকল ভদ্রসন্তান বিপথে যায়—তাহাদিগকে পরবর্ত্তী কালে সেই সকল প্রেতিনীর সংস্রব ও সকল প্রকার আর্থিক বা সামাজিক দাবী হইতে রক্ষা করা। উঠুন, জাগুন, সমাজপালকগণ, সুনীতিপরায়ণগণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠগণ—আসুন বদ্ধপরিকর হউন—যাহাতে এই বিষ ঝাড়ে মূলে উৎপাটিত হয়, যাহাতে যাহারা জারজ সন্তান হইতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য তাহারা আত্মজ হইয়া না দাড়ায় সেজন্য আপনারা সকলে মিলিয়া এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করুন যে জগৎ যেন জানিতে পারে, এখনো সনাতনী হিন্দুধর্ম্ম সজাগ আছে—ভারতবাসীরা আর সমস্ত সহিতে পারে—কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ সহিতে পারে না—সহিবে না—সহিবে না—কিছুতেই না।'

চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ করতালি ধ্বনিত হইল—'সাধু সাধু' শব্দে সভামন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল—কালীতারা সেই জয়ধ্বনির বিজয় মুকুট পরিয়া বসিতে যাইতেছে এমন সময় কোথা হইতে এক পাটি ক্যাশজ্যাল ট্যানারীর স্লিপার হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া কালীতারার পৃষ্ঠে চটাৎ শব্দে লাগিয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। কালীতারার নিকটে যাহারা ছিল তাহারা—হাঁ হাঁ—করিয়া উঠিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—এবং সভাস্থলে একটা

উচ্চ কোলাহল উঠিল। সেই গোলযোগের মধ্যে সুবিমল সভা গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরচালক তাহার বাবুর এক পায়ে চটী আর এক পদ নগ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইল। কিন্তু বাবুর মুখে রক্তমেঘের আড়ম্বর দেখিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে মোটর ছাড়িয়া দিল।

সেদিন ভণ্ডতপস্বী কালীতারার নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখিয়া—এবং তাহার অনুপমা ও বিনতির প্রতি অতি বড় পাষণ্ডের মত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সুবিমলের মনে পুরুষজাতির উপরই কেমন একটা অশ্রদ্ধা আসিয়াছিল এবং সে যে কালীতারারই মত একজন পুরুষ তাহা স্বীকার করিতেও যেন তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল! যদি অনুপমা ও বিনতির নাম উঠিবার সম্ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কালীতারার দুষ্কৃতির কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে দশের সম্মুখে অপদস্থ করিত। এইরূপ চিন্তায় সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া সে বাটীতে ফিরিয়া দেখিল, ধারা বিষণ্ণ বদনে তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় অস্থির হইয়া আছে।

ধারার মুখে উৎকণ্ঠার ভাব লক্ষ্য করিয়া সুবিমল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

ধারা দুঃখিত ভাবে উত্তর দিল, কাশী থেকে চিঠি এসেছে। এবারে বিনতি দিদির চিঠি অন্য লোকে লিখেছেন—তোমাকে লিখেছেন—তাই ভাবছি।

চিঠিখানি ধারা সুবিমলের হাতে দিল। কাশী হইতে ফিরিবার পরে ধারা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে বিনতিকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি দিত এবং বিনতিও সংক্ষেপে সেই পত্রের উত্তর দিত। এক মাস পূর্ব্বে সে সংবাদ দেয় যে কাশীতে ইনফ্লুয়েঞ্জার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—বিশেষতঃ তাহারা যে অঞ্চলে থাকে সেখানে অনেকের পীড়া সাংঘাতিক হইতেছে। পর সপ্তাহেই সংবাদ আসে অনুপমা সেই রোগে ৩ দিন মাত্র ভুগিয়া নিউমোনিয়ায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রাদ্ধশান্তির পরে বিনতি লিখিয়াছিল—তাহার মাতার বাটীখানির আয় হইতে যাহাতে তাহাদের মত ভদ্রবংশীয়া অভাগী কয়েকজনের গ্রাসাচ্ছাদন হয় এবং সেই বাটীতেই আশ্রয় পাইয়া তাহারা শিব-সেবা করিতে পারে—সেইরূপ ভাবে সে তাহার মাতাকে দিয়া একখানা উইল করাইয়াছিল—এক্ষণে মাতার উত্তরাধিকারিণী হইয়া সেও ঠিক সেইরূপ উইল করিয়া সেই উইলের সুবিমলকে একমাত্র executor (অছি) করিতে চায়। সুবিমল দয়া করিয়া সেই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছে কিনা তাহা জানাইতে। ধারা প্রত্যুত্তরে জানায় যে সুবিমল নিশ্চয়ই সেই ভার লইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সকলের জন্য নিজেও যথা সাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু সেজন্য বিনতির ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? তাহার পরে আর কোনও চিঠি না পাইয়া ধারা কয়েক দিন নিরতিশয় ভাবিত ছিল।

সুবিমলকে চিঠি খুলিতে দেখিয়া ধারা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কে লিখেছেন ?

সুবিমল সাক্ষর পড়িয়া বলিল, শ্যামাচরণ বাবু।

শ্যামাচরণ বাবু একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সব্‌ জজ—নিঃসন্তান—তিনি সস্ত্রীক কাশীবাস করিয়াছেন—বিনতিদের বাটীর নিকটেই তাঁহার বাটী—তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। বিনতি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছিল, শ্যামাচরণ বাবুই দয়া করিয়া তাহাদের উইল লিখিয়া রেজিষ্টারী করাইয়া দিয়াছিলেন—তিনি তাহাদের নিঃসহায় দেখিয়া সতত তত্ত্ব লয়েন—এবং অনুপমার শেষ পীড়ার সময় তিনি বৃদ্ধ হইয়াও নিতান্ত আপনার জনের মত চিকিৎসার বন্দোবস্ত, তত্ত্বাবধান ও মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ও চতুর্থীর শ্রাদ্ধের যথারীতি উদ্যোগ করিয়া দেন। বিনতি কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিয়াছিল তাহাদের দুর্দ্দিনে শ্যামাচরণ বাবুকে তাহারা পরম সহায় পাইয়াছে।

বিনতি নিজে চিঠি না লিখিয়া শ্যামাচরণ বাবু কেন চিঠি লিখিলেন—সেই সংশয়ে ধারা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখেছেন ?

সুবিমলের মুখ—চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে—পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ধারার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া সুবিমল চিঠিখানি ধারার হস্তে দিল। ধারা উৎকণ্ঠিত ভাবে চিঠিখানি লইয়া এক নিশ্বাসে উহা পাঠ করিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়! আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই—কিন্তু বোধহয় শ্রীমতি বিনতি দেবীর পত্রে আমার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। বিনতি দেবীর আজ ৪ দিন হইল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া পীড়া একেবারে সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে—জ্ঞান নাই—ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে—তাহার স্বর্গীয়া মাতার যে রোগ হইয়া ছিল—সেই রোগ। তাঁহার আপনার লোক কেহই নাই—কিন্তু তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করিতেন—আপনাকে তাঁহার উইলের অছি করিয়াছেন এবং আপনার পরিবারকেও তাঁর অধিক স্নেহ করেন—ইহা জানিয়া কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের এই দুঃসম্বাদ দিলাম। যদি ইচ্ছা করেন অন্তিমকালে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে পারেন—তবে দেখা হইবে কিনা তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তার কোনও ভরসা দেন না। আশাকরি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। প্রণাম জানিবেন। ইতি—

নিবেদক—শ্রীশ্যামাচরণ দে

চিঠি পড়িয়া ধারার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। সে গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি করবে? যাবে ত?

সুবিমল গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ধারা কহিল, আমিও যাবো।

সুবিমল—তাহলে গুছিয়ে নাও—এখনি যেতে হবে। ট্রেণের সময় হয়েছে।

ধারা—গাড়ী আনতে পাঠাও।

সুবিমলের মোটর প্রস্তুতই ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই উভয়ে মোটরে আসিয়া উঠিল। সঙ্গে চলিল কেবল একজন ভৃত্য ও একটী ট্র্যাঙ্কে নিতান্ত আবশ্যকীয় কয়েক খানি বস্ত্রাদি।

পরদিন বিনতিদের বাটীতে তাহারা যখন পৌঁছিল তখন বাটীর দ্বারে একজন স্ত্রীলোক বসিয়াছিল—অপর কেহ ছিল না। সুবিমল অস্বাভাবিক স্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিল, কেমন আছেন?

উত্তর হইল—কে? গিন্নিমার মেয়ে—আহা! তিনি কাল রাত্তিরে মারা গেছেন যে—এখনো পুড়িয়ে ফেরেনি—

সুবিমল—কোন্ ঘাটে?

উত্তর হইল—হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে। আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি? জজবাবু বলছিলেন বটে আপনাদের আসবার কথা আছে। এলেই তাঁকে খবর দিতে বলেছিলেন—যাই বলে আসি—

সুবিমল তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল—আচ্ছা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বোলো—আমরা একটু পরে আসছি।

সুবিমল ও ধারা গাড়ীতেই বসিয়াছিল। সুবিমল গাড়োয়ানকে কহিল—হরিশ্চন্দ্রের ঘাট—শীগ্‌গির। বক্‌সিস্ পাবে। ভৃত্য কোচবাক্স হইতে নামিয়াছিল—সুবিমলের হুকুম শুনিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ভৃত্যকে গাড়ীতে রাখিয়া সুবিমল ধারাকে লইয়া যখন

দাহঘাটে পৌঁছিল—তখন চিতা নিবিয়া আসিয়াছে। শ্যামাচরণ বাবুর জনৈক আত্মীয় দাহকার্যে তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তিনি নিজেই আসিয়া, সুবিমলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, কহিলেন, শরীরে বিশেষ কিছু ছিল না ত—খুব অল্প সময়েই কাজ শেষ হয়ে গেল।

সেই সময়ে যাহারা শব দাহ করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে একজন কলসী করিয়া চিতায় ঢালিবার জন্য গঙ্গাজল লইয়া আসিল। শ্যামাচরণ বাবুর আত্মীয় তাহাকে বলিলেন—ঢালো—জল ঢেলে দাও—বেশ করে চিতাভিজিয়ে নিবিয়ে দাও।

সুবিমল স্তম্ভিত হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিল—খারা নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সুবিমলের কর্ণে বহুদিন পূর্বে পঠিত কবির কথা কে যেন ধ্বনিত করিল—

"তাই হোক্ হোক্। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল!
ধরা-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
তব জনমের হা হা।"

সুবিমল হঠাৎ তাহার জড়তা ত্যাগ করিল। সে তাহার জুতা খুলিয়া রাখিয়া যে কলসী করিয়া চিতায় জল ঢালিতেছিল, তাহার হাত হইতে কলসীটা চাহিয়া লইয়া গঙ্গা হইতে জল আনিয়া চিতায় ঢালিতে লাগিল। যতক্ষণ না চিতার অগ্নি নিঃশেষে নিভিয়া গেল—ততবার সে একাই জল বহিয়া আনিয়া ঢালিল।

শ্যামাচরণ বাবুর আত্মীয়টী কহিল, আপনাদের আত্মীয় ছিলেন বুঝি ?

সুবিমল সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সুবিমলের আগমন সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ বাবু বিনতিদের বাটীতে আসিয়া সুবিমলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুবিমল ও ধারা গঙ্গাতীর হইতে ফিরিলে তিনি তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাটীর ভিতরে লইয়া যাইলেন। সুবিমল শিব-মন্দিরের রোয়াকে গিয়া বসিল—ধারাও সেইখানে গিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

তিনি সুবিমলকে বিনতির উইলখানি দিয়া উহা পড়িতে বলিলেন।

সুবিমল কহিল, যা লিখে গেছেন তা আমি শুনেছি। আপনি যে রকম ব্যবস্থা করা ভাল বিবেচনা করেন আমার তাতেই মত আছে জানবেন। বাড়ীখানি যেমন ভাবে তাঁরা রেখে গেছেন—পূজার ব্যবস্থা যেমন ছিল—ঠিক সেই রকমই এখন কিছু দিন রাখুন—তার পরে যাতে তাঁদের ইচ্ছা স্থায়ী ভাবে পূর্ণ হয়—তার পরামর্শ আমি আপনার সঙ্গে করে যাবো। এঁদের কিছু দেনা আছে কি ?

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, না।

সুবিমল—তাহলে কত হলে অন্ততঃ পাঁচজন বিধবার খাওয়া পরা আর দেবসেবা চলতে পারে।

শ্যামাচরণ—তাঁরা অন্নে চালাতেন—অন্ততঃ ৩০।৪০ টাকা মাসে দরকার—তা ভাড়াও সেই রকমই পাওয়া যেতে পারে।

সুবিমল—তার জন্যে ভাববেন না—একশ' টাকা যাতে সুদ পাওয়া যায়—এই রকম গবর্ণমেণ্টের কাগজ আমি এই অনাথ আশ্রমের জন্যে দেবো ঠিক করেছি। আপনি যাতে আজ থেকেই বাড়ীতে সন্ধ্যা পাবার আর ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা ঠিক থাকে তাই—দয়া করে কিছুদিনের জন্যে করুন। এখন এই পাঁচশ' টাকা হাত খরচের জন্যে রাখুন।

শ্যামাচরণ বাবু প্রথমে সেই টাকা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পরে সুবিমলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উহা গ্রহণ করিলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় সুবিমলকে সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিবার কথায় স্বীকার পাইলেন। কাশী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি সবিনয় অনুরোধে সুবিমল ও ধারাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রীও উভয়কে যথাসাধ্য আদর যত্ন করিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর ও তাঁহার পত্নীর সহিত বিনতিদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় সুবিমল ও ধারা উভয়েই বুঝিল, তাঁহারা উহাদের পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা কিছুই জানেন না—কেবল তাঁহারা নিঃসহায় ও আত্মীয়-স্বজন-হীন বলিয়াই তিনি তাঁহাদের প্রতি দয়া যত্ন করিতেন।

বিদায় দিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্যামাচরণ বাবু মোমজমা

কাপড়ে আচ্ছাদিত শিলমোহর করা একটী কৌটা আনিয়া সুবিমলকে দিয়া বলিলেন—ব্যায়রাম হতেই বিনতি বোধ হয় বুঝতে পেরে ছিলেন—তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি জ্বর হতেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এই কৌটটী হাতে দিয়ে বলে-ছিলেন যে এইটে ইন্‌সিওর করে আপনাকে পাঠাতে। অথচ তখনি পাঠাতে বলেননি—বলেছিলেন—তিনি মারা গেলে পাঠাতে। আমি সে কথায় তখন তাঁর মৃত্যু আশঙ্কা দেখে তাঁকে ধমক দিয়ে ছিলুম—বলেছিলুম—কেন ওরকম বল্‌ছ—সামান্য জ্বর হয়েছে সেরে উঠবে। বিনতি সে কথা না শুনে আমাকে ওটা রাখতে হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন। কাজেই রাখতে হয়েছিল। পরে বুঝলুম তাঁর কথাই ঠিক্—তার পরদিনই রোগ একেবারে ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল। যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে—আপনারা যখন এসেছেন তখন নিয়ে যান—আর ডাকে পাঠাতে হোল না—ওতে চিঠি আছে বলেছিলেন—আর কিছু দামী জিনিস আছে বোধ হয়। আমাকে দুশ টাকার ইন্‌সিওর করতে বলেছিলেন।

সুবিমলের সেদিন ভাল করিয়া কথা কহিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তবু সে যথাসাধ্য অল্প কথায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শ্যামাচরণ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইল। পরদিন তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল।

সে রাত্রে বাটীর অপর সকলে শয়ন করিলে, সুবিমল ও

ধারা তাহাদের শয়ন কক্ষের নিভৃতে গিয়া বিনতির দত্ত সেই কৌটার আচ্ছাদন মোমজমা বস্ত্র কাটিয়া উহা খুলিল। উহার ভিতরে একখানি চিঠি ও এক গাছি অল্প মূল্যের কিন্তু সুদৃশ্য ক্ষুদ্র মুক্তার মালা ছিল। চিঠিখানি ধারাকে সম্বোধিত—যদিও কৌটার উপরের ঠিকানা বিনতি স্বহস্তেই সুবিমলের নামেই লিখিয়াছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—

'স্নেহের ভগ্নী ধারা—

তাই এ চিঠিখানি যখন পাবে তখন আমি এখানকার দুঃখ লজ্জা ভয় ভাবনা ছাড়িয়ে গেছি জানবে। এই শেষ চিঠিখানা চাই কি সুবিমল বাবুকে লিখতে পারতুম—কিন্তু তাঁর সঙ্গে যখন সব সম্পর্ক চুকিয়ে সেই স্নেহের সম্বন্ধটা তোমার সঙ্গেই পাতিয়েছি—তখন তোমাকে লিখলে আমার তাঁকেই লেখা হোলো। আমি তোমাদের যেমন নিত্যই আশীর্বাদ করে থাকি—আজও বলছি তুমি সুখে থাক—তাঁকে সুখে রাখ—এ আশীর্বাদটা আমার পর-জগৎ থেকেই করা হচ্ছে জেনো। সেখানে যা পাইনি এখানে সেই শান্তি খুঁজতে এসেছি—পাবো কি না তা জানি না। আমার ডাক ঠাকুর শুনেছেন কি না তা জানি না, কিন্তু তোমাদের মত লোকের কথা ঠাকুর শুনবেন—আমার বিশ্বাস আছে—তোমরা আমার জন্যে এক একবার তাঁকে ডেকো। আমি জানি তোমরা আমাকে ভুলবে না—তবু মনে পড়বার জন্যে এই মুক্তার মালাটুকু তোমাকে দিয়ে

যাচ্ছি—এটী আমার মা আমাকে ছেলেবেলায় দিয়েছিলেন—মার নিজের জিনিস—বাবার এতে কোনও সত্ত্ব নেই—তিনি যা দিয়েছিলেন সমস্তই নিয়ে নিয়েছেন—যাও বা নেন নি তা আমরা এখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সঙ্গে যেদিন সুবিমল বাবুর প্রথম দেখা হয় সে দিন আমি ঐ মালাটী পরেছিলুম—তাই ওটা আমি যত্ন করে তুলে রেখেছিলুম—আর সব বিক্রী করবার সময় ঐ মালাটী বিক্রী করি নি। আমার মতন অপয়া লোকের জিনিস তুমি পরবে কিনা ভেবে ভরসা করে এতদিন তোমাকে পাঠাতে পারি নি—যদিও দেবার ইচ্ছে অনেক দিন আগেই হয়েছিল। এখন আর দেরী করলে দেওয়া হবে না বলে দিয়ে যাচ্ছি—যদি তোমার কি সুবিমল বাবুর ও জিনিস—নিতে পরতে কোনও আপত্তি না থাকে ত পোরো। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে দেখবো—যদি আমার অধিকার থাকে তাহলে আমি দেখে সুখী হবো। তবে যদি পরতে মনে কোনও বাধা থাকে ত পোরো না—বিক্রী করে সেই টাকা গরীব দুঃখীকে দিও। সেজন্তে কিছু মনে কোরো না—তোমাদের যাতে অমঙ্গল হয় এমন কাজ আমি করতে চাই না। আবার বলি সুখে থাক—সুখে রেখো—

তোমাদের ইহ পর জগতের সতত মঙ্গলাকাঙ্খিনী

বিনতি'

চিঠি পড়িয়া ধারা সেই মুক্তার মালা ছড়াটী হাতে তুলিয়া

দেখিতে যাইতেই তাহার নয়ন যুগল হইতে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু ধারা ঝরিতে ঝরিতে তাহার প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া দিল।

ধারা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—পরি?

সুবিমল গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, পরো।

ধারা সুবিমলের চরণে সেই মুক্তা মালা স্পর্শ করাইয়া কণ্ঠে পরিয়া উর্দ্ধমুখে জোড়করে নমস্কার করিল।

সম্মুখে মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অনন্ত-বিস্তৃত সুনীল নভোস্থলে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল।

সুবিমলের সকরুণ স্নেহ-দৃষ্টি ধারার কণ্ঠের মুক্তামালা ও নয়নের মুক্তাধারা হইতে স্বতঃই সেই কৌমুদী পুলকিত মহা-কাশের দিকে ধাবিত হইল। জানালা দিয়া মুক্ত বাতাসে রজনী-গন্ধার সৌরভ আসিতেছিল।

সমাপ্ত

ধর্ম্মপত্নী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। যতীন্দ্রবাবুর পারিবারিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যতীনবাবুর উপন্যাস বঙ্গ-গৃহলক্ষ্মীদের একমাত্র আদরের সামগ্রী। বিলাতী বাঁধাই।

বিয়ের ক'নে—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত বৈচিত্র্যময় সামাজিক উপন্যাস। ভাব, ভাষা, ঘটনা আগাগোড়া নূতন। এন্টিক কাগজে ছাপা, রেশমী বাঁধাই, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

মিলন—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত সচিত্র সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। উপহার দিবার মত এমন পুস্তক আর একখানিও নাই, নিঃসঙ্কোচে পুত্রকন্যার হস্তে প্রদান করা যায়। রঙ্গিন কালীতে ছাপা, তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সতীর-স্বর্গ—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যে 'সতীর স্বর্গ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ২য় সংস্করণ রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৹ মাত্র।

সঙ্গিনী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। সঙ্গিনী বঙ্গকুলললনা মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে, এই পুস্তকে অতি সরল ভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা।

সতীরাণী—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস বিবাহবাসরে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক; দ্বিতীয় সংস্করণ, তুলার প্যাডে বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা।

মুস্কিল আসান—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

রং বাহার—৺যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত প্রহসন। মূল্য ।৶৹

লক্ষ্মীলাভ—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। এ এক নূতন ধরণের উপন্যাস। পল্লী-জননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণমণ্ডিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷৹

সতীলক্ষ্মী—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রেশমে বাঁধা মূল্য ২৲ টাকা।

স্বর্ণ প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রেশমে বাঁধা সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দুগৃহের, উজ্জ্বল চিত্র। পুণ্য-প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বর্ণকুটির—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘশ্বাস, অভাবে দারুণ হাহাকার, বঙ্গগৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। নয়নরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সুখের মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা, মূল্য ১॥০ টাকা।

হরপার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, হরপার্ব্বতীর অপূর্ব্ব লীলা। উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধা মূল্য ২॥০

কুলদেবী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী মূল্য ১॥০ টাকা

পরাধীনা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১॥০ টাকা

বিসর্জ্জন—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ১॥০ টাকা

অনাদৃতা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য ১॥০ টাকা

স্বয়ম্বরা—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত মূল্য ১॥০

কমলিনী—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল মূল্য ১॥০

ভাগ্যবতী—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মূল্য ১॥০ টাকা

ভাগ্যহীনা—শ্রীমতী — দেবী মূল্য ॥০

সোনার কমল—শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র মূল্য ১॥০ টাকা